বাংলাদেশে তথ্য প্রযুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ

মাসিক কমপিউটার জগৎ

THE MONTHLY COMPUTER JAGAT
Leading the IT movement in Bangladesh

এপ্রিল ২০০৪ ১৩তম বর্ষ ১২তম সংখ্যা

2004 13TH YEAR VOL. 12

দাম মাত্র ৳৩০

১৩ বছর পূর্তি সংখ্যা

নিরাপদে কমপিউটার ব্যবহারে ৫০ টিপ্‌স

পৃষ্ঠা-২৭

মাসিক কমপিউটার জগৎ-এর
গ্রাহক হওয়ার চাঁদার হার (টাকায়)

দেশ/মহাদেশ	১২ সংখ্যা	২৪ সংখ্যা
বাংলাদেশ	৩২০	৬০০
সার্কভুক্ত অন্যান্য দেশ	৭৫০	১৪০০
এশিয়ার অন্যান্য দেশ	১০৫০	১৯০০
ইউরোপ/আফ্রিকা	১২৫০	২৩০০
আমেরিকা/কানাডা	১৪০০	২৫০০
অস্ট্রেলিয়া	১৫০০	২৮০০

গ্রাহকের নাম, ঠিকানাসহ টাকা নগদ বা মানি অর্ডার মারফত "কমপিউটার জগৎ" নামে রুম নং ১১, বিসিএস কমপিউটার সিটি, রোকেয়া সরণী, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭ ঠিকানায় পাঠাতে হবে। চেক গ্রহণযোগ্য নয়।

ফোন ঃ ৮৬১৬৭৪৬, ৮৬১৩৩২২, ৮৬১০৪৪৫
৮১২৫৮০৭, ০১৭১-৫৪৪২১৭
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৯৬৬৪৭২৩
E-mail : jagat@comjagat.com
Web : www.comjagat.com

সূচী - পৃষ্ঠা ২১
বিজ্ঞাপন সূচী - পৃষ্ঠা ২৫
খবর - পৃষ্ঠা ৭৩

কম্পিউটার জগৎ
COMPUTER JAGAT
বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত তথ্য প্রযুক্তি ম্যাগাজিন
এপ্রিল ২০০৪ ত্রয়োদশ বর্ষ ১২শ সংখ্যা

সূচীপত্র

২৩ সম্পাদকীয়

২৫ পাঠকের মতামত

২৭ নিরাপদে কমপিউটার ব্যবহারের ৫০টি টিপস

নিরাপদে কমপিউটার ব্যবহারের লক্ষ্যে নিরাপত্তা চেকলিস্ট তৈরি, পাসওয়ার্ড পরিবর্তন, ইন্টারনেট- সম্পর্কিত কিছু নিরাপত্তা, ওয়েব ব্রাউজার, এন্টিস্পাইওয়্যার, ই-মেইল, ডাউনলোড ইউটিলিটি ইত্যাদি বিষয়ে এবারের প্রচ্ছদ প্রতিবেদন লিখেছেন ওমর আল জাবির।

৩৫ বিসিএস কমপিউটার সিটির ব্যবসা বাড়াতে সব ধরনের উদ্যোগ নেবে নতুন কমিটি

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বিসিএস কমপিউটার সিটি কমিটির নির্বাচন সম্পর্কিত রিপোর্ট।

৩৬ আইসিটি গবেষণা অনুদান প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত

আইসিটি গবেষণায় ১২ কোটি টাকার অনুদান এবং এপিএসসিসি সম্পর্কিত রিপোর্ট তৈরি করেছেন সৈয়দ আবদাল আহমদ।

৩৮ অন্ধজনে দেহ আলো

অন্ধদের জন্যে ডেভেলপ করা ওয়েবের টেক্সট টু ব্রেইল এবং ব্রেইল টু টেক্সট সফটওয়্যারকে বিশ্রয় কম্প্যাটিবল করার সার্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরেছেন মোস্তফা জব্বার।

৪০ ইন্টেল চেয়ারম্যানের দুঃসাহসিক পরিকল্পনা

চিপ ও মেমরি ছাড়াও আরো কিছু পণ্যের বাজার দখলের প্রচেষ্টায় ইন্টেলের পরিকল্পনা নিয়ে লিখেছেন তাসনিম মাহমুদ।

৪৩ বহুজাতিক কোম্পানির সামনে আরো সুদিন

অন-লাইন নির্ভর ব্যবসায় চীনের উত্থান সম্পর্কে লিখেছেন বদরুন্নেসা স্বাগতা।

45 English Section

* IMCA Showcase 2004 History of sorts in the city of Dhaka

47 NEWS WATCH

* BASIS and SIPPO Opens Portal TRADO
* Intel Motherboard Goes to the Markets
* MOZUMDER JOINS THAKRAL
* Toshiba New Portege A100

৫৩ সফটওয়্যার কারুকাজ

টুলবার থেকে ম্যাক্রো রান, অপ্রয়োজনীয় ওয়ার্ড ফিচার অপসারণ, পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের কিছু টিপস এবং আইই'র ইমেজ রিসাইজ ডিসাবেল করা নিয়ে কারুকাজ লিখেছেন যথাক্রমে তানজীম-উল-হক, ফয়সাল আহমেদ এবং তন্বী।

৫৪ ইয়াহু ডট কম– একের মধ্যে অনেক সুবিধা

ইয়াহুর ৪ মে.বা.-এর ই-মেইল একাউন্টের সাথে যে ৩০ মে.বা. করে ফটো ও ব্রিফকেস সুবিধা পাওয়া যায় সে সম্পর্কে লিখেছেন জাহাঙ্গীর আলম জুয়েল।

৫৬ কর্পোরেট ওয়ানে টিসিপি/আইপি

কীভাবে রাউটারের মাধ্যমে ওয়ান সেটআপ করা যায় সে সম্পর্কে লিখেছেন নূর আফরোজা খুরশীদ।

৫৭ SQL ডাটাবেজ Attach/Detach/Drop

কীভাবে SQL ডাটাবেজ পিসিতে সেটআপ করা যায় তা নিয়ে লিখেছেন মো: জুয়েল ইসলাম।

৬০ কমপিউটার গেম ডিজাইনিংয়ের ১২ ধাপ

গেমারদের প্রিয় গেম ডেভেলপের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো বিবেচনায় আনা উচিত তার কয়েকটি নিয়ে লিখেছেন সামিউর রহমান।

৬১ নিজে তৈরি করুন মাল্টিমিডিয়া সিডি

মাল্টিমিডিয়া সিডি ডেভেলপের কৌশল সম্পর্কে লিখেছেন এম এম রহমান মাকসুদ।

৬৪ রেড হ্যাট লিনআক্সে প্রিন্টার কনফিগারেশন

লিনআক্স রেড হ্যাট সিস্টেমে প্রিন্টার কনফিগারেশন সম্পর্কে লিখেছেন কে. এম. আলী রেজা।

৬৭ নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির পঞ্চম সফটফেয়ার ২০০৪

নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি কমপিউটার ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত পঞ্চম সফটওয়্যার মেলা সম্পর্কে রিপোর্ট।

৬৯ রোবট চলবে হাইড্রোজেন ফুয়েল সেলে

হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল চালিত রোবটের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন নিয়ে লিখেছেন প্রাণ কানাই রায় চৌধুরী।

৭১ কম ভ্যালী লি: নিজস্ব ব্রান্ড পিসি নির্মাণ করতে যাচ্ছে

কম ভেলী লি:-এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা এবং নিজস্ব ব্রান্ড পিসি নির্মাণ সম্পর্কিত রিপোর্ট।

৭২ মাইকা পার্কার ইতিবাচক এক বিদেশী আইটি তরুণ

একাডেমিক সার্টিফিকেট অর্জন করলেই যে মানুষ শিক্ষিত হয় এবং কর্ম জীবনে ভাল করতে পারে তা নয়। শেখার ব্যাপারটাই আলাদা। সে ধরনের এক তরুণ প্রতিভা মাইকা পার্কার সম্পর্কে লিখেছেন মুনীর তৌসিফ।

৮৫ বর্ষ সেরা দশ গেম

গেম ইউজারদের অভিমতের ভিত্তিতে গত বছরের সেরা ১০টি গেম সম্পর্কে পর্যালোচনা করেছেন সিফাত শাহরিয়ার।

৭৩ কমপিউটার জগতের খবর

* দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল পত্রের জন্য আইসিটি থিমেটিক গ্রুপ গঠন
* উইন্ডোজের বিকল্প লিনআক্স ভিত্তিক ওএস গঠনের লক্ষ্যে
* জাপান, চীন ও দক্ষিণ কোরিয়ার যৌথ উদ্যোগ
* আইএসপিএবি'র ইন্টারনেট ফেয়ার ২০০৪
* আইএসপিএবি'র ইন্টারনেট ফেয়ার ২০০৪
* ওয়্যারলেস ব্রডব্যান্ড প্রযুক্তি WiMax
* হংকংয়ে হচ্ছে গ্লোবাল আইসিটি সামিট ২০০৪
* হোম প্যাক সার্ভিস সমন্বিত ডেফোডিল পিসি
* আইইউবি চট্টগ্রামে ওরাকল কোর্স চালু
* আরএম সিস্টেমস'র অফিস স্থানান্তর
* ৮ সদস্যবিশিষ্ট বিসিএস'র সিলেট শাখা
* লেক্সমার্ক এমএফপি প্রিন্টার কমপিউটার সোর্সের বাংলাদেশে বাজারজাত
* সিটিআইটি ২০০৩-এর র‍্যাফেল ড্র
* অন-লাইন ব্যাংকিং সেবা চালুর লক্ষ্যে জয়ার-আইএফআইসি'র চুক্তি
* বাংলায় কমপিউটার প্রসেসিং শীর্ষক আইইউবি'র সেমিনার
* ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে নেটওয়ার্কিং কর্মশালা
* মাইক্রো সিস্টেমস সিসকো প্রিমিয়ার পার্টনার
* এনসিসি'র ই-বিজনেস কোর্স বাংলাদেশে
* আইবিসিএস প্রাইমেক্স জব ফেয়ার ২০০৪
* সিটিসেল মোবাইল ফোনে ওয়ানএক্স ও রিম সুবিধা যুক্ত হচ্ছে
* এপসন C41SX প্রিন্টারের পুরস্কার প্রদান
* গ্লোবাল ব্রান্ডের প্যানাসনিক ও ক্রিয়েটিভের ডিস্ট্রিবিউটরশীপ অর্জন
* কুইক বুক সফটওয়্যারসহ এইচপি সার্ভার
* সিমেন্সের পেনফোন উদ্ভাবন
* বগুড়ায় কমপিউটার সোর্স ও কমপিউটার বিক্রেতাদের সাথে মত বিনিময়
* জ্ঞানকোষ প্রকাশনীর কিছু বই
* এক্সেল টেকনোলজিস-এর অফিস স্থানান্তর
* গ্লোবাল ব্রান্ডের প্রেস্টিজ পণ্য বাজারজাত
* এপলের সিস্টেম প্রসেসর এক্সসার্ভার G5
* ফ্লিক্স ক্যাপাসিটির সন্নির ডিভিডি বার্নার
* মোবাইল ডট কমের কার্যক্রম শুরু
* বিবিআইটিতে লিনআক্স প্রোগ্রামে প্রশিক্ষণ
* ডেফোডিল মাল্টিমিডিয়ার থ্রিডি এনিমেশন তৃতীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত
* চট্টগ্রামে ক্যাননের ফ্রী সার্ভিসিং কর্মশালা
* এপসনের Dreamio EMP-TW10 প্রজেক্টর
* জেট্রো আউটসোর্সিং ফেয়ার ধন্য সাইটিতে আক্কিয়া কমপিউটারসহ বাংলাদেশী ৪টি কোম্পানির
* কমপিউটার সোর্স-এর 'সেলস কনফারেন্স ২০০৪'
* এপসন রিসেলার কনফারেন্স ২০০৪ অনুষ্ঠিত
* ক্রিয়েটিভ স্পিকার ও সাউন্ডকার্ড বাংলাদেশে গ্লোবাল ব্রান্ডের বাজারজাত
* এক্সপ্রাস কমপিউটারস'র আইনীট ও ইনটারি ইউপিএস বাংলাদেশে বাজারজাত
* বগুড়ায় লেক্সমার্ক প্রিন্টারের সাথে ফ্রী পাওয়া শর্ট
* সিবিট ২০০৪ অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ থেকে ৯টি প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ

Advertisers' Index-27

মাসিক কম্পিউটার জগৎ
THE MONTHLY COMPUTER JAGAT

প্রতিষ্ঠাতা : অধ্যাপক মো: আবদুল কাদের

উপদেষ্টা
ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী
ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম
ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ
ড. মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন
ড. যুগল কৃষ্ণ দাস

সম্পাদনা উপদেষ্টা	প্রকৌশলী এম. এস. ওয়াহেদ
সম্পাদক	এস. এ. বি. এম. বদরুদ্দোজা
ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক	গোলাপ মুনীর
সহযোগী সম্পাদক	মইন উদ্দীন মাহমুদ
সহকারী সম্পাদক	এম. এ. হক অনু
কারিগরী সম্পাদক	মো: আবদুল ওয়াহেদ তমাল
সম্পাদনা সহযোগী	মো: আহসান আরিফ
	মহসীন উদ্দিন মাহমুদ

বিদেশ প্রতিনিধি

জামাল উদ্দীন মাহমুদ	আমেরিকা
ড. খান মনজুর-এ-খোদা	কানাডা
ড. এস মাহমুদ	বৃটেন
নির্মল চন্দ্র চৌধুরী	অস্ট্রেলিয়া
মাহবুব রহমান	জাপান
এস. ব্যানার্জী	ভারত
আ. ফ. মো: সামসুজ্জোহা	সিংগাপুর
মো: জাহিদুর রহমান	মালয়েশিয়া
নাছির উদ্দিন পারভেজ	মধ্যপ্রাচ্য

শিল্প নির্দেশক	এম. এ. হক অনু
কম্পোজ ও অঙ্গসজ্জা	সমর রঞ্জন মিত্র
	আহসান হাবিব রাজা

মুদ্রণে : ক্যাপিটাল প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস লি:
৫০-৫১, বেগম বাজার, ঢাকা।

অর্থ ব্যবস্থাপক	সাজেদ আলী বিশ্বাস
বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপক	শিরীন আকতার
জনসংযোগ ও প্রচার ব্যবস্থাপক	প্রকৌ. নাজনীন নাহার মাহমুদ
উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থাপক	ফারজানা হামিদ
সহকারী বিতরণ ব্যবস্থাপক	হাজী মো: আবদুল মতিন
অফিস সহকারী	মো: আনোয়ার হোসেন

প্রকাশক : নাজমা কাদের
কক্ষ নম্বর ১১, বিসিএস কম্পিউটার সিটি, রোকেয়া সরণী
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮৬১৬৭৪৬, ৮৬১৩৫২২, ০১৭১-৫৪৪২১৭
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৯৬৬৪৭২৩
ই-মেইল : jagat@comjagat.com
ওয়েব : www.comjagat.com

যোগাযোগের ঠিকানা :
কম্পিউটার জগৎ
কক্ষ নম্বর ১১, বিসিএস কম্পিউটার সিটি, রোকেয়া সরণী
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭। ফোন : ৮১২৫৮০৭

Editor	S.A.B.M. Badruddoja
Editor in Charge	Golap Monir
Associate Editor	Main Uddin Mahmood
Assistant Editor	M. A. Hoque Anu
Technical Editor	Md. Abdul Wahed Tomal
Senior Correspondent	Syed Abdal Ahmed
Correspondent	Md. Abdul Hafiz
Manager (Finance)	Sajed Ali Biswas

Published from :
Computer Jagat
Room No. 11
BCS Computer City, Rokeya Sarani
Agargaon, Dhaka-1207
Tel. : 8125807

Published by : Nazma Kader
Tel. : 8616746, 8613522, 0171-544217
Fax : 88-02-9664723
E-mail : jagat@comjagat.com

এপ্রিল ২০০৪

সম্পাদকের দফতর থেকে

অবশেষে ফাইবার অপটিক ক্যাবল সংযোগে বাংলাদেশ

অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত ২৭ মার্চ বাংলাদেশ আরো ১৫টি দেশের সাথে সাবমেরিন ক্যাবল চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। ২০০৫ সালের জুনের মধ্যে যাতে জনগণের হাতে অতি উঁচু গতিসম্পন্ন কম খরচের ইন্টারনেট ও টেলিযোগাযোগ সুবিধে পৌঁছানো যায়, সে লক্ষ্য নিয়েই এ চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হলো। SEA-ME-WE-4 নামের ১৬ সদস্যের ফাইবার অপটিক সাবমেরিন ক্যাবল কনসোর্টিয়ামে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে ইন্টারনেট ব্যবহারের খরচ যেমনি কমবে, তেমনি অনেক দূরত্বের টেলিফোন কলের খরচও কমবে। সবচেয়ে বড় কথা, তা ইন্টারনেটের ব্রাউজিং স্পীড খুব দ্রুত করবে। এর ফলে দেশে প্রতি সেকেন্ডে ১০ গি.বা. ডাটা ট্রান্সফার করার সুযোগ সৃষ্টি হবে, যা বর্তমানের তুলনায় ৬৮ গুণ। আগামী ১০ বছরের জন্যে এ ক্ষমতা পর্যাপ্ত। এ সাবমেরিন ক্যাবলের আয়ু ১৫ বছর। বিটিটিবি ও দেশের শতাধিক আইএসপি বর্তমানে প্রতি সেকেন্ডে মাত্র ১৫০ মে.বা. ডাটা ট্রান্সফারে সক্ষম। এর মধ্যে বিটিটিবি একাই ডিমান্ড করে ৮৩ মে.বা. ক্যাপাসিটি। ফাইবার অপটিক সংযোগ গড়ে উঠলে আইএসপিগুলোকে আর সিঙ্গাপুরভিত্তিক ব্যয়বহুল স্যাটেলাইট ডাটা ট্রান্সফারের জন্যে অপেক্ষায় থাকতে হবে না। কারণ, বিটিটিবি তখন আইএসপিগুলোর কাছে ক্যাপাসিটি লীজ প্রস্তাব দেবে।

SEA-ME-WE-4 প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সাথে দেশের প্রতিটি জেলা শহরে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সার্ভিস সংযোগ দেয়া সম্ভব হবে। আন্তর্জাতিক সার্কিট আরো বাড়ানো যাবে। এতে সরকারের আয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়বে। সর্বোপরি উপগ্রহ ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রচার করা বর্তমান সার্কিটসমূহে যে ডিলে এবং কথা বলতে অসুবিধা হয়, তা দূর হবে। এই সাবমেরিন ক্যাবল সংযোগ দেশের তথ্য প্রযুক্তিতে এক নয়া বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে। কারণ, সাবমেরিন ক্যাবলে বিশাল ব্যান্ডউইডথ পাওয়া যাবে। ফলে ইন্টারনেট সুবিধা দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেয়া যাবে।

যাই হোক, এ চুক্তি স্বাক্ষর সরকারের বিলম্বিত একটি পদক্ষেপ হলেও আমরা তাকে স্বাগত জানাই। তবে এ ক্ষেত্রে সরকারের বিলম্বিত পদক্ষেপ আমাদের তথ্য প্রযুক্তি খাতকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে যে অমিত ক্ষতি সাধন করে, সে কথা মনে রেখে তথ্য প্রযুক্তি খাতে যথাসময়ে যথাসিদ্ধান্ত নেয়ার তাগিদটাও জানিয়ে রাখছি। আমরা হয়তো অনেকেই জানিনা, নব্বুইয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়ে জাপান থেকে যুক্তরাজ্যের লন্ডন পর্যন্ত ১৫ হাজার মাইল দীর্ঘ একটি অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল 'ফ্ল্যাগ' বাস্তবায়ন করা হয়। এই ক্যাবল লাইন কক্সবাজারের ৪০-৫০ মাইল দূর দিয়ে গিয়েছে। এটি ১৪টি দেশের সাথে ফাইবার অপটিক ক্যাবল সংযোগ গড়ে তোলে। ১৯৯২ সালের দিকে প্রকল্পটির পরিকল্পনা নেয়ার সময় পথিমধ্যের দেশ বাংলাদেশকে খরচ ছাড়াই এর সাথে যুক্ত হওয়ার প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল। বেশ কয়েকবার বাংলাদেশকে এ প্রস্তাব দেয়া হয়। আমাদের কক্সবাজার উপকূল দিয়ে বয়ে যাওয়া এ ক্যাবলে সংযোগ গ্রহণ তখন আমাদের জন্যে ছিল একটি অপূর্ব সুযোগ। কিন্তু আমাদের দেশের তৎকালীন সরকার তথা আমলাদের দূরদর্শিতার অভাবে আমরা সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হই। এতে দেশকে ফাইবার অপটিক ক্যাবল সংযোগে যেতে আরো এক দশক পিছিয়ে যেতে হলো। সে সময় মাসিক কমপিউটার জগৎ বিভিন্ন সংবাদ ও লেখার মাধ্যমে সে সুযোগ গ্রহণে সরকারি মহলকে তাগিদ দেয়। তখন মাসিক কমপিউটার জগৎ-এর প্রাণ পুরুষ ও এদেশের তথ্য প্রযুক্তি আন্দোলনের পথিকৃত মরহুম আব্দুল কাদের সে দাবিকে জোরালো করে তোলার জন্যে নিজে উদ্যোগী হয়ে বেশ ক'টি সাংবাদিক সম্মেলনেরও আয়োজন করেন। কিন্তু, সবই আমলাদের অদূরদর্শিতায় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

সবশেষে বলবো, সব অজ্ঞতাকে পায়ে দলে আমরা তথ্য প্রযুক্তির সব সুফলকে কাজে লাগানোর জন্যে যথাসময়ে যথা সিদ্ধান্ত নেবো। তাই হোক, আমাদের আজকের শপথ।

লেখক সম্পাদক
- প্রকৌশলী আবুল ইসলাম
- কে.এম. আলী রেজা
- মোঃ জুয়েল ইসলাম
- মো: আবদুল ওয়াহেদ

পাঠকের মতামত

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

স্ট্যান্ডার্ড বাংলা কীবোর্ড চাই

প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি এলেই দেশে কমপিউটারে বাংলা প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার ঝড় ওঠে। ব্যাপারটা যে সভা, সেমিনারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে তা নয়। পত্র-পত্রিকার কল্যাণে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছেও ব্যাপারটা পৌছে যায়। এতে কমপিউটারে বাংলা প্রয়োগের ভাল-মন্দের বিষয়টাও সাধারণ মানুষ বুঝতে শিখে। তবে এতে যে মানুষ বিভ্রান্ত হচ্ছে না তা নয়। এই বিভ্রান্তির মূলে একটা বিষয়ই কাজ করছে। সেটি হলো জাতীয়ভিত্তিক কোন কীবোর্ড লেআউট না থাকা। ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে দেশে বেশ কয়েকটি কীবোর্ড ইন্টারফেস ডেভেলপ করা হয়েছে। সব ইন্টারফেসেরই ভাল-মন্দ বিবেচনার বিষয় রয়েছে। এ বিবেচনায় যেটি কারো কাছে ভালো অন্যের কাছে তা ভাল না-ও হতে পারে। এজন্যেই মূলত সার্বজনীন কীবোর্ড লেআউট প্রণয়ন প্রয়োজন। যদি তা বহুল ব্যবহৃত কিংবা সবচেয়ে কম ব্যবহৃত কীবোর্ড ইন্টারফেসও হয়, তাতে আপত্তি থাকার কথা নয়। আমরা যারা কমপিউটার ব্যবহারকারী তাদের কোন না কোন কীবোর্ড ইন্টারফেস অনুযায়ী বাংলা কমপিউটিং করতেই হবে। তাই সার্বজনীন কীবোর্ড ইন্টারফেস থাকলে কোন কমপিউটার ব্যবহারকারীকে আর একাধিক কীবোর্ড লেআউট ব্যবহার করার ঝামেলায় পড়তে হবে না। এই ঝামেলা যে কোন কমপিউটার ব্যবহারকারীর জন্যেই অনেকটা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এ থেকে রক্ষার একমাত্র উপায় হচ্ছে প্রমিত কীবোর্ড নির্ধারণ। তা অনেক দিন যাবৎ সম্ভব হয়নি বলেই আজ যত জটিলতা। এই জটিলতা থেকে আমরা দ্রুত পরিত্রাণ চাই।

আমাদের কোন কীবোর্ডের প্রতি কোন বিদ্বেষ বা সংশয় নেই। কিন্তু একাধিক কীবোর্ড ব্যবহার যেহেতু কষ্টসাধ্য ব্যাপার তাই এ থেকে পরিত্রাণ চাই। এজন্যে যত দ্রুত কোন কীবোর্ড ইন্টারফেসকে সার্বজনীন করা হবে, ততো দ্রুত এই ঝামেলা থেকে রেহাই পাবার পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। বিষয়টা বিবেচনার জন্যে সংশ্লিষ্ট সবার সুদৃষ্টি কামনা রইল।

হরেকৃষ্ণ ভৌমিক
পাবনা।

লিনআক্সের অগ্রযাত্রায় আমাদের কমপিউটিং ভবিষ্যত

আমাদের কমপিউটিং কী উইন্ডোজ নির্ভর হবে না লিনআক্স নির্ভর হবে, সে বিতর্ক এখন ক্রমেই গুরুত্ব পেতে শুরু করেছে। এই বিতর্কের সমাধানের লক্ষ্যে জাতীয়ভিত্তিক আমরা কোন সিদ্ধান্তে এখনো পৌছতে পারিনি। আদৌ পারবো কি-না এর কোন নিশ্চয়তা নেই। তবে একথা বলা যায়, লিনআক্স নির্ভর ওএস যেহেতু প্রায় ফ্রী পাওয়া যায়, সেহেতু কোন এক সময় হয়তো উইন্ডোজকে আস্তে আস্তে বিদায় নিতে হবে এবং সে স্থান দখল করে নিবে লিনআক্স নির্ভর ওএস। লিনআক্স ব্যবহারের সবচেয়ে বড় সম্ভাবনা হচ্ছে এটা ফ্রী পাওয়া যায়। তাই কপিরাইট আইন ভঙ্গের কোন সম্ভাবনা নেই। মূলত এ কারণেই লিনআক্স নিয়ে এতো আশাবাদ।

তৃতীয় বিশ্বের দেশ হিসেবে আমরা সবাই ব্যয় সাশ্রয়ে বিশ্বাসী। এছাড়া লিনআক্স যেহেতু ওপেন সোর্স কোডভিত্তিক তাই যে কোন ব্যবহারকারী তার কাজের সুবিধার্থে লিনআক্সভিত্তিক ওএসকে কাস্টমাইজ করে তার উপযুক্ত করে ব্যবহার করতে পারবেন। এটা লিনআক্সের অন্যতম সুবিধা। এসব সুবিধার কারণেই দেশে দেশে লিনআক্সের এই উত্থান। এর বিকল্প ধারার ওএস উইন্ডোজ। এটা ব্যয়বহুল। তাছাড়া কেনাকাটায় কিছুটা ঝামেলা রয়েছে। ঝামেলা আছে ব্যবহারেও। এজন্যেই অনেকের এর প্রতি এতো অনীহা। তাছাড়া নিজের কাজের উপযুক্ত করে একে ব্যবহারোপযোগী করা যায় না। কারণ এর সোর্সকোড উন্মুক্ত নয়। তাই কমপিউটার ব্যবহারকারীদের অনেক দিনের কামনা এর বিকল্প ধারার ওএস'র। সে ক্ষেত্রে লিনআক্সের উত্থান তাদের অনেক দিনের চাহিদা পূরণে সহায়ক হবে।

আমরা জাতীয় ভিত্তিতে এই সত্যে সবাই বিশ্বাসী নই। হলে সরকারের পক্ষ থেকে নিশ্চয়ই চীন, জাপান এবং কোরিয়ার মতো কোন না কোন উদ্যোগ নেয়া হতো, এই ধারণা অনেকের। বিশেষ করে যারা সফটওয়্যার কিনে ব্যবহার করেন তাদের। তাদের এই শুভ বোধদয়ের প্রতি আমাদের সবার সম্মান প্রদর্শন উচিত। উচিত উইন্ডোজের বিকল্প ধারার ওএস হিসেবে লিনআক্সের আগমনকে স্বাগত জানানো এবং তার সহজ প্রাপ্যতার নিশ্চয়তা বিধান করা।

মোহাম্মদ উল্লাহ
রায়ের বাজার, ঢাকা।

পাঠকদের প্রতি: কমপিউটার বিষয়ক আপনার যে কোন লেখা, চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা, ধারণা, সফটওয়্যার টিপস্, কারুকাজ, মতামত বা পুস্তক সমালোচনা লিখে পাঠালে আমরা তা **কমপিউটার জগৎ**-এ প্রকাশ করতে পারলে আনন্দিত হবো। ছাপানো লেখার জন্যে লেখকদের যথাযথ সম্মানী দেয়া হয়। আপনাদের সহযোগিতা আমাদের কাম্য।

স.ক.জ.

Advertisers' INDEX

Name of Company	Page No.
Agni Systems Ltd.	20
Aklj Computer Ltd.	15
Alpha Technologies Ltd.	55
Ananda IIT	44
Asia Infosys Ltd	78
BBIT	77
Bijoy Online Ltd.	24
Ciscovalley	80
Computer Solution	79
Computer Source Ltd.	2nd Cover, 82
Comvalley Ltd.	84
Daffodil Computers Ltd.	91, 92, 93
DIIT- Daffodil Institute of IT	26
DNS Distributions Ltd..	37
ECSAS Computers & Equipment	10, 11
Excel Technologies Ltd.	83
Flora Limited	3, 4, 5
Global Brand (Pvt.) Ltd.	18, 19
Hewlett Packard	Back Cover
Intech Online Ltd.	42
Intel	95, 96, 97, 98
International Computer Network	16
International Office Equipment	90
JAN Associates Ltd.	50, 51
Microimage Bangladesh	52
MRF Trading Co.	81
Multilink Int'l. Co. Ltd.	6, 7, 9
Norban	12
Nova Computer	59
Orient	94
Oriental Services	8
Power Point Ltd.	13
Proshika Computer Systems	70
SMART Technologies (BD) Ltd.	49
Solar Enterprise Ltd.	89
Spectrum Engineering Consortium Ltd.	3rd Cover
System Information Systems Ltd.	34
Thakral Information Systems Private Ltd.	17
The Universe Computer System	68
Vanstab	14
Western Network Ltd.	22
WOW IT World Ltd.	66

নিরাপদে কমপিউটার ব্যবহারে ১০ টিপস

ওমর আল জাবির
admin@oazabir.com

কমপিউটার প্রযুক্তি অগ্রগতির সাথে সাথে নতুন নতুন ভাইরাস, স্পাইওয়্যার ও হ্যাকারদের আবির্ভাব ঘটছে। ফলে দিনে দিনে কমপিউটার ব্যবহার ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ছে। একটি নতুন অত্যাধুনিক মডেলের কমপিউটারও মাস না যেতেই ধীর গতিসম্পন্ন ও ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে। এছাড়াও মাঝে মাঝে ফাইল হারিয়ে যাওয়া, ডিস্কে জায়গার অভাব, প্রোগ্রাম ক্রাশ করা নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সিডি আর ইন্টারনেট এখন সহজলভ্য হওয়ায় এ দুটো মাধ্যম সূত্রে এখন কমপিউটার আক্রান্ত হওয়ার সবচেয়ে সহজ পথ। এছাড়াও নেটওয়ার্কে সংযুক্ত অন্যান্য কমপিউটারও যথাযথ সাবধানতার অভাবে ক্ষতির কারণ হতে পারে। আজকাল ব্যাপকভাবে কমপিউটার আক্রমণের শিকারে পরিণত হতে পারে আপনার নিজস্ব ফ্লপি, সিডি, নেটওয়ার্ক, ইন্টারনেট, প্রতিনিয়ত ব্যবহার করা প্রোগ্রাম, গেম, ই-মেইল, বিভিন্ন ওয়েবসাইট এমনকি আপনার একটি ভাইরাস প্রোগ্রামটিও বিরাট ক্ষতি করতে পারে। এতসব যন্ত্রণা থেকে কীভাবে নিরাপদে থেকে নিশ্চিন্তে কমপিউটার ব্যবহার করবেন, সে ব্যাপারে কিছু টিপস এখানে দেয়া হলো। তবে প্রথমে নিজেকে যাচাই করে নিন, কমপিউটারের ঝুঁকিগুলো সম্পর্কে আপনি কতখানি সচেতন। নিচের চেক লিস্টটি আপনি নিজে এবং আপনার আশেপাশের সবাইকে পূরণ করতে দিন। প্রতিটি বিষয় বিস্তারিতভাবে পরে আলোচনা করা হবে, তবে চেষ্টা করে দেখুন কতগুলো বিষয় আপনি নিজে এখনই টিক দিতে পারেন।

প্রচ্ছদ প্রতিবেদন

এ প্রবন্ধটি শুধু উইন্ডোজ ২০০০, এক্সপি ও ২০০৩ ব্যবহারকারীদের জন্য।

কমপিউটার নিরাপত্তা চেকলিস্ট

প্রতিটি বক্সে একটি করে টিক (√) চিহ্ন দিন অথবা অসম্মতির জন্যে ক্রশ (×) চিহ্ন দিন।

উইন্ডোজ

- ☐ কখনো এডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে লগইন করে কমপিউটার ব্যবহার করি না।
- ☐ আমার শুধু একটি এডমিনিস্ট্রেটর একাউন্ট আছে।
- ☐ আমি জটিল পাসওয়ার্ড ব্যবহার করি, যা কখনো কারোপক্ষে অনুমান করা সম্ভব নয়।
- ☐ প্রতি সপ্তাহে না হয় অন্তত মাসে একবার সবধরনের পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করি।
- ☐ আমার উইন্ডোজ এবং ই-মেইলের পাসওয়ার্ড এক নয়।
- ☐ আমার পাসওয়ার্ড আমি ছাড়া দ্বিতীয় কেউ জানে না, এমনকি আমার পরিবারের সদস্যরাও নয়।
- ☐ সপ্তাহে একবার উইন্ডোজ আপডেট করি।
- ☐ আমার উইন্ডোজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেট করার জন্যে প্রস্তুত করা আছে।
- ☐ মাসে একবার অফিস আপডেট করি।
- ☐ আমি কখনো নেটওয়ার্কের অন্য কোন কমপিউটার থেকে আমার কমপিউটারে নিজের একাউন্ট ব্যবহার করে লগইন করি না।
- ☐ কমপিউটার সংক্রান্ত সমস্যায় এডমিনিস্ট্রেটর বা হার্ডওয়্যার ডিপার্টমেন্টের অন্য কাউকে ব্যক্তিগত পাসওয়ার্ড বলি না।
- ☐ আমি উইন্ডোজ এক্সপি, ২০০০ বা ২০০৩ ব্যবহার করি।

ইন্টারনেট

- ☐ কখনো কোন ওয়েবসাইট আমাকে কিছু ইনস্টল করতে বললে, 'হ্যাঁ' বলি না।
- ☐ আমার ইন্টারনেট কানেকশনের নিরাপত্তা যাচাই করেছি।
- ☐ আমি ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার ৬ এসপি ১ ভার্সনটি ব্যবহার করছি।
- ☐ আমি সাধারণত অপেরা বা ফায়ারফক্স ব্যবহার করে ব্রাউজ করি। শুধু একান্ত প্রয়োজনে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার ব্যবহার করি।
- ☐ অন্যান্য ওয়েবসাইটে রেজিস্ট্রেশনের সময় পাসওয়ার্ডে আমার ই-মেইল বা উইন্ডোজের পাসওয়ার্ড কখনো ব্যবহার করি না।
- ☐ কখনোই আমার একাধিক ব্যক্তিগত ই-মেইল এড্রেস ব্যবহার করে অন্যান্য ওয়েবসাইটে রেজিস্টার করি না।
- ☐ ই-মেইল এড্রেস কোথাও উল্লেখ করতে হলে যেখানে সম্ভব someone at something dot com ফরমাট ব্যবহার করি। যেমন: admin at oazabir dot com
- ☐ কখনো কোন ইন্টারনেট ডিরেক্টরিতে আমার ই-মেইল এড্রেস প্রকাশ করি না।

ওয়েব ব্রাউজার

- ☐ আমার ব্রাউজার, যেমন ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার যথাযথভাবে কনফিগার করেছি।
- ☐ আমি আমার ব্রাউজারের নিরাপত্তা যাচাই করেছি।

- আমি জানি, যে সব বিজ্ঞাপন আমাকে নিরাপত্তা সংক্রান্ত সতর্কবাণী দেয় এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রলোভন দেখায়, তা সব অপ্রয়োজনীয় এবং অনেক ক্ষেত্রে ভুয়া।
- আমি গুরুত্বপূর্ণ বা গোপন তথ্য দেবার সময় নিরাপদ কানেকশন (https) ব্যবহার হচ্ছে কি-না যাচাই করে দেখি।
- আমি বুঝি, আমার ব্রাউজারকে আরো উন্নত, আরো শক্তিশালী, আনন্দময় ও দ্রুত করার জন্যে যে প্রলোভন দেয়া হয়, তার বেশিরভাগ ভুয়া এবং অপ্রয়োজনীয়।
- আমি জানি, পর্ণোগ্রাফী এবং সফটওয়্যার ক্র্যাকের ওয়েবসাইটগুলো আমার অজান্তে ও ব্রাউজারের অগোচরে কমপিউটারে ক্ষতিকর স্পাইওয়্যার বসিয়ে দেয়।

এন্টি স্পাইওয়্যার

- আমি বুঝি, স্পাইওয়্যার কি এবং যথাযথ এন্টি স্পাইওয়্যার ব্যবহার করি।
- আমার স্পাইওয়্যারটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিজেকে আপটুডেট রাখে।

ই-মেইল

- আমি মাইক্রোসফট আউটলুক অথবা আউটলুক এক্সপ্রেসকে যথাযথভাবে কনফিগার করেছি।
- আমি জানি, মাইক্রোসফট কখনো আমাকে কোন আপডেট বা সিকিউরিটি প্যাচ এটাচমেন্ট হিসেবে পাঠিয়ে তা ইনস্টল করতে বলবে না।
- আমি ই-মেইল প্রিভিউ উইন্ডোটি বন্ধ রেখেছি। আমার অনুমতি ছাড়া কখনো ই-মেইল ভুলেও খোলা হয় না।
- আমি জানি, কীভাবে এটাচমেন্ট যাচাই করতে হয়।
- আমি কখনো কোন ই-মেইলের এটাচমেন্ট খুলে দেখি না, যদিনা সেটি বিশ্বস্ত কারো কাছ থেকে আসে এবং নিশ্চিত থাকি সে নিজেই তা পাঠিয়েছে।
- আমি কখনো ই-মেইলে বিনামূল্যে বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী, পুরস্কার, লটারি, নগদ টাকা বা কোন সফটওয়্যার গ্রহণ করার ফাঁদে পা দেই না।

প্রচ্ছদ প্রতিবেদন

- আমি কখনো কোন 'স্প্যাম' খুলেও দেখি না বা তা থেকে আনসাবস্ক্রাইব করার চেষ্টা করি না।

ডাউনলোড প্রোগ্রাম

- আমি কখনো কোন ডাউনলোড সহায়ক প্রোগ্রাম, যেমন ফ্ল্যাশ গেট, গোজিল্লা, ডাউনলোড এক্সপ্রেস, ব্যবহার করি না যা বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করে।
- আমি কখনোই কোন ফাইল শেয়ারিং প্রোগ্রাম, যেমন কাজা, ন্যাপস্টার, অডিও গ্যালাক্সি প্রভৃতি ব্যবহার করি না।

ফায়ারওয়াল

- আমার ব্যক্তিগত ফায়ারওয়াল আছে এবং তা সব সময় সক্রিয় থাকে।
- আমি জানি, কী ধরনের প্রোগ্রামকে ইন্টারনেটে ব্যবহার করার অনুমতি দেয়া যায়।
- আমি জানি কীভাবে বিশেষ প্রয়োজনে যাবতীয় ইন্টারনেট সংযোগ বন্ধ করে দিতে হয়।

এন্টিভাইরাস

- আমার এন্টিভাইরাস প্রোগ্রাম রয়েছে এবং তা সব সময় সক্রিয়।
- আমার এন্টিভাইরাসটি নিজেই আপডেট হয়।
- আমার এন্টিভাইরাস নিজেই যে কোন নতুন ফাইল এবং ফ্লপি ডিস্ককে যাচাই করে।
- আমার এন্টিভাইরাস চ্যাট প্রোগ্রাম, যেমন এমএসএন মেসেঞ্জার, স্ক্যান করতে পারে।
- আমি জানি, মাঝেমাঝে ভাইরাস সংক্রান্ত যে সতর্কবাণীগুলো আসে, তার অনেকগুলোই সম্পূর্ণ প্রতারণা এবং যে পদক্ষেপগুলো নিতে বলা হয় তা প্রতারণা ছাড়া কিছু নয়।

লোকাল নেটওয়ার্ক

- আমার কমপিউটারে ঠিক কতগুলো শেয়ার আছে আমি জানি।
- যদি ব্রডব্যান্ড ব্যবহার করি, তবে আমার কমপিউটারটি যথাযথভাবে সুরক্ষিত করেছি অন্যান্য ব্যবহারকারীদের থেকে প্রতিরক্ষার জন্যে।
- আমার কমপিউটারে এমন একটিও শেয়ার নেই, যাতে অন্য কেউ কিছু কপি করতে পারে।
- আমার গেস্ট একাউন্টটি বন্ধ আছে।
- কখনো প্রিন্ট করার জন্যে নেটওয়ার্কে কোন কমপিউটারে কানেক্ট করি না, যা যথাযথভাবে সুরক্ষিত নয়।
- কখনোই কমপিউটারটি নেটওয়ার্কে সংযুক্ত অবস্থায় চলমান রেখে চলে যাই না।

এই চেকলিস্টটি থেকে আপনি যদি অন্তত ১০টি বিষয়েও অসম্মতি প্রকাশ করেন, বা অজ্ঞ থাকেন, তবে নিশ্চিত থাকুন আপনি ইতোমধ্যেই ভাইরাস, স্পাইওয়্যার, ট্রোজান, এডওয়্যার এবং নানা রকম জঞ্জাল দিয়ে আপনার কমপিউটারটি ভরে ফেলেছেন। উপরোক্ত প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানার আগে একটি ছোট প্রোগ্রাম ডাউনলোড করুন। www.webroot.com/wb/products/spysweeper/index.php এটি ইনস্টল করে প্রথমে একে আপডেট করুন। এরপর প্রোগ্রামটিকে 'ফুল স্ক্যান' করতে দিন। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন। আপনি দেখতে পাবেন আপনার কমপিউটারটি জঞ্জাল আর নানা ধরনের ক্ষতিকর প্রোগ্রামে ভরপুর।

চিত্র : কমপিউটার ভর্তি স্পাইওয়্যার

মাত্র ১২ দিন ব্যবহার করা আমার নিজের অত্যন্ত সুরক্ষিত উইন্ডোজ এক্সপি কমপিউটারেই এই অবস্থা। তাহলে ভেবে দেখুন আপনার কমপিউটারটি এখন কী অবস্থায় আছে।

উইন্ডোজ

এডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে কমপিউটার ব্যবহার করবেন না: আমরা সাধারণত একটি এডমিনিস্ট্রেটর একাউন্ট তৈরি করে সেটিই ব্যবহার করে সব সময় কাজ করি। যেমন, আপনি যদি উইন্ডোজ এক্সপি ব্যবহার করেন, তবে দেখবেন আপনার নামে যে একাউন্টটি রয়েছে, সেটি সব সময়ই একটি এডমিনিস্ট্রেটর একাউন্ট। এ একাউন্ট আপনাকে যে কোন কিছু করার অনুমোদন দেয়। যে সব প্রোগ্রাম চালাবেন, তার প্রতিটিই আপনার ক্ষমতার পুরো ব্যবহার করতে পারে। ধরুন, একটি ক্ষতিকর প্রোগ্রাম আপনি ভুলে চালিয়ে ফেললেন। যেহেতু আপনি একজন এডমিনিস্ট্রেটর, সেহেতু প্রোগ্রামটি পুরো স্বাধীনতা পেয়ে যে কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ধ্বংস করে দিতে পারে। কিন্তু, আপনি যদি সাধারণ একটি একাউন্ট ব্যবহার করেন, তবে প্রোগ্রামটি আপনার তেমন একটা ক্ষতি করতে পারবে না। কারণ, তার অধিকার তখন সীমাবদ্ধ। তাই এডমিনিস্ট্রেটর একাউন্ট ব্যবহার করে সবসময় কাজ করবেন না। দৈনন্দিন কাজ করার জন্যে একটি আলাদা একাউন্ট তৈরি করে রাখুন। যখন কোন প্রোগ্রাম ইনস্টল করার দরকার হবে, শুধু তখনই এডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে লগইন করুন।

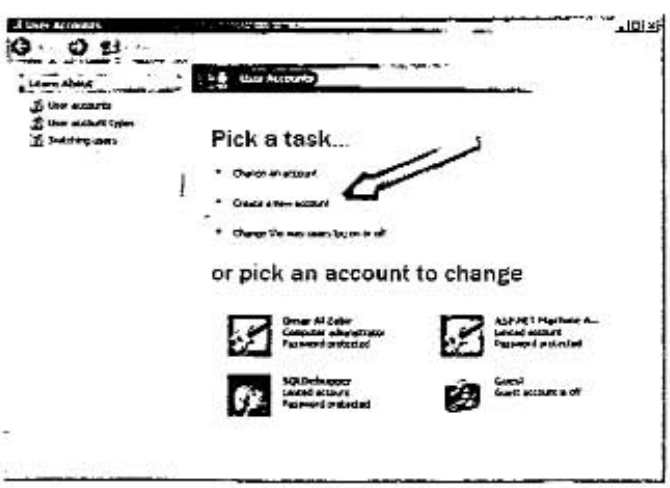

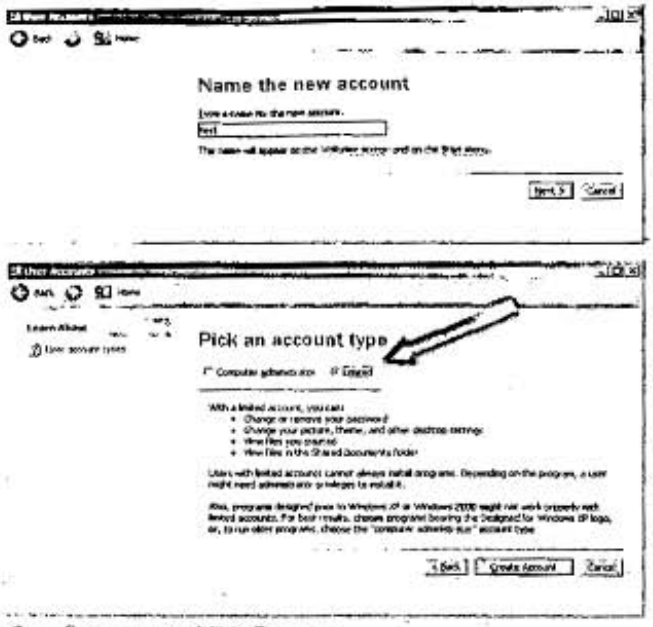

চিত্র : কীভাবে নতুন একাউন্ট তৈরি করবেন

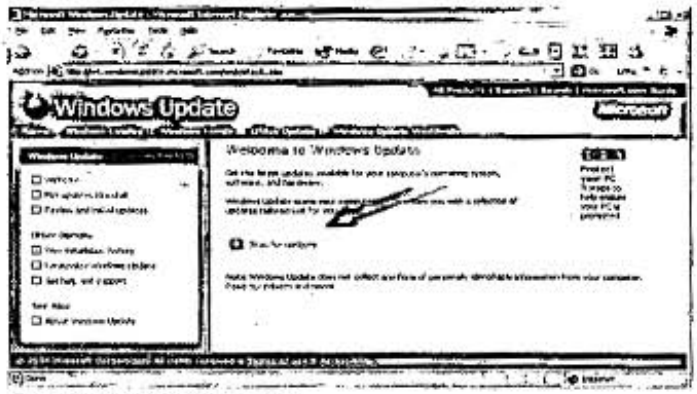

চিত্র : উইন্ডোজ আপডেট ওয়েবসাইট

একটি মাত্র এডমিনিস্ট্রেটর একাউন্ট: সব সময় কমপিউটারে একটি মাত্র এডমিনিস্ট্রেটর একাউন্ট রাখবেন। যখন অন্য কারো জন্যে একাউন্ট তৈরি করবেন, লক্ষ্য রাখবেন, তার কোন ধরনের এডমিনিস্ট্রেটিভ ক্ষমতা না থাকে।

প্রতি সপ্তাহে পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করুন

ব্যবহারকারীদের যতোই সাবধান করা হোক না কেন, এই ব্যাপারটি সবসময় সবাই এড়িয়ে যান। সম্ভবত সবাই এর গুরুত্ব উপলব্ধি করেন না বলেই এ ব্যাপারে উদাসীন থাকেন। দু'টি কারণে পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করা জরুরি। প্রথমত, আপনি যখন পাসওয়ার্ড টাইপ করেন, তখন অনেকেই কী বোর্ডের দিকে তাকিয়ে তা ধরে ফেলতে পারে। একবার না পারলেও কয়েকবার চেষ্টা করলেই বোঝা যায়। দ্বিতীয় কারণটি জটিল। কমপিউটারে স্পাইওয়্যার থাকলে তা আপনার পাসওয়ার্ড অন্য কারো কাছে পাচার করে দিতে পারে। বাজারে অনেক প্রোগ্রাম পাওয়া যায়, যা চুপিসারে একবার ইনস্টল করে দিতে পারলে, সেটি আপনার যাবতীয় গোপন তথ্য যে চায় তার কাছে পাচার করে দিবে। তাই প্রতিনিয়ত পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করলে ক্ষতির সম্ভাবনা কমে যেতে পারে।

সব জায়গায় একই পাসওয়ার্ড ব্যবহার করবেন না: পাসওয়ার্ড মনে রাখা কষ্টকর বলে অনেকে নিজের কমপিউটার, ই-মেইল, বিভিন্ন ওয়েবসাইট সব জায়গায় একই পাসওয়ার্ড ব্যবহার করেন। এটি খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ একবার কেউ ই-মেইলের পাসওয়ার্ড বের করতে পারলে তিনি প্রথমেই দেখবেন, ঐ একই পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে আপনার কমপিউটারেও লগইন করা যায় কি-না।

পরিবারের সদস্যদের সাথে পাসওয়ার্ড শেয়ার করবেন না: পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা আপনার পাসওয়ার্ড জানলে, নিজের অজান্তেই আপনার বড় ক্ষতি করে ফেলতে পারে। যেমন, তারা টাইপ করার সময় অন্য কেউ দেখে ফেলতে পারে বা মনে রাখার জন্যে হয়ত কোন টেক্সট ফাইলে লিখে রাখতে পারে। ভুলে কারো ফাঁদে পা দিয়ে পাসওয়ার্ড প্রকাশ করে দিতে পারে ইত্যাদি। অনেক প্রোগ্রাম আছে যেগুলো হয়ত ভিন্ন কোন পাসওয়ার্ড চাচ্ছে, যা কমপিউটার একাউন্টের পাসওয়ার্ড নয়। কিন্তু ভুলে সেখানে তারা আপনার গুরুত্বপূর্ণ পাসওয়ার্ডটি লিখে দিতে পারে, যা অনেকভাবেই প্রকাশ হয়ে পড়তে পারে। কতভাবে পাসওয়ার্ড চুরি করা যায়, তা বলে শেষ করা যাবে না। এ ব্যাপারে এ পর্যন্ত কম গবেষণা হয়নি। তাই পাসওয়ার্ডের গোপনীয়তা সম্পর্কে সর্বোচ্চ সতর্কতা পালন করতে হবে।

সিস্টেম এডমিনিস্ট্রেটরকে পাসওয়ার্ড দেবেন না: যদি অফিসের নেটওয়ার্কে কাজ করেন এবং কমপিউটারে কোন সমস্যা হলে হার্ডওয়্যার ডিপার্টমেন্ট অথবা সিস্টেম এডমিনিস্ট্রেটর যদি আপনাকে ব্যক্তিগত পাসওয়ার্ড দিতে বলেন, তবুও তাকে পাসওয়ার্ড দেবেন না। অনেকে মনে করেন হার্ডওয়্যার ডিপার্টমেন্ট বা সিস্টেম এডমিনিস্ট্রেটরকে হয়তো পাসওয়ার্ড দেয়া যায়। কারণ, তাদের পুরো স্বাধীনতা প্রয়োজন, যা শুধু আপনার রয়েছে। এটি ঠিক নয়। একজন যোগ্য এডমিনিস্ট্রেটরের কখনোই আপনার পাসওয়ার্ড জানার প্রয়োজন নেই। যদি থাকে তবে প্রকৃতপক্ষে তাকে কোম্পানিতে রাখার কোন প্রয়োজন নেই।

নেটওয়ার্ক ব্যবহারকারীদের এডমিনিস্ট্রেটর একাউন্ট দেবেন না: অনেক সময় আমরা ঝামেলা এড়ানোর জন্যে নেটওয়ার্কে অন্য কোন কমপিউটার থেকে নিজের কমপিউটারে এডমিনিস্ট্রেটর একাউন্ট ব্যবহার করে লগইন করি ফাইল কপি করার জন্যে। যেহেতু নিজেই লগইন করছি এবং নিজের হাতেই কাজ শেষ করছি। তাই মনে হতে পারে, এতে কোন ঝুঁকি নেই। মনে রাখবেন, একবার যখন অন্য কোন কমপিউটার থেকে আপনার কমপিউটারে লগইন করছেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই কমপিউটারটি লগ অফ করছে, ততোক্ষণ পর্যন্ত তার ব্যবহারকারী, যাবতীয় ভাইরাস এবং স্পাইওয়্যার মহানন্দে পুরো স্বাধীনতা নিয়ে আপনার যে কোন ড্রাইভে যে কোন ফোল্ডারে যা খুশি করতে পারে। একটি উদাহরণ দেই। ধরুন, আপনার কমপিউটারের নাম abc। যদি আপনি \\abc\c$\windows লিখেন, তবে যে কোন কমপিউটার থেকে আপনার উইন্ডোজ ফোল্ডারে ফাইল মোছা বা কপি করা সম্ভব। অন্য কেউ এ কাজ না করলেও সেই কমপিউটারের ভাইরাসগুলো কখনো এতো বড় সুযোগ হাতছাড়া করবে না।

উইন্ডোজ আপডেট: প্রায় প্রতি মাসেই উইন্ডোজের সব ভার্সনেই কোন না কোন ত্রুটি ধরা পড়ে, যা কাজে লাগিয়ে ওয়ার্মগুলো আপনার ব্যাপক ক্ষতি করতে পারে। সুতরাং উইন্ডোজকে আপটুডেট রাখা খুবই জরুরি। এই ত্রুটিগুলো এমন, এন্টিভাইরাস এবং ফায়ারওয়াল দু'টো থাকার পরেও উইন্ডোজের বারোটা বাজিয়ে দিতে পারে। এজন্যে প্রতি সপ্তাহে অবশ্যই একবার করে windowsupdate.microsoft.com সাইটে গিয়ে সবগুলো ক্রিটিক্যাল আপডেট ইনস্টল করে নেবেন।

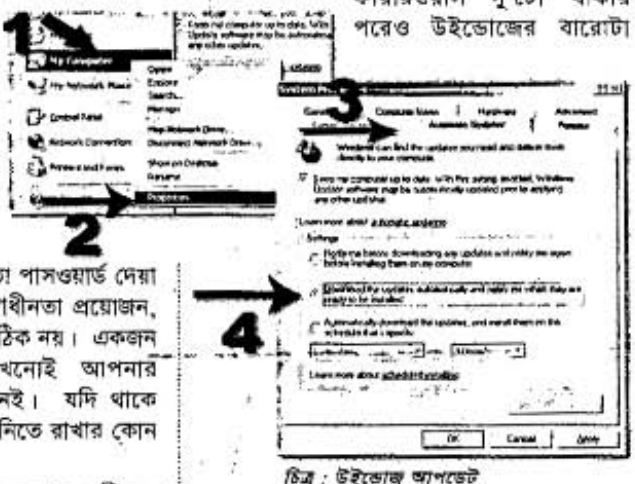

চিত্র : উইন্ডোজ আপডেট

প্রচ্ছদ প্রতিবেদন

স্বয়ংক্রিয় উইন্ডোজ আপডেট: সৌভাগ্য, উইন্ডোজ নিজেই মাইক্রোসফটের সাইট থেকে সর্বশেষ খবর জেনে নিয়ে নিজেকে আপডেট করে নিতে পারে। কীভাবে এটি নির্ধারণ করে দেবেন তা উপরের চিত্র: উইন্ডোজ আপডেট-এ দেখানো হলো। ▶

অফিস আপডেট: আপনি যদি মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, এক্সেল, এক্সেস বা অন্য কোন অফিস প্রোডাক্ট ব্যবহার করেন, তবে আপনি আরো বেশি হুমকির মুখোমুখি। উইন্ডোজের মতো এ প্রোডাক্টগুলোতেও অনেক ত্রুটি ধরা পড়ে, যা আপনার জরুরি ডকুমেন্ট বা তথ্যকে সম্পূর্ণ ব্যবহারের অযোগ্য করে দিতে পারে। তাই নিরাপদ থাকতে প্রতিমাসে অবশ্যই একবার officeupdate.microsoft.com সাইটে ঘুরে আসবেন।

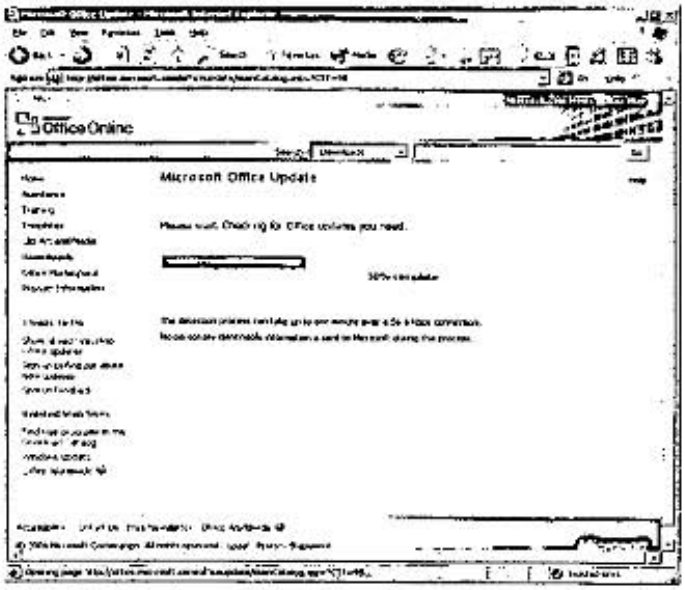

চিত্র : অফিস আপডেট ওয়েবসাইট

জটিল পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন: সবসময় এমন পাসওয়ার্ড ব্যবহার করবেন, যা ডিকশনারিতে পাওয়া যায় না, বা ডিকশনারির কোন শব্দকে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে সাথে নম্বর যোগ করেও পাওয়া যায় না। যেমন apple, apple123, app12le, ellpa123 এগুলো সবই ডিকশনারি এটাক করে বের করা সম্ভব। আবার ধরুন, abc123, qwert এ ধরনের পাসওয়ার্ড বের করারও প্রোগ্রাম পাওয়া যায়। পাসওয়ার্ড দেবার সময় নিচের নিয়মগুলো মনে রাখবেন:

০১. কমপক্ষে ৮ অক্ষরের পাসওয়ার্ড দেবেন। ০২. পাসওয়ার্ডে অবশ্যই নম্বর বর্ণ একসাথে রাখবেন। ০৩. বড় হাত এবং ছোট হাতের অক্ষর মিশ্রিত করবেন। ০৪. বিশেষ চিহ্ন ব্যবহার করবেন যেমন, $, #, ! ইত্যাদি। ০৫. কোন বস্তু বা ব্যক্তির নাম ব্যবহার করবেন না। ০৬. এমন কিছু অক্ষর ব্যবহার করবেন, যা খুব দ্রুত টাইপ করা যায়। কী বোর্ডের প্রান্তে থাকে এমন কোন অক্ষর যেমন \"~ ব্যবহার করবেন না। কখনোই স্পেস দেবেন না। ০৭. কারো সামনে পাসওয়ার্ড টাইপ করার সময় ইচ্ছে করে কিছু ভুল করবেন এবং ব্যাক স্পেস ব্যবহার করে ভুল অক্ষর মুছে ফেলবেন। এভাবে যে লক্ষ রাখছিল, সে বিভ্রান্তিতে পড়ে যাবে। ০৮. পাসওয়ার্ড কখনোই কমপিউটারে কোথাও লিখে রাখবেন না। ০৯. ভুলেও পাসওয়ার্ড ভুলে যাবেন না। আপনার তথ্য চিরদিনের জন্যে হারিয়ে যাবে। অনেক তথ্য রয়েছে যেগুলো আপনার পাসওয়ার্ডের সাথে সম্পৃক্ত করে এনক্রিপ্ট করে রাখা হয়। যেমন, আউটলুক এক্সপ্রেসের ই-মেইল যখন EFS এনক্রিপ্টেড ফাইল সিস্টেম ব্যবহার করে।

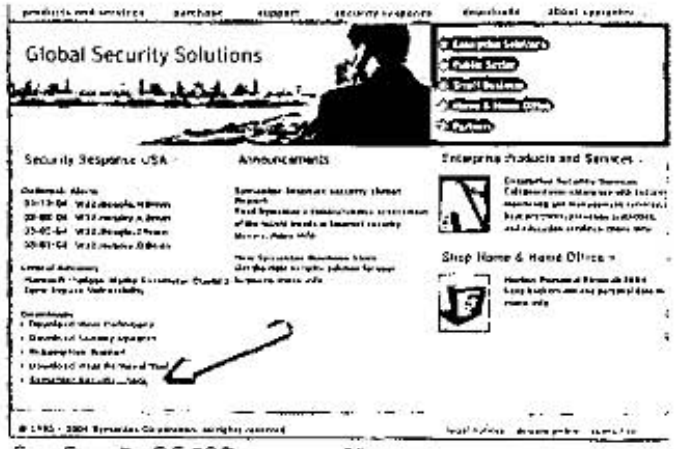

চিত্র : সিমেনটেক সিকিউরিটি চেক ওয়েবসাইট

উইন্ডোজ এক্সপি, ২০০০ বা ২০০৩ ব্যবহার করুন: আপনি যদি এখনো উইন্ডোজ ৯৮ বা এম-ই বা এনটি ব্যবহার করেন, তবে তা এখনই ফেলে দিয়ে এক্সপি বা ২০০৩ ব্যবহার করুন। পুরানো ভার্সনগুলো এখন আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। সেগুলো নিরাপদে রাখা আর সম্ভব নয়। উইন্ডোজ ২০০০ ব্যবহারকারীরা যথাসম্ভব চেষ্টা করুন উইন্ডোজ ২০০৩ ব্যবহার করতে, না হয় অবশ্যই সার্ভিস প্যাক ৪ ইনস্টল করুন।

ইন্টারনেট

অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু ইনস্টল করবেন না: অনেক সময় বিভিন্ন ওয়েবসাইটে গেলে দেখবেন একটি উইন্ডো আসে, যাতে বলা থাকে একটি বিশেষ কম্পোনেন্ট ডাউনলোড করা হয়েছে এবং আপনি তা ইনস্টল করবেন কি-না। ভালভাবে লক্ষ্য করে দেখুন তাতে মাইক্রোসফট বা ম্যাক্রোমিডিয়া কোম্পানির নাম ঠিকভাবে লেখা আছে কি-না। যদি থাকে, তবে হ্যাঁ বলুন। যদি না থাকে, তবে নিশ্চিত থাকুন এটি একটি ক্ষতিকর প্রোগ্রাম। এ ধরনের কিছু একবার ইনস্টল হলে, তা আপনার কমপিউটারের পূর্ণ ক্ষমতা ব্যবহার করে যা খুশি করতে পারে। এরকম প্রতারণামূলক কম্পোনেন্ট সাধারণত পর্ণোগ্রাফি এবং সফটওয়্যার ক্র্যাকের সাইটে দেখা যায়।

এগুলো জাভা এপলেট নয়। জাভা এপলেট অনেকটা নিরাপদ কারণ তাদের ক্ষমতা সীমিত। কিন্তু এগুলো হলো এক্টিভ এক্স কন্ট্রোল, যা ব্যাপক ক্ষতি করতে সক্ষম।

ইন্টারনেট কানেকশনের নিরাপত্তা যাচাই করুন: আপনার যদি ব্যক্তিগত ফায়ারওয়াল না থাকে তবে, ইন্টারনেট ব্যবহার করলে উইন্ডোজ আক্রান্ত হতে পারেন। এমনকি ফায়ারওয়াল যদি সঠিকভাবে কনফিগার করা না থাকে, তাহলেও ঝুঁকি থেকে যায়। সুতরাং কতটা নিরাপদে আছেন তা যাচাই করে দেখুন। symantec.com সাইটে গিয়ে নিচে বামদিকে "security check" লিংকটিতে ক্লিক করুন। অথবা সরাসরি security.symantec.com ভিজিট করুন। এরপর সিকিউরিটি স্ক্যান অপশনটি ক্লিক করুন। এটি আপনার কানেকশনের নিরাপত্তা যাচাই করে একটি চমৎকার রিপোর্ট তৈরি করে দিবে সম্পূর্ণ নিখরচায়।

ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার ৬ এসপি ১ ভার্সন ব্যবহার করুন: ইন্টারনেট এক্সপ্লোরারের সর্বশেষ ভার্সন ৬ এসপি ১। এ ভার্সনেও যথেষ্ট ত্রুটি ইতোমধ্যে ধরা পড়েছে। পুরোনো ভার্সনগুলোর অবস্থা খুবই খারাপ। সুতরাং ব্রাউজারের ভার্সন যাচাই করে ইন্টারনেট ব্রাউজ করুন। Help মেনু থেকে About-এ ক্লিক করে দেখুন ব্রাউজারের ভার্সনে 6 এবং নিচে SP1 শব্দ দুটি রয়েছে কি-না। যদি না থাকে, বাজারে সিডি পাওয়া যায়। ইনস্টল করে প্রথমে একবার উইন্ডোজ আপডেট সাইটে গিয়ে সবগুলো প্যাচ ইনস্টল করে তারপর ব্রাউজ করুন।

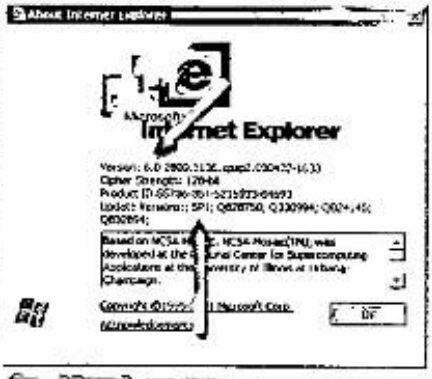

চিত্র : ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার ৬

বিকল্প ব্রাউজার যেমন অপেরা বা ফায়ার ফক্স ব্যবহার করুন: সবচে' ভাল হয়, যদি অপেরা (www.opera.com) বা মোজিল্লা ফায়ার ফক্স (www.mozilla.org/products/firefox) ব্যবহার করে ব্রাউজ করেন। এ দু'টোই বিনামূল্যে পাওয়া যায় এবং অনেক বেশি ফিচারসম্পন্ন যা ইন্টারনেট এক্সপ্লোরারে নেই। তবে একটাই সমস্যা, এগুলো ইন্টারনেট এক্সপ্লোরারের মতো এতটা শক্তিশালী নয় এবং মাইক্রোসফটসহ কিছু ওয়েবসাইট ব্রাউজ করতে সমস্যা হয়। তবে দৈনন্দিন কাজ চালানোর জন্যে দুটোই যথেষ্ট। ▶

প্রচ্ছদ প্রতিবেদন

ই-মেইল বা উইভোজের পাসওয়ার্ড ব্যবহার করবেন না: বিভিন্ন ওয়েবসাইটে কাজ করতে গেলে অনেক সময় রেজিস্ট্রেশনের দরকার পড়ে, যেখানে একটি ই-মেইল এড্রেস এবং পাসওয়ার্ড দিতে হয়। অনেকে ভুলে ই-মেইলের পাসওয়ার্ডটিই সেখানে দিয়ে দেন। এটি খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ, ওয়েবসাইটটি তখন ইচ্ছে করলেই ই-মেইল একাউন্টে লগইন করে আপনার সর্বনাশ করে দিতে পারে।

ব্যক্তিগত ই-মেইল এড্রেস প্রকাশ করবেন না: বিভিন্ন ওয়েবসাইট, নিউজলেটার এবং নিউজগ্রুপ ব্যবহার করার জন্যে আলাদা এক বা একাধিক ই-মেইল এড্রেস ব্যবহার করুন। কারণ এ ই-মেইল এড্রেসটি কিছু দিনের মধ্যেই হাজারটা স্প্যামে ভরে যাবে। ব্যক্তিগত ই-মেইল এড্রেস ব্যবহার করলে তখন আপনার জরুরি মেইলগুলো আর খুঁজে পাবেন না।

বিশেষ ফরম্যাটে ই-মেইল এড্রেস লিখুন: ধরুন, আপনি কোন ওয়েব বা নিউজগ্রুপে ই-মেইল এড্রেসটি ব্যক্তিগত কাউকে দিতে চাচ্ছেন। তবে admin@oazabir.com এভাবে না লিখে লিখুন admin at oazabir dot com। এ ধরনের এড্রেস মানুষের পক্ষে বোঝা সম্ভব কিন্তু কোন প্রোগ্রামের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। যার ফলে ইন্টারনেটে ঘুরে বেড়ানো হাজারটা স্পাইডার, যাদের কাজ হচ্ছে ওয়েব পেজ থেকে ই-মেইল এড্রেস খুঁজে বের করে বিজ্ঞাপন দাতাদের কাছে বিক্রি করা, তারা আপনাকে আর খুঁজে পাবে না।

ইন্টারনেট ডিরেক্টরিতে ই-মেইল এড্রেস প্রকাশ করবেন না: অনেক সময় আমরা রেজিস্ট্রেশন করার সময় লক্ষ করি না, চুপিসারে এক কোণায় একটি প্রশ্ন থাকে। এতে বলা থাকে, ই-মেইল এড্রেসটি পাবলিক ডিরেক্টরিতে প্রকাশ করা হোক। ভুলে একবার তা করে ফেললে পরদিন থেকে দেখবেন ডজন খানেক ওয়েবসাইট মহানন্দে আপনাকে বিজ্ঞাপন পাঠিয়ে যাচ্ছে। এ ডিরেক্টরিগুলো হচ্ছে বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্যে সোনার খনির সমতুল্য। কারণ, সেখানে সবসময় সঠিক ই-মেইল এড্রেস পাওয়া যায়। সুতরাং সবসময় লক্ষ রাখবেন, হটমেইল, ইয়াহু বা অন্য যে কোন ওয়েবসাইটে রেজিস্টার করার সময় এ অপশনটি যেনো চেক করা না থাকে।

ওয়েব ব্রাউজার

যথার্থভাবে ব্রাউজার কনফিগার করুন: ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার ব্যবহারকারীদের জন্যে এটি খুবই জরুরি। কারণ, ডিফল্ট সেটিংটি নিরাপদে ব্রাউজ করার জন্যে উপযুক্ত নয়। প্রথমে টুলস্ মেনু থেকে অপশনস সিলেক্ট করুন। এরপর সিকিউরিটি ট্যাব ক্লিক করুন। সিকিউরিটি লেভেল বাড়িয়ে 'হাই' করে দিন।

এরপর 'ট্রাস্টেডসাইটস' আইকনটিতে ক্লিক করুন। 'সাইটস' নামে একটি বাটন দেখতে পাবেন। ক্লিক করুন এবং নতুন উইন্ডোটি থেকে চেকবক্সটি খালি করে দিন। এরপর একে একে বিশ্বস্ত ওয়েবসাইটগুলো যেমন মাইক্রোসফট, হটমেইল, ইয়াহু, সিমেনটেক এ নামগুলো যোগ করুন। এখানে একটি বাড়তি সাইট passport.com যোগ করুন। এটি হটমেইলসহ

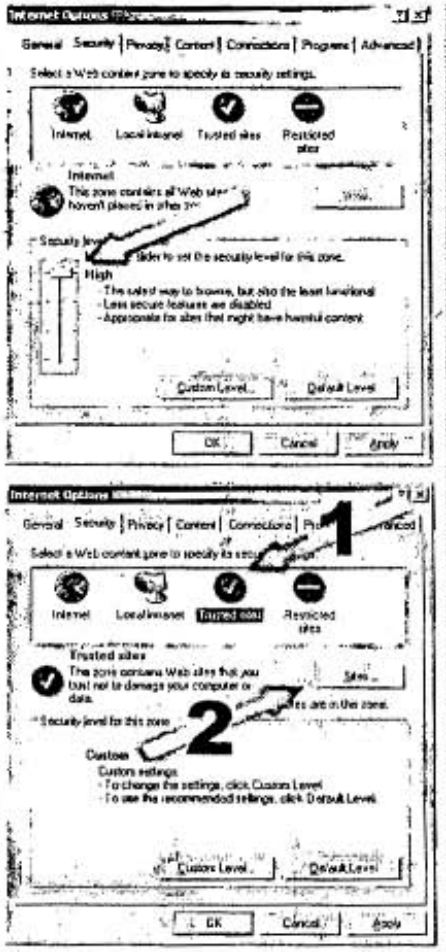

চিত্র : ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার সিকিউরিটি

বেশ কিছু ওয়েবসাইটে দরকার হয়। মনে রাখবেন এ সাইটগুলো পূর্ণ স্বাধীনতা পাবে। তাই ভুলেও না জেনে কোন সাইটকে যোগ করবেন না।

এরপর রেস্ট্রিকটেড সাইটস আইকনে ক্লিক করুন। এখানে যেসব পর্ণো সাইট বা ক্র্যাকসাইট না দেখলে আপনার একেবারেই চলে না, সেগুলো যোগ করুন।

ব্রাউজারের নিরাপত্তা যাচাই করুন: আপনার ব্রাউজারটি কতখানি নিরাপদ, তা যাচাই করার জন্যে কিছু ওয়েবসাইট রয়েছে। যেমন : www.pcflank.com, bcheck.scanit.be/bcheck ইত্যাদি। পিসি ফ্ল্যাংক বেশ ভাল একটি সাইট। এখান থেকে আপনি বহু ধরনের টেস্ট করতে পারবেন।

অপ্রয়োজনীয় বিজ্ঞাপন থেকে দূরে থাকুন: অনেক সময় আপনি কিছু বিজ্ঞাপন দেখবেন, যেখানে বলা হবে আপনার কমপিউটার নিরাপদ নয়, বহু ধরনের সমস্যা আছে বা 'সাবধান! আপনি ভাইরাসে আক্রান্ত' ইত্যাদি। মজার ব্যাপার হলো এগুলো এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়, আপনার মনে হবে এটি কোন বিজ্ঞাপন নয়। হয়ত কোন প্রোগ্রাম আপনাকে মেসেজ বক্স দেখাচ্ছে। আপনি ধরতেই পারবেন না, সেটি একটি ব্রাউজার উইন্ডো ছাড়া আর কিছু নয়। ভুলেও এসব উইন্ডোতে ক্লিক করবেন না। এগুলো সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রতারণামূলক। এ ধরনের উইন্ডো বন্ধ করার সময়ও খুব সতর্ক থাকবেন। কারণ লক্ষ করে দেখবেন, মেসেজ বক্সের মতো দেখতে বিজ্ঞাপনটি একটি উইন্ডোর আদলে তৈরি করা, যার নিজস্ব একটি ক্রস বাটন রয়েছে। ওই বাটনটি ক্লিক করলে বন্ধ হওয়ার বদলে উল্টো আরেকটি উইন্ডো খুলে হয়তো কোন প্রোগ্রাম ডাউনলোড করা শুরু করে দেবে। তাই ক্লিক করার আগে আশেপাশের উইন্ডোগুলোর ক্রস বাটনের সাথে মিলিয়ে দেখে নিন, ক্রস বাটনটি প্রকৃতপক্ষে উইন্ডোজের ক্রস বাটন কি-না।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য https দিয়ে যাওয়া আসা করছে কি-না দেখুন: হটমেইল বা ইয়াহুতে মেইল ব্যবহার করার সময় দেখবেন, ব্রাউজারের নিচে স্ট্যাটাস বারে একটি তালার ছবি দেখা যায় এবং এড্রেস বারে http এর বদলে https দেখা যায়। এর অর্থ হলো, আপনার কমপিউটার থেকে ওয়েবসাইটটির সার্ভার পর্যন্ত যে তথ্য যাওয়া আসা করছে, তা সম্পূর্ণ সুরক্ষিত এবং এনক্রিপ্টেড। কারো সাধ্য নেই পথিমধ্যে যে তথ্য যাওয়া আসা করছে তা দেখে ফেলার।

কিন্তু http'র মাধ্যমে যে তথ্য যাওয়া আসা করছে, তা যে কেউ ইচ্ছে করলেই নেটওয়ার্ক স্নিফার নামে এক ধরনের প্রোগ্রামের মাধ্যমে দেখতে পারে। যেমন, হটমেইলে যে পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে, আপনি লগইন করেন, তা স্নিফার দিয়ে ধরা যায়। এমএসএন ম্যাসেঞ্জারে আপনার গোপন চ্যাট, নেটওয়ার্ক বা অন্যান্য ব্রডব্যান্ড ব্যবহারকারীরা দেখে ফেলতে পারে। আপনার কমপিউটারে যে সব ই-মেইল আসে এবং যায়, সেটাও চেষ্টা করলে সহজেই দেখা যায়। কারণ এগুলোর কোনটাই এনক্রিপ্টেড অবস্থায় ইন্টারনেটে যাওয়া আসা করে না। সুতরাং যখন কোন ওয়েবসাইটে গুরুত্বপূর্ণ গোপন কোন তথ্য দিচ্ছেন, যেমন পাসওয়ার্ড, ক্রেডিট কার্ড নম্বর, পিন নম্বর ইত্যাদি। অবশ্যই দেখে নেবেন https ব্যবহৃত হচ্ছে কি-না।

প্রচ্ছদ প্রতিবেদন

এন্টিস্পাইওয়্যার

স্পাইওয়্যার কী: স্পাইওয়্যার হচ্ছে এক ধরনের প্রোগ্রাম, যা আপনি কী করবেন তা রেকর্ড করে এবং কোন ওয়েবসাইট বা বিশেষ কারো মেইলে পাঠিয়ে দেয়। এ ধরনের প্রোগ্রামগুলো আপনি কখন কী টাইপ করছেন, কোন ওয়েবসাইটে যাচ্ছেন, কি পাসওয়ার্ড দিচ্ছেন, সব ক্যাপচার করে কাউকে মেইল করে দেয় অথবা কোন ওয়েবসাইটে পাঠিয়ে দেয়। এই স্পাইওয়্যারগুলো ব্যবহার করে প্রচুর ক্রেডিট কার্ড নম্বর চুরি করা হয়। মজার ব্যাপার হলো এ প্রোগ্রামগুলো খুবই ছোট। মাত্র কয়েকশ' কিলোবাইট। ওয়েবসাইট ব্রাউজ করার ফাঁকে কখনো যে এগুলো ইনস্টল হয়ে যাবে, আপনি বুঝতেও পারবেন না। এ স্পাইওয়্যারগুলো সম্পূর্ণ অদৃশ্য। এদেরকে দেখা যায় না। তবে এরা কমপিউটারকে ধীর করে দেয়। মনে রাখবেন, স্পাইওয়্যাররা ভাইরাস নয়, কোন এন্টিভাইরাস এদেরকে দূর করতে পারে না।

এন্টিস্পাইওয়্যার হচ্ছে এক ধরনের প্রোগ্রাম, যারা ভাইরাস স্ক্যান করে না, শুধু স্পাইওয়্যার স্ক্যান করে। খুব জনপ্রিয় দুটো এন্টিস্পাইওয়্যার হল 'ওয়েবরুট স্পাইসুইপার' ▶

(www.webroot.com) এবং 'এড-এওয়্যার' (www.lavasoftusa.com)

লক্ষ রাখবেন, এন্টিস্পাইওয়্যারটি যেন নিজেকে আপটুডেট রাখে।

ই-মেইল

আউটলুক বা আউটলুক এক্সপ্রেস ঠিকভাবে কনফিগার করুন: আউটলুক এক্সপ্রেস যখন ই-মেইল প্রদর্শন করে, তখন সেটি প্রকৃতপক্ষে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরারকে ব্যবহার করে। তাই আপনার ই-মেইলগুলোতে যদি ক্ষতিকর কোড থাকে, তবে বড় ক্ষতি হতে পারে। সেজন্যে টুলস মেনু থেকে অপশনস সিলেক্ট করে সিকিউরিটি ট্যাবে গিয়ে "রেস্ট্রিকেটেড সাইটস জোন" অপশনটি সিলেক্ট করে দিন।

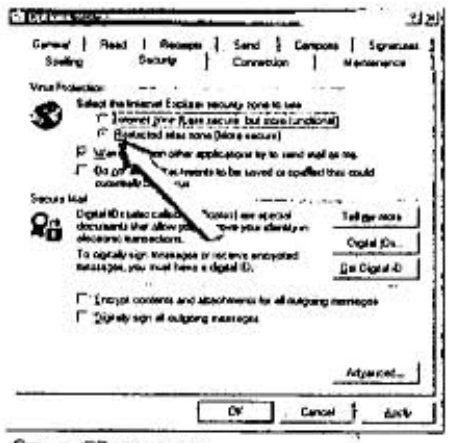

চিত্র : আউটলুক এক্সপ্রেস

মাইক্রোসফট আউটলুক ব্যবহারকারীরা খুব সাবধান। যারা এখনো অফিস ২০০৩ ব্যবহার করছেন না, তারা জলদি এ ভার্সনটিতে আপগ্রেড করুন এবং অফিস আপডেট সাইটে গিয়ে আপডেট করুন। অফিসের পুরানো ভার্সনগুলোতে প্রচুর ত্রুটি রয়েছে, যার কারণে সেগুলো ব্যবহার করে ই-মেইল পড়া খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। যদি একান্তই আপগ্রেড করতে না পারেন, তবে অবশ্যই অফিস আপডেট সাইট থেকে সাম্প্রতিকতম সার্ভিস প্যাক এবং অন্যান্য বাড়তি প্যাচ ডাউনলোড করে নেবেন। এছাড়াও টুলস্ মেনু থেকে অপশনস সিলেক্ট করে সিকিউরিটি ট্যাব থেকে দেখে নিন রেস্ট্রিকটেড সাইটস সিলেক্ট করা আছে কি-না।

প্রচ্ছদ প্রতিবেদন

প্রিভিউ উইন্ডো বন্ধ রাখুন: প্রায় সব ধরনের ই-মেইল ক্লায়েন্টেই একটি প্রিভিউ অংশ থাকে, যেখানে ই-মেইলের নামের উপর ক্লিক করলে মেইলটি দেখা যায়। এ উইন্ডোটি সবসময় বন্ধ রাখবেন। কারণ অনাকাঙ্ক্ষিত ই-মেইল মুছতে গেলেও একবার মেইলটি খুলে যাবে এবং মেইল যে পাঠিয়েছে সে বুঝে যাবে, মেইলটি আপনি খুলেছেন। আউটলুকে 'ভিউ' মেনু থেকে 'প্রিভিউ পেন' অফ করে দিন। আউটলুক এক্সপ্রেসে 'ভিউ'-> 'লেআউটস'->'প্রিভিউ পেন' বন্ধ করুন।

মাইক্রোসফট কখনো আপডেট বা প্যাচ মেইল করে না: মাঝখানে একবার সবাই microsoft.com থেকে একটি মেইল পাচ্ছিলেন যাতে বলা ছিল, উইন্ডোজে কিছু ত্রুটি রয়েছে যা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। উইন্ডোজ আপডেট সাইটে গিয়ে সময় নষ্ট না করে এটাচমেন্টের প্রোগ্রামটি রান করুন। যারা সরল মনে বিশ্বাস করে প্রোগ্রামটি চালিয়েছিলেন, তারা সবাই তাদের সমস্ত ই-মেইল এবং ডকুমেন্ট হারিয়েছিলেন।

মনে রাখবেন, ই-মেইলে কখনোই কোন কোম্পানি কোন ধরনের প্রোগ্রামের আপডেট বা প্যাচ পাঠাবে না। কারণ, ই-মেইল একটি বিশ্বস্ত মাধ্যম নয়। খুব সহজেই যে কাউকে ভুয়া নামে ই-মেইল করা যায়। যেমন, যে কেউ ইচ্ছে করলেই আমার নাম এবং এড্রেস ব্যবহার করে আপনাকে ই-মেইল করতে পারে। বাজারে এ ধরনের প্রচুর প্রোগ্রাম রয়েছে যারা এই কাজ করে।

ই-মেইলের এটাচমেন্ট আপনার সবচে' বড় শত্রু: বিশ্বে সবচেয়ে বেশি সিকিউরিটি সমস্যা হয় ই-মেইলের কারণে। সবচেয়ে বেশি ভাইরাস ছড়ায় ই-মেইলের মাধ্যমে। আর এসব কিছুর জন্যে দায়ী ই-মেইলের এটাচমেন্ট। এটাচমেন্টের মাধ্যমে ভাইরাসগুলো গণহারে ছড়িয়ে পড়ে। অসচেতন ব্যবহারকারী সেই এটাচমেন্ট খুলে নিজে আক্রান্ত হন এবং না জেনে অন্যদেরকেও আক্রান্ত করেন।

ই-মেইলের এটাচমেন্ট থেকে সাবধান থাকতে হলে আপনাকে কিছু নিয়ম কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে। প্রথমত: এটাচমেন্টে পাঠানো ফাইলের এক্সটেনশন যদি .bat .chm .cmd .com .exe .hta .ocx .pif .scr .shs .vbe .vbs .dll .wsf হয়, তবে বিনা দ্বিধায় সেই এটাচমেন্টটি মুছে ফেলুন। এগুলো সবই ক্ষতিকারক প্রোগ্রাম। এমনকি .zip ফাইলের ভেতরেও এই ফাইলগুলো থাকতে পারে। এ ধরনের ফাইল একবার চালানোই যথেষ্ট।

এবার একটি সাধারণ ভুলের কথা বলি, যা ব্যবহারকারীরা হরহামেশা করে নিজের বিপদ ডেকে আনেন। ধরুন, আপনি একটি এটাচমেন্ট পেলেন। এর নাম ?exyPicture.jpg। আমরা সবাই জানি JPG হচ্ছে ছবির ফাইলের নাম। এটি কোন প্রোগ্রাম নয়, যা আপনার কোন ক্ষতি করতে পারে। তাই আপনি আগ্রহ নিয়ে সেই ফাইলটি খুললেন, কিন্তু দেখলেন কিছুই হলো না। শেষে বিরক্ত হয়ে ফাইলটি মুছে ফেললেন। আপনি বুঝতেও পারলেন না, আপনার কমপিউটারে এই মুহূর্তে একটি ভাইরাস বসে গেল, যা খুব শিগগিরই আপনাকে পথে বসিয়ে দিতে যাচ্ছে। আপনি জানলেন না যে ওই ফাইলটির আসল নাম ছিল ?exyPicture.jpg.exe

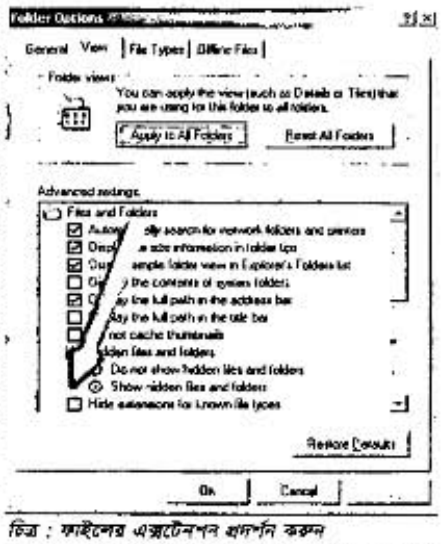

চিত্র : ফাইলের এক্সটেনশন প্রদর্শন করুন

উইন্ডোজের একটি ফিচার রয়েছে, যা বহুল পরিচিত ফাইলের এক্সটেনশনকে ধামাচাপা দেয়। যেমন, mylife.doc ফাইলকে আপনি প্রকৃতপক্ষে mylife নামে দেখবেন।

একইভাবে avirus.doc.exe-কে আপনি দেখবেন avirus.doc নামে। এই ক্ষতিকারক ফিচারটি যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব বন্ধ করুন।

এক্সপ্লোরার (ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার নয়) চালিয়ে টুলস->অপশনস থেকে 'ভিউ' ট্যাবে গিয়ে "Hide extensions for knowns file types" বন্ধ করে দিন।

বিশ্বস্ত কারো কাছ থেকে এটাচমেন্ট বিশ্বাস করবেন না: ধরুন, কালকে আপনি আমার কাছ থেকে একটি ই-মেইল পেলেন, যেখানে আমি আপনাকে একটি চমৎকার এন্টিস্পাইওয়্যার পাঠিয়েছি এটাচমেন্ট হিসেবে। যেহেতু আমার লেখা পড়ে আপনি আমার ওপর কিছুটা ভরসা পেয়েছেন, সেহেতু বিশ্বাস করে একবার চালিয়ে দেখলেন প্রোগ্রামটি কেমন। আপনাকে সেটি দ্বিতীয়বার আর চালাতে হবে না, কারণ যা হবার ইতোমধ্যে হয়ে গেছে।

আজকাল ভাইরাসগুলো আপনার ঘনিষ্টতম প্রেরকের এড্রেস ব্যবহার করে এতো চমৎকার ভাষায় আপনাকে ই-মেইল করবে, আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না মেইলটি কমপিউটার জেনারেটেড ভুয়া মেইল। সুতরাং সবসময় নিশ্চিত হয়ে নেবেন এটাচমেন্টটি সত্যিই প্রেরকের পাঠানো কি-না। অনেক সময় এমনো হয়, সত্যিকারের প্রেরকই আপনাকে একটি ই-মেইল পাঠিয়েছে কোন এটাচমেন্ট ছাড়া, কিন্তু তার কমপিউটারটি ইতোপূর্বে ভাইরাস আক্রান্ত থাকায় মেইলটির সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি ভাইরাস এটাচ হয়েছে। প্রেরক কখনো জানবে না এরকম কিছু হয়েছে। সুতরাং ই-মেইল পড়ে নিশ্চিত হয়ে নিন, তার কোন এটাচমেন্ট থাকার কথা কি-না।

বিজ্ঞাপনের ফাঁদে পা দেবেন না: অনেক সময় ই-মেইল বা ওয়েবসাইটের বিজ্ঞাপনে আপনি বিনামূল্যে বিভিন্ন প্রোগ্রাম চালিয়ে দেখার প্রস্তাব পাবেন। অনেকে বলবে, আপনি নগদ ১০,০০০ ডলার পুরস্কার জিতেছেন, এ প্রোগ্রামটি ব্যবহার করে আপনার ঠিকানা জানিয়ে দিন, পুরস্কার পেয়ে যাবেন। এগুলো সব প্রতারণা। ইন্টারনেটে সবাই চেষ্টা করবে আপনাকে দিয়ে কোনভাবে যদি খুব ছোট একটি প্রোগ্রাম একটি বারের জন্যে হলেও চালানো যায়। আপনি একবার যদি এরকম কোন প্রোগ্রাম চালিয়ে ফেলেন, তবে সেটি আপনার অজান্তে আরেকটি বড় প্রোগ্রাম নামিয়ে, ইনস্টল করে আপনার কমপিউটারে দুষ্টের আখড়া বসিয়ে দিবে।

স্প্যাম পড়বেন না বা আনসাবস্ক্রাইব করবেন না: কখনো কোন স্প্যাম বা অনাকাঙ্ক্ষিত ই-মেইল খুলবেন না। আপনি এক সেকেন্ডের জন্যেও যদি মেইলটি খুলেন, তাহলেই যারা স্প্যাম পাঠাচ্ছে, তারা জেনে যাবে আপনার ই-মেইল এড্রেসটি একটি বৈধ এবং সক্রিয় এড্রেস যা একজন মানুষ পড়ে দেখে। তারপর তারা বিপুল আগ্রহে আপনাকে স্প্যামের পর স্প্যাম পাঠিয়ে যাবে।

কীভাবে তারা এ কাজটি করে তা বেশ মজার। আমি যদি আপনাকে একটি ই-মেইল পাঠাই, আপনি সেটি পড়েছেন কি-না তা আমি কখনো জানবো না। কিন্তু ধরুন মেইলটিতে আমি একটি ছবি বসিয়ে দিলাম। সেই ছবিটি আছে "www.oazabir.com/image.jpg?you@your.com" নামের একটি ঠিকানায়। যখনই আপনি মেইলটি খুলবেন, মেইল ক্লায়েন্ট সেই ছবিটি ডাউনলোড করার জন্যে ওই এড্রেসে একটি রিকোয়েস্ট পাঠাবে। ব্যস্, আমি জেনে যাবো, আপনি একবার হলেও আমার ই-মেইল খুলেছেন। শুধু তাই নয়, কখন খুলেছেন এবং কমপিউটারের নাম কি সেটাও জেনে যাবো।

কখনো কোন স্প্যাম আনসাবস্ক্রাইব করবেন না। কারণ, যারা স্প্যাম পাঠায় তারা জানে ই-মেইল এড্রেসটি বৈধ, কিন্তু সত্যিই সেই এড্রেস কেউ ব্যবহার করে কি-না, তা তারা কখনো জানতে পারে না। আনসাবস্ক্রাইব করার চেষ্টা করে আপনি বরং তাদেরকে নিশ্চয়তা দিচ্ছেন, এড্রেসটি আপনি ব্যবহার করেন।

ডাউনলোড ইউটিলিটি

ডাউনলোড প্রোগ্রাম ব্যবহার করবেন না: বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, বিশ্বখ্যাত ডাউনলোড করার প্রোগ্রামগুলো যেমন ফ্ল্যাশগেট বিজ্ঞাপন দেখানোর জন্যে cydoor নামে একটি প্রোগ্রাম ব্যবহার করে যা আসলে একটি স্পাইওয়্যার।

ফাইল শেয়ারিং প্রোগ্রাম ব্যবহার করবেন না: ই-মেইলের পরেই ভাইরাস ছড়ানোর গণমাধ্যম হলো ফাইল শেয়ারিং ক্লায়েন্টগুলো। যেমন কাজা, ন্যাপস্টার ইত্যাদি। তাছাড়া এগুলো নিজেরাই বিভিন্ন ধরনের স্পাইওয়্যার ব্যবহার করে।

ফায়ারওয়াল: আজকাল এতো বেশি নিরাপত্তার হুমকি রয়েছে, যে ফায়ারওয়াল ব্যবহার করাটা অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়েছে। ফায়ারওয়াল আপনাকে ইন্টারনেটের ওয়ার্ম, হ্যাকার এবং নানা ধরনের বর্জ্য ক্ষতিকারক প্রোগ্রাম কমপিউটারে প্রবেশ করা থেকে প্রতিরক্ষা দেয়। এ পর্যন্ত সবচেয়ে জনপ্রিয় ফায়ারওয়াল হলো নর্টন ইন্টারনেট সিকিউরিটি ২০০৩।

ফায়ারওয়াল ব্যবহার করাটা বেশ জটিল। এ ব্যাপারে আপনি অভিজ্ঞ কারো সহায়তা নেবেন। একটি সুষ্ঠু ফায়ারওয়াল ইনস্টল করাটা বেশ সময় সাপেক্ষ কাজ। তবে সৌভাগ্য, উইন্ডোজ এক্সপি এবং ২০০৩ সার্ভারে একটি বিল্ট ইন ফায়ারওয়াল রয়েছে। এটি ব্যবহার করতে হলে কন্ট্রোল প্যানেল থেকে নেটওয়ার্ক কানেকশনস সিলেক্ট করুন। এবার প্রতিটি কানেকশনে রাইট ক্লিক করে প্রোপার্টিজে গিয়ে 'এডভান্সড' ট্যাব থেকে ফায়ারওয়াল অন করে দিন। তবে এই ফায়ারওয়ালটি অপ্রতুল। সবচেয়ে ভাল হয় নর্টনের ফায়ারওয়াল ব্যবহার করলে।

প্রয়োজনে সব ইন্টারনেট ব্যবহার বন্ধ করে দিন: প্রতিটি ফায়ারওয়ালেই একটি সুবিধা থাকে, যা ব্যবহার করে যাবতীয় ইন্টারনেট গতিবিধি বন্ধ করে দেয়া যায়। যেমন, নর্টনের ফায়ারওয়ালের আইকনে ক্লিক করে 'ব্লক ট্রাফিক' বললে সব ধরনের তথ্য যাওয়া আসা বন্ধ হয়ে যায়। এটি কীভাবে ব্যবহার করতে হয় শিখে রাখুন। জরুরি পরিস্থিতিতে কাজে লাগবে।

যারা ব্রডব্যান্ড ব্যবহার করেন, তারা অবশ্যই ব্রডব্যান্ডের কানেকশন নেবার আগে ফায়ারওয়াল ইনস্টল করে নেবেন। ব্রডব্যান্ড যেহেতু সবসময় সক্রিয় থাকে এবং দ্রুত গতিতে কাজ করে, তাই ব্রডব্যান্ডে ঝুঁকি অনেক বেশি। তাছাড়া ব্রডব্যান্ডে আপনার সবচেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে অন্যান্য গ্রাহকেরা, যারা ইচ্ছে করলে আপনার সর্বনাশ করে দিতে পারে।

এন্টিভাইরাস

এন্টিভাইরাস ছাড়া কমপিউটার ব্যবহার করার কথা চিন্তাও করবেন না। তবে সবসময় লক্ষ রাখবেন, এন্টিভাইরাস প্রোগ্রামটি যেন সক্রিয় থাকে। অনেক সময় গেমস, ড্রাইভার বা বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম ইনস্টল করতে গেলে এন্টিভাইরাস ডিজেবল করে দিতে হয়। পরবর্তীতে তা এনাবল করার কথা মনে থাকে না। আজকাল চ্যাট প্রোগ্রাম দিয়েও ভাইরাস ছড়াচ্ছে। নিশ্চিত হয়ে নিন আপনার এন্টিভাইরাসটি এ ব্যাপারে কতটা সক্রিয়।

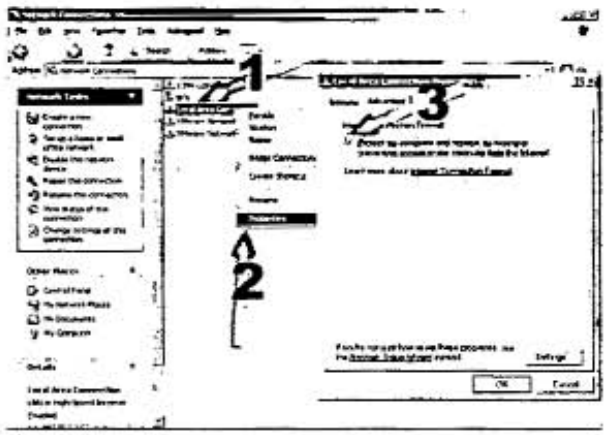

চিত্র : উইন্ডোজের ফায়ারওয়াল

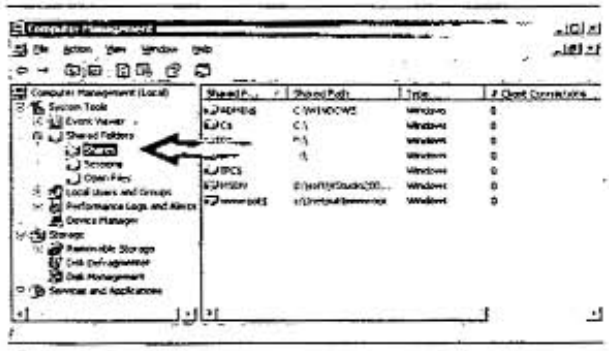

চিত্র : শেয়ার

ভাইরাস নিয়ে বেশ কিছু মজার গল্প রয়েছে। একবার এরকম একটি ই-মেইল বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছিল :

I have some bad news. I was just informed that my address book has been infected with a virus. As a result, so has yours because your address is in my book. The virus is called jdbgmgr.exe. It cannot be detected by Norton or McAfee anti-virus programs. It sits quietly for about 14 days before damaging the system. It is sent automatically by messenger and address book, whether or not you send email. The good news is that it is easy to get rid of!

Just follow these simple steps and you should have no problem.

1. Go to Start, then Find or Search
2. In files/folders, write the name jdbgmgr.exe
3. Be sure to search in you "C" drive
4. Click Find or Search
5. The virus has a teddy bear logo with the name jdbgmgr.exe - DO NOT OPEN!!
6. RIGHT click and delete it
7. Go to the recycle bin and delete it there also

IF YOU FIND THE VIRUS, YOU MUST CONTACT EVERYONE IN YOUR ADDRESS BOOK

Sorry for the trouble, but this is something I had no control over. I received it from someone else's address book.

এ ই-মেইলটি সবসময় পরিচিত কারো কাছ থেকে আসতো। সবাই ওই ফোল্ডারে গিয়ে দেখতেন jdbmgr.exe নামে একটি ফাইল সত্যিই আছে। এমনকি অন্যদের কমপিউটারেও দেখা যেত এরকম একটি ফাইল সত্যি সত্যিই রয়েছে। সমস্ত কমপিউটারে দেখা গেল ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে। মেইলের কথা মতো সবাই এই ফাইলটিকে মুছে ফেললেন।

প্রচ্ছদ প্রতিবেদন

দুঃখজনক ব্যাপার হলো, এটি কোন ভাইরাসের ফাইল নয়। এটি মাইক্রোসফটেরই একটি ফাইল, যা জাভা চালাতে কাজে লাগে।

নেটওয়ার্ক ব্যবহারকারী

ফোল্ডার শেয়ার: আপনার কমপিউটারে কতগুলো শেয়ার আছে, তা জানার জন্যে মাই কমপিউটার আইকনে রাইট ক্লিক করে ম্যানেজ সিলেক্ট করুন। এরপর 'শেয়ারড ফোল্ডারস' এ ক্লিক করলে দেখতে পাবেন কী কী শেয়ার রয়েছে। অপ্রয়োজনীয় শেয়ারগুলোতে রাইট ক্লিক করে 'স্টপ শেয়ারিং' সিলেক্ট করে বন্ধ করে দিন।

ব্রডব্যান্ড ব্যবহারকারীরা সাবধান: ব্রডব্যান্ড ব্যবহারকারীরা অনেকেই জানেন না, আপনার

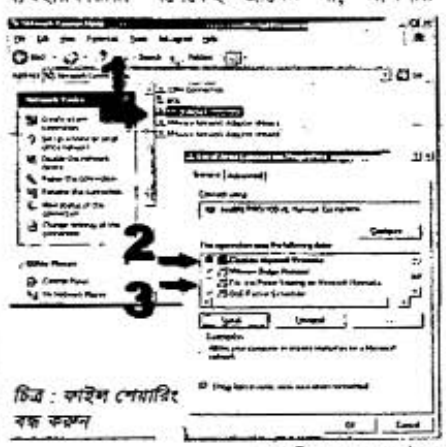

চিত্র : ফাইল শেয়ারিং বন্ধ করুন

(বাকী অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়)

আজিম উদ্দিন আহমেদ সভাপতি, আখতার হোসেন খান সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত

বিসিএস কমপিউটার সিটির ব্যবসা বাড়াতে সব ধরনের উদ্যোগ নেবে নতুন কমিটি

স্টাফ রিপোর্টার ◻ দেশের সর্ববৃহৎ কমপিউটার মার্কেট ঢাকার বিসিএস কমপিউটার সিটিকে আইসিটির ওয়ান স্টপ সেন্টার হিসেবে গড়ে তোলা হবে। কমপিউটার সিটির ব্যবসা-বাণিজ্য আরো উন্নত করা এবং প্রচুর সংখ্যক গ্রাহককে এখানে নিয়ে আসার সব ধরনের প্রচেষ্টা নেয়া হবে। বার্ষিক কমপিউটার মেলার আয়োজন অব্যাহত রাখার পাশাপাশি বছরের অন্যান্য সময়ে আকর্ষণীয় নানা ধরনের কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্যোগও নেয়া হবে।

আজিম উদ্দিন আহমেদ
সভাপতি, বিসিএস কমপিউটার সিটি

আখতার হোসেন খান
সাধারণ সম্পাদক, বিসিএস কমপিউটার সিটি

বিসিএস কমপিউটার সিটির নবনির্বাচিত সভাপতি আজিম উদ্দিন আহমেদ কমপিউটার জগৎ-কে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে এ কথা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, বিসিএস কমপিউটার সিটি শুরু থেকেই সংবাদ মাধ্যমের সহযোগিতা পেয়ে আসছে। এ সহযোগিতা অব্যাহত থাকলে আমরা আমাদের লক্ষ্য সহজেই অর্জন করতে পারবো।

গত ২৮ মার্চ রোববার ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বিসিএস কমপিউটার সিটির দ্বিতীয় দ্বি-বার্ষিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১০টায় ভোট গ্রহণ শুরু হয়ে তা একটানা চলে দুপুর ২টা পর্যন্ত। অত্যন্ত সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণভাবে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কমপিউটার সিটির মোট ১৩৩ জন ভোটারের মধ্যে নির্বাচনে ১২৮ জন ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। এর মধ্যে একটি ব্যালেট বাতিল করা হয়। কার্যকরী কমিটির ১৩টি পদের ১১টিতে ভোট গ্রহণ করা হয়। সহ-সভাপতি পদে ডিবিএম-এর সাইফুল ইসলাম এবং কোষাধ্যক্ষ পদে সাইবার কমিউনিকেশনের নাজমুল আলম জুয়েল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ায় এ পদে আর ভোট গ্রহণ হয়নি। নির্বাচন পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান আইএসপি এসোসিয়েশনের সভাপতি মো: আক্তারুজ্জামান মঞ্জুর নেতৃত্বে ৩ সদস্যের বোর্ড নির্বাচন পরিচালনা করে। বোর্ডের অপর দুই সদস্য ছিলেন আজিজ রহমান ও আসাদুজ্জামান খান। নির্বাচনে মজিবুর রহমান স্বপনের নেতৃত্বে একটি ৩ সদস্যের আপিল বোর্ডও ছিল।

সাইফুল ইসলাম

মশিউর রহমান তুষার

নাজমুল আলম জুয়েল

মো: সাইফুল আলম

পিনু চৌধুরী

মোঃ আল-মামুন খান

মো: আশরাফুদ্দৌলা রুবেল

ফজলুল বারী লিটন

এ কে এম হুমায়ুন কবীর

মাহবুবুর রহমান মাসুম

মো: কামাল উদ্দিন

নতুন কমিটির নির্বাচিত সদস্যরা হলেন, সভাপতি আজিম উদ্দিন আহমেদ (রিশিত কমপিউটার্স) প্রাপ্ত ভোট ৫৫, সহ-সভাপতি সাইফুর ইসলাম (জিবিএম) বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, সাধারণ সম্পাদক আখতার হোসেন খান (সিস ইন্টারন্যাশনাল) ৬৬, যুগ্ম সম্পাদক মশিউর রহমান তুষার (গেটওয়ে কমপিউটার্স) ৭০, কোষাধ্যক্ষ নাজমুল আলম জুয়েল (সাইবার কমিউনিকেশন) বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, প্রচার ও জনসংযোগ সম্পাদক মো: সাইফুল আলম (দ্য একসিস লি:) ৯৪, আইটি সম্পাদক পিনু চৌধুরী (মাইক্রোডিল কমপিউটার) ৯৪, সাংস্কৃতিক ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক মোঃ আল-মামুন খান (মাইক্রোডিল কমপিউটার্স) এবং নির্বাহী সদস্য মো: আশরাফুদ্দৌলা রুবেল (গেটওয়ে টেক লি:) ৯৪, ফজলুল বারী লিটন (স্যুইপ কমপিউটার) ৯৩, এ কে এম হুমায়ুন কবীর মামুন (দিশারী কমপিউটার সিস্টেমস) ৮৮, মাহবুবুর রহমান মাসুম (কমট্রেড মাল্টিকম) ৭৬ ও মো: কামাল উদ্দিন (ইনফরমেটিক্স) ৭১। এই কমিটি আগামী দুই বছর কমপিউটার সিটিকে নেতৃত্ব দেবেন।

নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর নবনির্বাচিত কর্মকর্তারা বিসিএস কমপিউটার সিটির প্রতিটি ফ্লোরের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শুভেচ্ছা বিনিময় করতে যান। কমপিউটার ব্যবসায়ীরা নতুন নেতৃবৃন্দকে স্বাগত জানান। নবনির্বাচিত কর্মকর্তারা জানান, নির্বাচনের আগে দেয়া অঙ্গীকারগুলো বাস্তবায়নে তারা সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে। ব্যবসা ক্ষেত্রে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতাকে উৎসাহিত করা এবং অসুস্থ ব্যবসাকে নিরুৎসাহিত করতে তারা কার্যকরী পদক্ষেপ নেবেন। এছাড়া সদস্যদের সুযোগ সুবিধা বাড়াতে আইডিবি কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা ও কমপিউটার সিটির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর অর্থনীতির উত্তরণ ঘটাতে হবে: ড. মঈন খান

আইসিটি গবেষণা বিশেষ অনুদান প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত

সৈয়দ আবদাল আহমদ

বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় বিজ্ঞান ও আইসিটি গবেষণার জন্যে ১২ কোটি টাকার বিশেষ অনুদান দিচ্ছে। এই অনুদান বিতরণের জন্যে ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয় দরখাস্ত আহ্বান করেছে এবং গত ২৮ মার্চ দরখাস্ত জমা দেয়ার সময়সীমা পার হয়ে গেছে। মন্ত্রণালয়ের বিশেষজ্ঞ কমিটি অনুদানের জন্যে প্রকল্প প্রস্তাব বাছাই করবে। তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত প্রকল্পে অনুদান প্রদান কমিটিতে রয়েছেন বুয়েটের অধ্যাপক ড. এম কায়কোবাদ।

বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রী ড. আব্দুল মঈন খান কমপিউটার জগৎ-কে জানান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত গবেষণা ও উন্নয়নের জন্যে গবেষণা মঞ্জুরী হিসেবে এ অনুদান দেয়া হয়ে থাকে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর তথ্য প্রযুক্তি গবেষণার উন্নয়নকেও এর সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। প্রতি বছর দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে গবেষণা প্রস্তাব আহ্বান করা হয়। পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেয়ার পর সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানী ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রকল্প প্রস্তাব দাখিল করা হয়। প্রকল্প প্রস্তাবগুলো বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে ভাগ করে গাইড লাইন অনুযায়ী বাছাই করে অনুদান প্রদানের জন্যে সুপারিশ করা হয়। এছাড়া ছোট ছোট প্রযুক্তি উদ্ভাবন, গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা এবং বিজ্ঞানসেবী সংস্থা ও সমিতিকেও মন্ত্রণালয় থেকে অনুদান দেয়া হয়।

ড. আব্দুল মঈন খান

ড. মঈন খান বলেন, নতুন সহস্রাব্দের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার লক্ষ্যে আমাদেরকে কৃষি নির্ভর অর্থনীতির পাশাপাশি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর বিশেষ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর অর্থনীতিতে উত্তরণ ঘটাতে হবে। তিনি জানান, তার মন্ত্রণালয়ের ২৫টি মুখ্য কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়ন। তথ্য প্রযুক্তির বিকাশে অবকাঠামো ও মানবসম্পদ উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম এবং তথ্য প্রযুক্তির দ্রুত বিকাশ ও সফটওয়্যার রফতানির লক্ষ্যে ইনফরমেশন টেকনোলজি ভিলেজ স্থাপন মন্ত্রণালয়ের অন্যতম দু'টি কার্যক্রম।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, স্কুল-কলেজে ইন্টারনেট ছড়িয়ে দেয়ার জন্যে ইন্টারনেট সংযোগসহ ১০ হাজার কমপিউটার প্রদানের প্রকল্পকে মন্ত্রণালয় খুব গুরুত্ব দিয়েছে। এছাড়া তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে দক্ষ প্রোগ্রামার ও প্রশিক্ষক তৈরির কার্যক্রম, ই-কমার্স ও ই-গভর্নেন্স চালু, ওয়েবসাইটে সরকারি ফরম হোস্টিং, আইটি অ্যাক্ট প্রণয়ন, মহিলা ও গবেষকদের জন্যে আইটি প্রশিক্ষণ, হাইটেক পার্ক স্থাপন ইত্যাদি প্রকল্প বাস্তবায়নেরও প্রচেষ্টা চলছে।

বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের কর্মতৎপরতার ফলে বাংলাদেশ এশিয়া প্যাসিফিক স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন কাউন্সিলের (এপিএসসিসি'র) সদস্য পদ লাভ করেছে। এপিএসসিসি'র সদর দফতর দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউলে। সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ এপিএসসিসি'র অনুকূলে ১০ হাজার মার্কিন ডলার চাঁদা পরিশোধ করেছে। প্রতিবেশী দেশ ভারত, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, হংকং, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশ এ সংস্থার সদস্য। এ অঞ্চলের দেশগুলোতে স্যাটেলাইট প্রযুক্তি অর্জন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে এপিএসসিসি সহায়তা প্রদান করে আসছে। এপিএসসিসি'র সদস্য হওয়ার পর মন্ত্রণালয় স্যাটেলাইট প্রযুক্তি বিষয়ে একটি মার্কেট প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধিকাংশ সরকারি ফরম ওয়েবসাইটে হোস্টিং করা হয়েছে। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়, জবস এবং টেকবাংলা যৌথভাবে কাজ করে।

৫০ টিপস্

(৩৩ পৃষ্ঠার পর)

কমপিউটারটি একটি নেটওয়ার্কে যুক্ত। অন্যান্য ব্যবহারকারীরা এবং তাদের ভাইরাসগুলো আপনাকে সহজেই আক্রমণ করতে পারে। আপনার কমপিউটারে যদি পাসওয়ার্ড না দেয়া থাকে, তবে যে কেউ আপনার ফাইলগুলো চুরি করে নিতে পারে বা চিরতরে মুছে ফেলতে পারে। সে জন্যে সবসময় ফায়ারওয়াল এবং এন্টিভাইরাস ব্যবহার করা উচিৎ। এছাড়াও বাড়তি সতর্কতার জন্যে ফাইল শেয়ারিং বন্ধ করে দিন।

শেয়ারে যথাযথ পারমিশন দিন: প্রতিটি শেয়ারে ডাবল ক্লিক করে পারমিশন ট্যাবে গিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিন কোন শেয়ারে Everyone-কে ফুল কন্ট্রোল দেয়া আছে কি-না। যদি থাকে, তবে উঠিয়ে দিয়ে শুধু পড়ার পারমিশন দিন। এ ধরনের শেয়ারে কখনো গোপন কিছু রাখবেন না। কারণ, আপনার অজান্তে যে কেউ ফাইলগুলো কপি করে নিতে পারে।

গেস্ট একাউন্ট ডিজেবল করুন: কন্ট্রোল প্যানেল থেকে ইউজার একাউন্টস-এ গিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিন গেস্ট একাউন্ট ডিজেবল করা আছে কি-না। এ একাউন্টটি রাখা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ এটি থাকলে কমপিউটারে শেয়ার দেখার জন্যে কোন পাসওয়ার্ড দরকার হয় না। এমনিতেই যে কেউ দেখতে পারে।

প্রিন্টার ব্যবহার করার সময় সাবধান: ধরুন, নেটওয়ার্কের একটি কমপিউটারে প্রিন্টার সংযুক্ত আছে। এখন প্রিন্ট করতে হলে প্রথমে আপনাকে ওই কমপিউটারে কানেক্ট করতে হবে। তারপর প্রিন্টারটি যোগ করতে হবে। কিন্তু প্রিন্টার যোগ করার সময় সে প্রিন্টারের ড্রাইভারগুলো আপনার কমপিউটারে ইনস্টল করতে হয়। এখন সেই কমপিউটারটি যদি যথাযথভাবে সুরক্ষিত না থাকে এবং ভাইরাস দুষ্ট হয়, তবে প্রিন্টারের ড্রাইভারের সাথে আপনার কমপিউটারে ভাইরাস চলে আসবে।

নেটওয়ার্কে সংযুক্ত রেখে চলে যাবেন না: যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি কমপিউটার ব্যবহার না করছেন, বিশেষ করে নেটওয়ার্ক ব্যবহার না করছেন যেমন ব্রডব্যান্ড কানেকশন, ততোক্ষণ পর্যন্ত কানেকশন খুলে রাখুন। এর ফলে আপনার কমপিউটার আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা কমে যাবে। যদি ইতোমধ্যে আক্রান্ত হয়ে থাকেন, তবে আরো ক্ষতির হাত থেকে বেঁচে যাবেন এবং অন্যরা অন্তত আপনার থেকে সুরক্ষিত থাকবে।

নিরাপদে কমপিউটার ব্যবহার করার জন্যে এ কৌশলগুলো তখনই কাজে লাগবে যদি আপনার কমপিউটারটি ইতোমধ্যে আক্রান্ত না হয়ে থাকে। তাই সম্পূর্ণ নিরাপত্তার জন্যে কমপিউটারটি অভিজ্ঞ ব্যক্তি দিয়ে ফরম্যাট করে সঠিকভাবে এন্টিস্পাইওয়্যার, এন্টিভাইরাস এবং ফায়ারওয়াল দিয়ে সুরক্ষিত করে নিন। দৈনন্দিন জীবনে এই কৌশলগুলো সঠিকভাবে মেনে চললে আপনি এবং আপনার আশেপাশের কমপিউটারগুলোও সুস্থ ও নিরাপদে থাকবে।

অন্ধজনে দেহ আলো

মোস্তাফা জব্বার

বাংলাদেশে এক লাখ চল্লিশ হাজারের বেশি অন্ধ আছে। অন্ধরা কমপিউটার দিয়ে বাংলা লিখবে, একথা কোনমতেই ভাবতেই পারতো না। ঢাকার সাভারের এনজিও 'সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট অব ডিসেবলড'-এর কর্মকর্তারাই প্রথমে ভাবেন, অন্ধদের জন্য বাংলা লেখার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এরা ভারতের পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারের একটি প্রতিষ্ঠান ওয়েবেলস-এর সাথে যোগাযোগ করেন। তাদের কাছ থেকেই টেক্সট টু ব্রেইল এবং ব্রেইল টু টেক্সট নামক দুটি সফটওয়্যারও সংগ্রহ করেন। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয়, সেই সফটওয়্যারটিকে বাংলাদেশে এনে ব্যবহার করতে। কারণ, বাংলাদেশের মানুষ ডাটা এন্ট্রির জন্যে বিজয় কীবোর্ড এবং বাংলা ডাটা স্টোর করার জন্য বিজয় কোড ব্যবহার করে।

ঘটনার সূচনা সেখান থেকেই। সিডিডি ওয়েবেলের কাছ থেকে তাদের সফটওয়্যারটিকে বিজয় কম্পাটিবল করার প্রশ্ন তুলে। অনেক আলোচনার পর ওয়েবেল তাতে রাজী হয়। আমাকে ওয়েবেলের আমন্ত্রণে ১৭ মার্চ ২০০৪-এ কোলকাতা যেতে হয়। সাথে ছিলেন সিডিডির নোমান খান এবং ব্রজ গোপাল।

এদিনই বেলা আড়াইটায় আমরা ওয়েবেলের এমডি এসএন গোস্বামী, ম্যানেজার শশাঙ্ক দত্ত ও প্রোগ্রামার নবারুণ বিশ্বাস ও কাকলি সিকদারের সাথে আনুষ্ঠানিক বৈঠকে বসলাম। শুরুতেই শশাঙ্ক দত্ত আমাদেরকে ওয়েবেলের তৈরি করা অন্ধদের জন্য যেসব সলিউশন রয়েছে তা দেখালেন। এসব যন্ত্রপাতি অতি আধুনিক নয়, কিন্তু অবিশ্বাস্য সব কর্মকান্ড ওয়েবেল মিডিয়াট্রনিক্সের। ওয়েবেল কর্মকর্তারা জানালেন, এসব কাজ হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের সহায়তায় এবং তারা পশ্চিমবঙ্গের ৭০টি স্কুলে এই আইটি সলিউশন নিখরচায় করে দিচ্ছেন। অন্যদিকে নোমান সাহেব সাড়ে ছয়শ' ডলারে একটি সফটওয়্যার কিনে তাকে বিজয় কম্পাটিবল করার জন্য যুদ্ধ করছেন। আমাদের সমাজকল্যাণ মন্ত্রী হয়তো জানেনইনা, অন্ধদের জন্য আইটি বলতে কোন ব্যাপার আছে। মন্ত্রণালয়ও এ ব্যাপারে নির্লিপ্ত। বাংলাদেশের কমপিউটার কাউন্সিল যে কি কাজ করে তা স্বয়ং সরকার হিসাব রাখে কিনা আমার সন্দেহ আছে। ওয়েবেল জানালো, তারা পারকিন্স নামের একটি ব্রেইল প্রিন্টারকে ডিজিটাল করেছে। তাদের ভ্যালু এডিশন উল্লেখযোগ্য, বিশ হাজার টাকার প্রিন্টারে তারা আরো পয়ত্রিশ হাজার টাকার ইলেকট্রনিক কর্মকান্ড যোগ করতে সক্ষম হয়েছেন। তারা তৈরি করেছেন ব্রেইল কীবোর্ড, ব্রেইল রিডার, কমপিউটার কীবোর্ডের ব্রেইল এডাপ্টার। এর সাথে যুক্ত হয়েছে ব্রেইল টু টেক্সট, টেক্সট টু ব্রেইল, গ্রাফিক্স ব্রেইল এবং অন্ধদের জন্য বাংলা অভিধান সফটওয়্যারসহ অনেকগুলো সমন্বিত সমাধান। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার এসব প্রকল্পে অর্থায়ন করছে অন্ধরা এসব পণ্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগ্রহণের জন্য পাচ্ছে বিনামূল্যে।

ওয়েবেল মিডিয়াট্রনিক্স-এর অন্যান্য কাজকর্ম দেখার সুযোগও হলো আমাদের। একটি সরকারি অফিসে গোস্বামী কাজ করেন বেসরকারি ব্যবসায়ীর মতো। নিজেই সিদ্ধান্ত নেন। নিজেই বাস্তবায়ন করেন। সিডিডি আগেই আমাকে জানিয়েছে যে, ওয়েবেলের তৈরি করা টেক্সট টু ব্রেইল এবং ব্রেইল টু টেক্সট সফটওয়্যারটিকে তারা বিজয়ভিত্তিক করতে চায়। আগেই বলা হয়েছে, ওয়েবেল সরকারি প্রতিষ্ঠান সি-ডাক-এর তৈরি করা আই-লিপকে নির্ভর করে ওদের সফটওয়্যার বানিয়েছে। গোপাল আইলিপ দেখেছে। ব্যবহারও করেছে। কিন্তু সে খুশী নয়। কারণ আইলিপ শুধু একটি টেক্সট এডিটর। গোপাল এক্ষেলে ব্রেইল ব্যবহার করতে চায়, ওয়ার্ডে করতে চায়, ফটোশপে করতে চায়। যেহেতু বিজয় এই সুযোগ তৈরি করেছে তার আগ্রহ সেজন্যেই। আমি আগেই জানতাম, তারা বিজয়-এ কনভার্ট করতে আগ্রহী ছিলো না। আলোচনার পর জানা গেলো, এতে যে প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জ রয়েছে সেটিও তারা উপলব্ধি করেন।

আমাদের সমাজকল্যাণ মন্ত্রী হয়তো জানেনইনা, অন্ধদের জন্য আইটি বলতে কোন ব্যাপার আছে।

এদের কাছে আমাকে বিজয়-এর প্রযুক্তিগত দিক ব্যাখ্যা করতে হলো। এরা কিছুটা বিস্মিত হলেও আগেই জানতো যে-বিজয় কীভাবে কাজ করে। সিডিডি'র মাধ্যমে বিজয় পৌঁছায় তাদের হাতে। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও বিজয়-এর সঠিক ফন্ট কোড এবং যুক্তাক্ষর প্রস্তুতের ব্যাপারটি তারা বুঝতে পারছিলো না। তারা আইলিপ-এর যে কোডিং ব্যবহার করেছে, তাতে ফাইল ফরম্যাট ভিন্ন। কারণ আইলিপ একটি এডিটর। এর নিজস্ব ফাইল ফরম্যাট রয়েছে। এতে একটি ডিসপ্লে ইঞ্জিন রয়েছে। অন্যদিকে বিজয় ওয়ার্ড-এ কাজ করে। ওয়ার্ড-এর ডক ফাইল তার অন্যতম ফাইল ফরম্যাট। বিজয়-এর কোড এমন অক্ষরগুলো কোন ডিসপ্লে ইঞ্জিন ছাড়া দেখা যায়। এছাড়া এটি উইন্ডোজ-এর যেকোন এপ্লিকেশনে কাজ করে।

একসময়ে আনুষ্ঠানিক সভাটি টেকেনোলজি ট্রান্সফারের বৈঠকে পরিণত হলো। পুরো দিনে যেসব কাজ হলো তাতে বিকাল নাগাদ আমরা ওয়েবেলের কাছে শুনলাম যে, এরা ২২ মার্চ কোলকাতা ছাড়ার আগেই আমাদের হাতে ব্রেইল টু টেক্সট কনভার্টারটি দিতে পারবে। তাতেও ডক ফাইল এবং আরটিএফ ফাইলের একটা ঝামেলা থেকে যাবে। এছাড়া টেক্সট টু ব্রেইল কনভার্টার দিতে বেশ সময় লাগবে। অন্যদিকে গোপাল গুরুত্ব দিচ্ছিলো ইউনিকোডের ব্যাপারে। ওয়েবেল তখনো ইউনিকোডভিত্তিক কোন বাংলা সফটওয়্যার দেখেনি। আমি সাথে করে বিজয় একুশের একটি বেটা সংস্করণ নিয়ে এসেছিলাম। সেটি তাদেরকে দেয়া হলো। কিন্তু তারা অল্প সময়ে ইউনিকোড সংস্করণ তৈরি করতে পারবে না বলে জানালো। গোপালের তখন বেশ মন খারাপ। কিন্তু তাকে আশ্বস্ত করলাম, আমাদের একটি ইউনিকোড কনভার্টার আছে, যার সাহায্যে সে বিজয়-এ আগত ফাইলকে বিজয় একুশেতে রূপান্তর করতে পারবে। ওয়েবেল কনভার্টার তৈরি না করলেও কোন সমস্যা নেই।

পরদিন আমরা ওয়েবেল গ্রুপের এমডি এস. কে মিত্রের সাথে দেখা করার জন্য সল্ট লেকে ওয়েবেল ভবনে গেলাম। এস কে মিত্র সহাস্যমুখে বিজয়-এর কথা মন দিয়ে শুনলেন। তিনি জানালেন, বাংলাদেশে বাংলা ভাষা যে বিশেষভাবে সামনে এগিয়ে গেছে তা তিনি জানেন। তিনি আরো জানালেন, পশ্চিমবঙ্গে বিজয়-এর চমৎকার বাজার আছে এটিও তিনি শুনেছেন। ওয়েবেলের ব্লাইন্ড আইটি সলিউশন নিয়ে কথা হলো। কথা হলো কোলকাতায় আইটি কোম্পানিগুলোর অবস্থান নিয়ে। মি. মিত্র জানালেন, ভারতের যে পাঁচটি শহর আইটি'র শক্ত ভিত গড়ে তুলেছে, তার মাঝে কোলকাতা অন্যতম। আগামী ২০১০ সালে কোলকাতা তৃতীয় স্থানে পৌঁছুবে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

মিত্র জানালেন, বিজয় এঁবং ব্লাইন্ড এই দুই 'ব' এর বাইরে তিনি আরো একটি বিষয় নিয়ে কথা বলতে চান।

আমি যখন মিত্রের অফিসে উঠি তখনই ছোট একটি পোস্টার আমার চোখে পড়েছিলো। পোস্টারটি টুনজ ওয়েবেল একাডেমী নিয়ে। আগের রাতে আমি ক্যালিবার ১১৫ মোটর সাইকেলের দ্বিমাত্রিক বিজ্ঞাপনটি দেখে উল্লসিত হয়েছিলাম। বিগত এক দশক ধরে বাংলাদেশে আমি যে মাল্টিমিডিয়া এবং আইটি এনেবেলড সার্ভিসের কথা বলে আসছি মিত্র তার কথাই বললেন। তিনি জানালেন, বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ কানাডার সেরিডান কলেজের ডীনের হাতে তৈরি পাঠক্রম অনুযায়ী বিদেশী ও দেশী বিশেষজ্ঞদের দিয়ে পড়িয়ে এক বছরের দ্বিমাত্রিক ও ত্রিমাত্রিক ▶

কোর্স করার উদ্যোগ নিয়েছে ওয়েবেল। তিনি আরো জানালেন, এটি ভারতের এ ধরনের প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ত্রিবান্দ্রামের টুনজ এনিমেশন ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (www.toonganimation.com) নামের একটি প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি আরো ২২ কোটি রূপীর কাজ পেয়েছে। কিন্তু এরা লোক পাচ্ছে না। তাদের নিজেদের একাডেমী থাকলেও এরা ওয়েবেলের সাথে যুক্তভাবে কিছু লোক তৈরি করে নিজেদের মানবসম্পদের চাহিদা পূরণ করতে চায়। বিশ্বে এই খাতে যে ৪০ বিলিয়ন ডলারের বাজার রয়েছে এবং তার সিংহভাগ যে এই অঞ্চলের কেউ দখল করতে পারছেনা মি. মিত্র তাও জানালেন। বাংলাদেশের গ্রীণফিল্ড টুনজ এবং বেসিস সভাপতি সারোয়ার ভাইয়ের কথাও আমার মনে পড়লো। মিত্রই প্রস্তাব দিলেন, এ বিষয়ে কোন সহায়তা আমরা করতে পারি কি-না। এরই মাঝে ঢাকার পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে এবং কয়েকজন এই একাডেমীর একটি শাখা ঢাকায় করার প্রস্তাবও দিয়েছেন। এরই মাঝে মিত্র তাঁর দপ্তরের আরো একজন কর্মকর্তাকে ডেকে আনলেন। তার নাম সি রুদ্র।

> মি. মিত্র জানালেন, ভারতের যে পাঁচটি শহর আইটি'র শক্ত ভিত গড়ে তুলেছে, তার মাঝে কোলকাতা অন্যতম। আগামী ২০১০ সালে কোলকাতা তৃতীয় স্থানে পৌঁছুবে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

আমি তাদের দু'জন এবং গোস্বামীকে লক্ষ করে জানালাম, বাংলাদেশে ভারতীয় আইটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের সুনাম নেই। এপটেক, এনআইআইটি বা সিএমসিসহ কোন আইটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই আমাদের তরুণদের আস্থা অর্জন করতে পারেনি। এদের অনেক শাখাই বন্ধ হয়ে গেছে। বাকিগুলোও একদিন বন্ধ হবে এবং এরা ইতিহাসে পরিণত হবে। আমি নিজে মনে করি, একটি আন্তর্জাতিক মানের এনিমেশন একাডেমী প্রতিষ্ঠা করা হলে আমরা বিশ্ববাজারের বিরাট একটি অংশ দখল করতে পারবো। কিন্তু তার জন্য একটি চমৎকার মান প্রতিষ্ঠা করা দরকার।

২২ মার্চ আমরা আবার আলোচনায় বসলাম। তাতে ওয়েবেল বাংলাদেশীদের জন্য ৪ হাজার ডলার ফিস কমিয়ে ৩৫০০ ডলার করতে সম্মত হয়। এরা আমাদেরকে ওয়েবেলের প্রতিনিধি হিসেবেও দেখতে চায়। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, ভারতীয়দের জন্য ১,১০,০০০ রূপী (মাত্র ২৪৪৫ ডলার) ফিস হলেও বাংলাদেশীরা ৩৫০০ মার্কিন ডলার বা প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ কেন বেশি দেবে এবং সেই ফিসে কেউ টুনজ ওয়েবেল একাডেমীতে পড়তে যাবে কি-না?

১৮মার্চ রাতে সোর্সেস এমডি আরিফের ফোনের মাধ্যমে জানতে পারলাম দিল্লীতে কনভারজেন্স ২০০৪ নামের একটি মেলা হচ্ছে। বিজয়-এর কোলকাতা পরিবেশক তুষার ও সিডিডির গোপাল-দুই তরুণের অক্লান্ত পরিশ্রমে আমার দিল্লী সফর সহজ হলো। ২৮ মার্চ ভারতের প্রগতি ময়দানে পৌঁছে দেখলাম যে, ভারত সহস্র যোজন এগিয়ে গেছে। কনভারজেন্স নামক টেলিকমিউনিকেশন বিষয়ক যে মেলাটি হচ্ছিলো প্রগতি ময়দানে তাতে কোরিয়া, ইসরায়েল, চীন, জাপান আমেরিকাসহ বিশ্বের প্রধান প্রধান আইটি শক্তিগুলো প্রদর্শন করে টেলিকম, ইন্টারনেট, ফাইবার অপটিক্স, মোবাইল নেটওয়ার্ক, ওয়ারলেস নেটওয়ার্ক, বাইওমেট্রিক্স ও সম্প্রচার বিষয়ক অনন্য সব পণ্য। মেলায় যা দেখি তার সবই নতুন। আইটিতে ভারত যে কতোটা এগিয়ে, তা হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া গেলো, কনভারজেন্সে। কোন কোন পণ্য এখনো বাজারে আসেনি। কিন্তু দর্শকেরা তার প্রতি দারুণভাবে আগ্রহী। ফুজিৎসুর স্টলে ইউএসবি পোর্টে যুক্ত করার ফিঙ্গার প্রিন্ট রিকগনিশন আমাকে বিস্মিত করলো। চীনের মোবাইল টেকনোলজি এবং প্রায় সব কোম্পানির ব্রডব্যান্ড প্রযুক্তি চমকে দেবার মতো। পুরো মেলা ঘুরে দেখা গেলো, টেলিকম, সম্প্রচার ও আইটির সমন্বয়। মেলাটি সাধারণের জন্য উন্মুক্ত হলেও যাদেরকে মেলায় দেখলাম তারা কার্যত প্রযুক্তিবিদ। অকারণে দল বেধে ঘোরার লোক নেই। দর্শকদের অনেকের সাথেই কথা হলো। সাধারণের আগ্রহের বিষয় মোবাইল বা সম্প্রচারের মতোই প্রযুক্তিবিদগণ ব্রডব্যান্ড এবং ইন্টারনেট ও তারবিহীন নেটওয়ার্ক নিয়ে প্রচন্ড আগ্রহ দেখাচ্ছিলো।

আমার মগজে লেগে ছিলো ফুজিৎসুর ফিঙ্গার প্রিন্ট টেকনোলজি। মনে আছে কয়েক বছর আগে সিঙ্গাপুরে একটি সিকিউরিটি ফেয়ারে এই প্রযুক্তি দেখেছিলাম। একটি ডেমো সফটওয়্যার আমি নিয়েও এসেছিলাম। তাতে ফিঙ্গার প্রিন্ট রিকগনাইজ করতে গিয়ে মাঝে মাঝে এরর হতো। দামও ছিলো অনেক। সম্ভবত বারো শ' ডলার। ঐ সময়েই ফিঙ্গার প্রিন্ট রিকগনাইজ করার জন্য সিঙ্গাপুরে তৈরি কিছু হার্ডওয়্যারও সেই মেলায় দেখেছিলাম। তার একেকটির দাম ছিলো প্রায় ১ হাজার ডলার। কিন্তু দিল্লীর প্রগতি ময়দানের করভারজেন্স ২০০৪-এ দেখানো ফিঙ্গার প্রিন্ট রিকগনাইজ করার জন্য ফুজিৎসুর প্রদর্শিত প্রযুক্তিটি একদম রিভলিউশনারী, অনন্য ও চমৎকার। এতে ছোট একটি ফিঙ্গার প্রিন্ট স্ক্যানার আছে। কমপিউটারের ইউএসবি পোর্টে সেটি লাগাতে হয়। এরপর আঙ্গুল রাখার মতো একটি স্ক্যানিং এলাকায় পরপর তিনবার আঙ্গুল ছোয়ালেই সেটি সফটওয়্যারের সাহায্যে কমপিউটার সেভ করে রাখা হয়। এর একটি পরিচিতি রেখে দেয়া যায়। আমি নিজে পরীক্ষা করে দেখলাম, আমার বুড়ো আঙ্গুলের ছাপের বদলে অন্য কোন আঙ্গুলকে ম্যাচ করেনি সফটওয়্যারটি। এর পরেই স্যামসাং-এর একটি ল্যাপটপের বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে যাতে বলা হয়, কমপিউটারটি মালিককে আঙ্গুলের ছাপ দেখে চেনে। ফুজিৎসু জানিয়েছিলো, পুরো সিস্টেমটির দাম মাত্র একশ' ডলার।

সেদিন মেলার শেষ দিন ছিলো। বিকেল চারটায় মেলা শেষ হলো। টেক্সিতে উঠে মনে হলো, কুতুব হোটেলটা ঘুরে যাই। দক্ষিণ দিল্লীর কুতুব এনক্লেভ-এর এই হোটেলটিতেই আমি প্রথম বিজয় তৈরি করেছিলাম। বাইরে থেকে ছবি তুলে বিমানবন্দরে চলে এলাম। বিমানে সিটের উপরে পড়ে থাকা পত্রিকায় (দিল্লীর মধ্যাহ্ন দৈনিক মিডডে) চোখ বুলিয়ে ইন্টেলের উইমেক্স প্রযুক্তির কথা শুনে ভুরু কপালে উঠার যোগাড়। ইন্টেল এই প্রযুক্তির সাহায্যে এক টাওয়ারে চল্লিশ মাইল কাভার করার এবং আলোর গতিতে তথ্য পারাপারের যে সুযোগ তৈরি করছে তা বর্তমানে বিদ্যমান ৩জি মোবাইল টেকনোলজির চাইতেও শতগুণে উন্নত। এর ফলে কেবল যে কমদামে মোবাইল সেবা পাওয়া যাবে তা নয়, ভাটা ও ভিডিও পর্যন্ত সহজলভ্য ও দ্রুতগতির হয়ে যাবে। এমনিতেই ভারতের মোবাইল ফোনের চমক (মাত্র ২০ টাকায় ভারতে মোবাইল সংযোগ পাওয়া যায়।) আমাকে কাঁপিয়ে দিয়েছে। ভাবছিলাম, ইন্টেলের উইম্যাক্স প্রযুক্তি এলে ভারতে মোবাইল নেবার জন্য হয়তো কোম্পানিগুলো উল্টো গ্রাহককে পয়সা দেবে। ভারতে ইন্টারনেটের কোন সরকারি ফিস নেই। আমরা ১১০০ টাকা রয়্যালটি দেই প্রতিটি মোবাইল ফোনের জন্য। একইভাবে ভারতে ইন্টারনেটের জন্য কোন লাইসেন্স ফিস নেই। কিন্তু আমাদের আইএসপিগুলো আট-দশ লাখ টাকা সরকারকে ফিস দেয়। দিল্লীতে আমি যে মহামেলায় গেলাম, সেখানে ঢুকতেও কোন টাকা পয়সা লাগেনি। কিন্তু আমাদের দেশের মতিঝিলে বা বিসিএস কমপিউটার সিটিতে মেলা হলেও ১০/২০ টাকা দিয়ে তাতে ঢুকতে হয়। অন্যদিকে কনভারজেন্স মেলায় দেখলাম ১৬ বছরের কমবয়সী কাউকে ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না। আমি এটি বলবো না যে বিসিএস কমপিউটার শো, মাল্টিমিডিয়া শো বা এমন বারোয়ারী আইটি মেলায় কম বয়সী লোকজন আসবে না। কিন্তু ব্যাঙ্কিং সলিউশন দেখার জন্য স্কুল ছাত্রদের ডেকে এনে কি কোন লাভ আছে? পুরো মেলায় কোন বেচা-কেনা নেই। সেটি আমি কমডেক্স, সিবিট, ম্যাকওয়ার্ল্ড মেলাতেও দেখেছি। কিন্তু বাংলাদেশে কমপিউটার মেলা মানেই বেচা-কেনা। অন্যদিকে কনভারজেন্সের সেমিনারের রেজিস্ট্রেশন ৪ হাজার রূপী। আমাদের সেমিনারে মানুষ খুঁজে পাওয়া যায় না।

আমার মনে হয়েছে, ভারতীয়রা এসব বিষয় জানে, আমরা জানিনা। সুতরাং ভারতে আইটির সমৃদ্ধি হবে, না তো কি আমাদের দেশে হবে?

ইন্টেল এভরিহয়ার

ইন্টেল চেয়ারম্যানের দুঃসাহসিক পরিকল্পনা

তাসনিম মাহমুদ

তথ্য প্রযুক্তি অঙ্গনে বর্তমান অগ্রগতি ও ব্যাপক ব্যবহারের পেছনে যে নামটি সবচেয়ে আগে উচ্চারিত হয়, তা হলো প্রসেসর। কমপিউটারের প্রধান চালিকা শক্তি প্রসেসর নির্মাতা কোম্পানিগুলোর মধ্যে ইন্টেল অন্যতম।

ইন্টেল-এর চেয়ারম্যান ৬৪ বছর বয়স্ক ক্রেগ ব্যারেট ১৫ মাস আগে তার সিইও'র পদ প্রেসিডেন্ট পল অটেলিনির ওপর ন্যস্ত করে ইন্টেলের চেয়ারম্যান হিসেবে অধিষ্ঠিত হন। ব্যারেট আপ্রাণ চেষ্টা করছেন উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সুপ্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানকে উদ্বেগমুক্ত রাখতে। তিনি এ পদে আসীন হন এক দুঃসময়ে। এ সময় ইন্টেল নতুন ব্যবসায়ের জন্যে বিনিয়োগ করে শত শত কোটি ডলার। যার বেশিরভাগই ব্যবসায়িক সফলতার মুখ দেখেনি। ব্যারেট প্রাণান্তকর চেষ্টা করছেন চিপ প্রস্তুতকারকদেরকে পাল্টে দিতে। তিনি সমালোচকদের অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করেন এবং চিপ ইন্ডাস্ট্রির ইতিহাসের সবচেয়ে খারাপ সময়ের মধ্যে ২৮শ' কোটি ডলার বিনিয়োগ করেন নতুন প্রযুক্তির পেছনে। বর্তমানে ইন্টেল সেমিকন্ডাক্টর শিল্পে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। হেসলার ইকুইটি ফান্ডের অর্থ বিষয়ক ব্যবস্থাপক মেহাল ভ্যাসি'র মতে, 'সবাই মনে করতো ব্যারেট একজন অত্যুৎসাহী লোক। তিনি পিছিয়ে যাওয়া ঠেকাতে বেশি বেশি বিনিয়োগ করতেন। এর ফল ইন্টেল পেয়েছে।'

বর্তমানে ব্যারেট কিছু দুঃসাহসিক পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন, এতে অনেকেই মনে করেছেন তিনি হয়তো পাগলামি করছেন। যে সময় অনেক এক্সিকিউটিভ অবসর ভাতার অপেক্ষায় থাকেন, ঠিক সে সময় ব্যারেট গ্রহণ করতে যাচ্ছেন দুঃসাহসী আর উচ্চভিলাষী পদক্ষেপ। তার এ দুঃসাহসী পরিকল্পনা কমপিউটারকে ঘিরে নয়। বস্তুত, ইন্টেলের ৩৫ বছর ইতিহাসে এমন পদক্ষেপ কখনোই নেয়া হয়নি। ব্যারেটের ভাষায় "Forget Intel Inside, Think Intel Every Where." ব্যারেটের পরিকল্পনা অনুযায়ী ইন্টেলের শক্তিশালী চিপের লাইনআপ আগামীতে প্রায় সব ধরনের ডিজিটাল ডিভাইসের কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হবে। সেলফোন, ফ্ল্যাট প্যানেল টিভি, পোর্টেবল ভিডিও প্লেয়ার, ওয়্যারলেস হোম নেটওয়ার্কিং উপকরণ, এমনকি মেডিক্যাল ডায়াগোনস্টিক যন্ত্রাংশেও ইন্টেল চিপ ব্যবহার করা যাবে। ইন্টেলের লক্ষ্য ১০টি নতুন ক্ষেত্রে চিপ ব্যবহার করা। প্রাথমিকভাবে ইন্টেলের লক্ষ্য কনজ্যুমার ইলেকট্রনিক্স ও কমিউনিকেশন মার্কেট। ব্যারেট-এর দৃঢ়বিশ্বাস এখন সময় নতুন কর্মক্ষেত্রের সন্ধানের।

কমিউনিকেশন উপাদান ও কনজ্যুমার ইলেকট্রনিক্স প্রভৃতি পণ্য প্রাথমিকভাবে এনালগ সিস্টেমে ছিল। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে এসব এনালগ পণ্য খুবই দ্রুত গতিতে ডিজিটালে

ইন্টেলের ব্যবসা সম্প্রসারণের ক্ষেত্র ও বর্তমান বাজার অবস্থা

ইন্টেল কমপিউটার চিপ নির্মাণ করা ছাড়াও বহনযোগ্য ভিডিও প্লেয়ার থেকে শুরু করে ফ্ল্যাট প্যানেল পর্যন্ত বিভিন্ন নতুন পণ্যের জন্যে সেমিকন্ডাক্টর নির্মাণ করবে। এছাড়া ইন্টেল প্রত্যাশা করছে তাদের মূল ব্যবসা পিসি ও সার্ভারেরও যথেষ্ট উন্নতি হবে।

মূল ব্যবসা (পিসি ও সার্ভার)

ইন্টেলের বাজার অবদান : ৮৩%, বাজারের পরিমাণ : ২৭০০ কোটি ডলার।

পূর্বাভাস: প্রতিদ্বন্দ্বী এএমডি যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে এগিয়ে আসলেও ইন্টেল মাইক্রোপ্রসেসরে আধিপত্য বিস্তার করে আছে সুদৃঢ়ভাবে। কেননা ইন্টেলের রয়েছে অগ্রসর প্রযুক্তি সমৃদ্ধ পাঁচটি প্লান্ট।

নতুন মার্কেট

ফ্ল্যাট প্যানেল টেলিভিশন

ইন্টেলের বাজার অবদান: ০%, বাজারের পরিমাণ: ১ হাজার কোটি ডলার।

পূর্বাভাস: ইন্টেল টিভি সিগনাল ডিকোডিংয়ের জন্যে প্রসেসর ডেভেলপ করছে ফলে এ বছরের মাঝামাঝিতে ফ্ল্যাট প্যানেল পর্দার দাম অর্ধেক কমে যাবে। ফলে ইন্টেল মার্কেট কিছুটা দখল করতে সক্ষম হবে।

হ্যান্ডহেল্ড

ইন্টেলের বাজার অবদান: ৫০% বাজারের পরিমাণ: ২০শ' কোটি ডলার

পূর্বাভাস: হ্যান্ডহেল্ড কমপিউটারের অর্ধেকেই ইন্টেল চিপ ব্যবহার হচ্ছে। তবে তা বেড়ে ওঠার সম্ভাবনা ক্ষীণ। কারণ, গতবছর মাত্র ১৮% বাজার ইন্টেলের হস্তগত হয়।

এন্টারটেইনমেন্ট পিসি

বাজার অবদান : ৯০%
বাজারের পরিমাণ : ১২ কোটি ডলার

পূর্বাভাস: ইন্টেল পাওয়ার পিসিকে মুভি ও মিউজিক প্লে'র উপযোগী করে ডিজাইন করা হয়েছে। সাম্প্রতিক ইন্টেলের নতুন ডিজাইন করা এন্টারটেইনমেন্ট পিসি'র বিক্রি আরো অনেক বাড়বে।

ওয়াইম্যাক্স

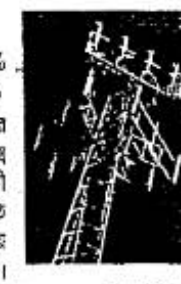

বাজার অবদান : ০%
বাজারের পরিমাণ : ০%

পূর্বাভাস: ইন্টেলের ওয়াই-ম্যাক্স টেকনোলজি আগামী বছরে পিসিতে বিল্টইন অবস্থায় পাওয়া যাবে। ওয়্যাই-ম্যাক্স-এর মাধ্যমে ট্রান্সমিশন পয়েন্ট থেকে ৩০ মাইল সীমার মধ্যে দ্রুতগতি নেট এক্সেসের সুবিধা পাওয়া যাবে। ওয়্যাই-ম্যাক্সের বর্তমান প্রতিদ্বন্দ্বী হলো থ্রীজি টেকনোলজি।

সেল্যুলার ফোন

বাজার অবদান : ২০%
বাজারের পরিমাণ : ৯শ' কোটি ডলার

পূর্বাভাস: ইন্টেলের মেমরি চিপের বিক্রি যথেষ্ট শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে। তবে ডিজিটাল সিগনাল প্রসেসর ও অন্যান্য ফোন চিপ প্রস্তুতের ক্ষেত্রে তেমন ভাল অবস্থানে নেই।

রূপান্তরিত হচ্ছে। অর্থাৎ ডিজিটালই এখন স্ট্যান্ডার্ড। হার্ড ডিস্ক, চিপ ও কমপিউটারের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদানসহ বিশ্বের বেশিরভাগ ডিজিটাল উপাদানের দাম অনেক কমে গেছে। এছাড়া ব্যবহারকারীরা বর্তমানে ডায়ালআপ প্রযুক্তি ছেড়ে ব্রডব্যান্ডের প্রতি ব্যাপকভাবে ঝুঁকে পড়েছে। ফটো, মিউজিক এবং ভিডিও প্রভৃতি ডিজিটাল ফর্মে রূপান্তরিত হয়েছে, যা ইন্টেলের চিপ প্রসেস ও স্টোর করতে পারে। ব্যারেটের মতে, "কমিউনিকেশন সিস্টেম বর্তমানে ডিজিটাল ব্যবস্থাপনায় চালিত। এন্টারটেইনমেন্টও ডিজিটালে রূপান্তরিত হয়েছে। আমরা আমাদের বিশেষজ্ঞদেরকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পারি। এসব ক্ষেত্রে ইতোপূর্বে আমাদের কোন ইউনিক ক্ষমতা ছিল না।"

ইন্টেল যদি এবার সফলতা পায়, তাহলে মুনাফা হবে বিপুল। কনজ্যুমার ইলেকট্রনিক্স, ওয়্যারলেস হ্যান্ডহেল্ড, ইন্টেলের লক্ষ্য। এ বাজারে ইতোমধ্যেই ৭৭শ' কোটি ডলারের সেমিকন্ডাকটর ব্যবহার হচ্ছে এর মধ্যে মাত্র ৬%-এরও কম বাজার ইন্টেলের দখলে। যদি ইন্টেল আগামী ৫ বছরের মধ্যে তার বাজার অবদান ১০%-এ উন্নীত করতে পারে, তাহলে এ নতুন বাজার থেকে ইন্টেলের রাজস্ব ৪শ' ৪০ কোটি ডলার থেকে ১ হাজার কোটি ডলারে উন্নীত হবে। এর সাথে যোগ হচ্ছে কমপিউটার চিপ ব্যবসায়ের ১১%। সুতরাং ইন্টেলের বছরে গড় রাজস্ব বাড়বে ১৫%। ব্যারেটের মূল লক্ষ্য তাই। বিনিয়োগ বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্রিকার্স গ্রুপ-এর বিশ্লেষক ডেভিড লাইটেল-এর মতে, বিশ্বে খুব কম কোম্পানিই আছে, যারা এত বিশাল কাজ করার স্বপ্ন দেখতে পারে।

ইন্টেল চিপ ডিজাইন থেকে শুরু করে নতুন বাজার সৃষ্টির জন্যে ২শ' কোটি ডলার খরচ করছে। ব্যারেট এমন কৌশলী পরিকল্পনা হাতে নেন, যাতে ব্যবসায়িক ঝুঁকি খুবই কম। যদি নতুন ব্যবসা বন্ধ করে দেয়া হয় অর্থাৎ সফলকাম হতে ব্যর্থ হয় তাহলে পিসি ও সার্ভারের চাহিদা পূরণ করবে। পিসি ও সার্ভার বাজার থেকে আসবে নতুন রাজস্ব। যেমন, পোর্টেবল মিডিয়া প্লেয়ার, এটি হার্ড ডিস্কে টিভি শো ও মুভি স্টোর করে। যদি ইন্টেল সে চাহিদা পূরণ করতে পারে, তাহলে মুনাফা অনেক বেড়ে যাবে। কেননা, যেগুলো প্লেয়ারে লোড করা হয় সেসব ধরনের ডিজিটাল মুভি যাতে পিসি হ্যান্ডেল করতে পারে, তা প্রত্যাশা করেন প্রত্যেক ব্যবহারকারীই।

ইন্টেলের এ ধরনের দুয়েকটি উদ্যোগ সফলতার মুখ না দেখলেও ইন্টেল যে হুমকির মুখোমুখি হবে তা নয়। কেননা ইন্টেলের মূল ব্যবসা আসছে পিসি ও সার্ভার থেকেই। তারা আশা করছে, কমপিউটার ব্যবসা ৪৬%-এ উন্নীত হবে। ফলে রাজস্ব ৪শ' ২০ কোটি ডলার থেকে ৩ হাজার ৪শ' ৭০ কোটি ডলারে উন্নীত হবে। ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লেহম্যান ব্রাদার্স পিসির ব্যবসায়ে ধীর গতির উন্নতিও ইন্টেলের ঝুঁকির আরেকটি কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে এএমডি'র জনপ্রিয়তা ক্রমবর্ধমান হারে বেড়ে যাওয়ায়।

ইন্টেলের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রেও সম্প্রতি

কিছু ভুল সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। গত বছর চিপ নির্মাতারা ফ্ল্যাশ মেমরির পণ্যে ৪০% দাম বাড়াতে চেষ্টা করে। এ চিপ ডাটা স্টোর করে। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিরা তা অনুসরণ করেনি। এতে ইন্টেল-এর ১শ' কোটি ডলার ক্ষতি হয়। কেননা, নোকিয়া ও অন্যান্য সেলফোন উৎপাদকেরা ইন্টেলের প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানি স্যামসং ও এএমডি'র কাছ থেকেও মেমরি কেনে। ফলে ইন্টেল সেলফোনে অন্যতম উপকরণ ডিজিটাল সিগনাল প্রসেসর টেক্সাস ইনস্ট্রুমেন্টের কাছে বিক্রির চেষ্টা চালায়। কিন্তু সেলফোন প্রস্তুতকারকেরা জানতো না, ইন্টেল সেলফোনের জন্যে মানসম্মত পণ্য প্রস্তুত করতে পারে, তাই তারা TI নামক প্রতিষ্ঠানের সাথে স্থায়ীভাবে চুক্তিবদ্ধ হয়। TI-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা রিচার্ড কে টেম্পলেটন-এর মতে, ইন্টেল যেখানে প্রথম ব্যর্থ হয়েছে, সেখানেই সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। কেননা, ইন্টেলের বর্তমান পরিকল্পনায় রয়েছে ব্যবসায়ে ব্যর্থ হবার ভয় ও অতীতের অভিজ্ঞতা। এ দু'য়ের সমন্বয়ে ইন্টেল ব্যবসায়িক ঝুঁকি বহুলাংশে কমাতে সক্ষম হবে। কেননা চিপ মেকাররা আরো সুসজ্জিত, মার্কেটিং পলিসি ও উন্নত পণ্য নিয়ে নতুন মার্কেট বিজয়ের লক্ষ্যে কাস্টমারের চাহিদার প্রতি লক্ষ রেখে পণ্য উৎপাদন করছে। তবে, কারো অর্ডারমাফিক নয়। তাছাড়া ইন্টেলের রয়েছে ১ হাজার ৩শ' কোটি ডলারের বিশাল মজুদ, যা টেক ইন্ডাস্ট্রির বৃহৎ মজুদের মধ্যে একটি। ফলে ইন্টেল খুব সহজেই পণ্য বিক্রি ও বিপণনের জন্যে অকাতরে অর্থ খরচ করতে পারে।

কয়েক মাস আগে ইন্টেল বাজারে ছাড়ে স্বল্প ক্ষমতার পেন্টিয়াম-এম প্রসেসর ও ওয়্যাই-ফ্যাই চিপসেট যুক্ত সেন্ট্রিনো। ওয়্যাই-ফ্যাই সাপোর্টেড কোম্পানিকে মদদ জোগানোর জন্যে ইন্টেল ১৫ কোটি ডলার খরচ করে। এতে সবচেয়ে লাভবান হয় 'কমেটা নেটওয়ার্ক'। এ প্রতিষ্ঠানটি হট স্পট গড়ে তোলে বিভিন্ন জায়গায়।

অনেক কাস্টমার মনে করে, ইন্টেল বর্তমানে অনেক বেশি সহযোগিতামূলক। কেননা, অতীতে চিপ উৎপাদকেরা শুধু নিজেদের নতুন পণ্যের মান উন্নত করতো। কিন্তু বর্তমানে তারা বেশ কিছু স্ট্যান্ডার্ড সেটিং গ্রুপের সাথে যোগ দিয়েছে। এদের মধ্যে অন্যতম একটি হোম ইলেক্ট্রনিক্স যন্ত্রাংশ ও অপরটি ওয়্যারলেস টেকনোলজি। নোকিয়া কর্পো.-এর মোবাইল ফোন টেকনোলজিতে সাপোর্ট দেবার জন্যে ইন্টেল সম্মত হয়েছে। স্যামসং ইলেকট্রনিক্স কোম্পানির সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট চ্যাং টু হাইয়ং-এর মতে, ইন্টেল তার দৃষ্টিভঙ্গিকে যথেষ্ট নমনীয় করেছে এবং নতুন মার্কেটে সহযোগিতামূলক পার্টনারে পরিণত হচ্ছে।"

ওয়্যাই-ফ্যাই'র সফলতার পর ইন্টেল আশা করছে, এর নতুন প্রযুক্তি Wi-Max নিয়ে। ওয়্যাই-ম্যাক্স হলো ওয়্যাই-ফ্যাই-এর মতো ওয়্যারলেস টেকনোলজি। এর মাধ্যমে কমপিউটার ব্যবহারকারীরা এন্টেনা রেঞ্জের মধ্যে যে কোন জায়গায় থেকে উচ্চ গতির নেট এক্সেসের সুবিধা পাবে। ওয়্যাই-ফ্যাই টেকনোলজির রেঞ্জ ২০০ ফুট ছিল। পক্ষান্তরে, ওয়্যাই-ম্যাক্স-এর রেঞ্জ ৩০ মাইল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। যদি কেউ ওয়্যাই-ম্যাক্স টেকনোলজিকে অর্থের বিনিময়ে পেশাগত সেবার কাজে ব্যবহার করতে চায়, তাহলে বর্তমানে ব্যবহৃত সেলফোন টাওয়ারে ওয়্যাই-ম্যাক্স নোড সেট করে কম খরচে সেন্ট সুইস বা সেন্ট পিটার্সবার্গ-এর মতো মেট্রো এলাকায় এ সার্ভিস দিতে পারবে। এবং ফাইবার অপটিকের মোট খরচের এক দশমাংশ মাত্র। ইন্টারনেটে দ্রুতগতি ওয়্যারলেস কানেকশনের জন্যে থার্ড জেনারেশন বা থ্রীজি টেকনোলজি ওয়্যাই-ম্যাক্সের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

ইন্টেল এ পুরানো ধ্যান-ধারণা বদলিয়েছে। স্যামসংসহ অন্যান্য কোম্পানিকে ইন্টেলের পার্টস ও সফটওয়্যার ব্যবহার করার জন্যে চেষ্টা চালানো হচ্ছে। এ প্রচেষ্টায় ইন্টেলের পণ্য ব্যবহার বেশ সহজ হবে। ফলে ডিজিটাল টিভি, ক্যামেরা ও পোর্টেবল ভিডিও প্লেয়ারে চিপমেকাররা বেশি করে প্রসেসর, সাউন্ড ও গ্রাফিক্স চিপ বিক্রির সুযোগ পাচ্ছে। শুধু তাই নয়, ইন্টেলের গতানুগতিক পিসি পার্টনার যেমন এইচপি, ডেল, গেটওয়ে প্রভৃতি কোম্পানিতে প্রযুক্তি পণ্য সরবরাহ করে আসছে। ধারাবাহিকতাও বজায় রেখেছে। লিকুইড ক্রিস্টাল অন সিলিকন (LCOS) নামে পরিচিত হাই ডেফিনেশন ভিসপ্লে টেকনোলজি-এর চিপ তৈরির জন্যে ইন্টেল ৫০ কোটি ডলার ব্যয় করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এ চিপ চমৎকার ডিজিটাল ইমেজ প্রজেক্টেশনে সক্ষম। ইন্টেলের এ উদ্যোগের ফলে এ বছরের শেষের দিকে বড় পর্দার ফ্ল্যাট প্যানেল টিভির দাম অর্ধেক কমে যাবে। এশিয়ার টিভি প্রস্তুতকারকেরা বা এইচপি যদি ইন্টেলের এ টেকনোলজি ব্যবহার করতে শুরু করে, তাহলে ইন্টেল টিআই 'এমনকি সনি'র চেয়েও সুবিধাজনক অবস্থানে পৌঁছে যাবে।

ইন্টেল নতুন মার্কেট দখল করার জন্যে জোরালো চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাই বিশেষজ্ঞ মহল মনে করেন, ইন্টেলকে সতর্ক থাকতে হবে তার পিসি মার্কেটের দিকে। কেননা, ইন্টেলের প্রতিদ্বন্দ্বী এএমডি সম্প্রতি চালু করেছে মাইক্রোপ্রসেসরের হ্যামার লাইন এবং এএমডি আশা করছে, সার্ভার মার্কেটে ইন্টেলের আধিপত্যে চিড় ধরাতে সক্ষম হবে। কেননা, আজকের দিনের চিপগুলো ৩২ বিট প্রসেস সমৃদ্ধ। তবে সার্ভারের জন্যে হ্যামার চিপ যা অপটেরন নামে পরিচিত, ৬৪ বিটসম্পন্ন হলেও এটি ৩২ বিট সাপোর্ট করে। কজ

চীনে অন-লাইন ব্যবসায়

বহুজাতিক কোম্পানির সামনে আরো সুদিন

বদরুন্নেসা স্বাগতা

চীনের কিংসফট কোম্পানি বহু বছর ধরে জনপ্রিয় সফটওয়্যার বিক্রি করে লাভবান হতে চেয়েছে। এর সফটওয়্যার পণ্য জনপ্রিয় হলেও কিন্তু এরা তেমন আয় তুলে আনতে পারেনি। কারণ ছিল ব্যাপক সফটওয়্যার পাইরেসী। এ কিংসসফট কোম্পানি চীনের দক্ষিণে ঝুহাই শহরে অবস্থিত। অবশেষে কিংসফট ইন্টারনেট ব্যবসায় নজর দিলো। গত বছর সেপ্টেম্বরে এ কোম্পানি শোর্ড অন-লাইন নামে ইন্টারনেট গেম বাজারে ছাড়লো। এ গেমে একজন খেলোয়াড় চরিত্র সৃষ্টি করার সুযোগ পান। এই গেম অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করতে লাগলো। ছয় মাসের মধ্যে ১৭ লাখ গেমার এই খেলায় রেজিস্ট্রেশন করলো। তাদের আয় প্রচুর পরিমাণে বেড়ে গেছে, এটি এশিয়ায় তাদের বাজারের পরিসর সম্প্রসারিত করবে।

এক হিসেবে দেখা গেছে বর্তমানে চীনে ৮ কোটি ইন্টারনেট গ্রাহক আছে। অর্থাৎ আমেরিকার পর চীন দ্বিতীয় স্থানে এসে গেছে। শুধু তাই নয়, আগামী ২০০৬ সালের মধ্যে চীন আমেরিকাকেও ছাড়িয়ে যাবে। কারণ, বর্তমান চীন সরকারের রয়েছে বাস্তব আইটি নীতি, ইন্টারনেট আর মজবুত অর্থনৈতিক বুনিয়াদ। এর ফলে চীনের জনগণ সহজেই পিসি কিনতে পারছে এবং ইন্টারনেট জগতে প্রবেশ করতে পারছে। "ইন্টারনেটের ব্যবহার দ্রুতগতিতে বেড়ে যাচ্ছে"- বলেছেন ক্রেইস ওয়াট, নির্বাহী পরিচালক, নরসম টেলিকম কনসাল্টিং, বেজিং।

চীনের বর্তমান আইটি ব্যবসায় দ্রুত প্রসারের পেছনে রয়েছে চীন সরকারের উদার নীতি। স্থানীয় কিংসফট কোম্পানি নেট ব্যবসায়েও ঢুকছে। ইয়াহু ও ই-বে ওয়েব কোম্পানিগুলো এখানে ব্যবসায় করার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে। বিশ্বের বড় বড় কোম্পানিগুলোও ইন্টারনেট ব্যবসা করার জন্যে দোকান খুলছে চীনে। বিশ্বের সেরা এবং অন্যতম হংকং-এর আইটি কোম্পানি লি কা-সিংয়ে মাসেই ২০ কোটি ডলারের পাবলিক শেয়ার ইস্যু করবে বেজিংয়ে। সিনা কর্পো, টম অন-লাইন, সাডা নেট ওয়ার্কিং ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি, সাংহাই অন-লাইনসহ আরো বহু কোম্পানি চীনে ডট কম ব্যবসায় জড়িত হচ্ছে। চীনের স্থানীয় কোম্পানি আলিবাবা ডট কম ৮২ মিলিয়ন ডলার ব্যাংক ঋণ নিয়ে ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করছে। সর্বমোট ১০ বিলিয়ন ডলার চীনে বিনিয়োগ হচ্ছে আইটি খাতে। কিন্তু তবুও আমেরিকা, জাপান এবং কোরিয়ার তুলনায় অনেক কম বিনিয়োগ মনে হচ্ছে।

নরটেল নেটওয়ার্কস ২০০ মিলিয়ন ডলার চীনে বিনিয়োগ করবে ডট কম গবেষণা কাজে

অন-লাইন ব্যবসায়ের মূল কেন্দ্র গড়ে উঠেছে ঝুহাই, সাংহাই এবং বেজিং সিটিতে। এতদিন বিশ্বে ইন্টারনেটের একচেটিয়া ব্যবসায় ছিল আমেরিকার। বর্তমানে তাদের আর মনোপলি থাকছে না। ২০০৬ সালের মধ্যে চীন বিশ্ব নেট ব্যবসায়ে দ্বিতীয় স্থান দখল করবে। ইন্টারনেট গেম, মোবাইল ফোন, অন-লাইন সার্ভিসে চীনা জনগণের আগ্রহ দিন দিন বাড়ছে। এই আগ্রহ বিশ্বের যে কোন দেশের চেয়ে বেশি। যা হোক, নেট গেমিং এবং অন-লাইন মোবাইল ফোন সার্ভিসের জন্যে ই-বে এবং আমাজন কোম্পানির মতো বিশ্ববিখ্যাত প্রতিষ্ঠানগুলো এখানে ব্যবসা করে লাভবান হতে পারে। এতে কোন সন্দেহ নেই। বিখ্যাত নরটেল নেটওয়ার্কসও এখানে নেট সার্ভিস উন্নয়ন এবং গবেষণা কাজের জন্যে ২০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করবে। এই সফলতার জন্যে বর্তমান চীন সরকারের বাস্তব নীতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশ্ব ডট কম বাজার দখলের জন্যে দেশী কোম্পানিগুলোকে বিশেষভাবে সহযোগিতা করছে চীন সরকার। চীন সরকারের এই অবদান মহাচীনকে বিশ্বের দরবারে উচ্চ মর্যাদার আসনে নিয়ে যাবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমেরিকা এবং জাপান সর্বাধুনিক আইটি প্রযুক্তির অধিকারী। তাদেরকে ডিঙ্গিয়ে চীন এক দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম করছে। চীন সরকার তাদের স্থানীয় নেট কোম্পানি হুয়াউই টেকনোলজি কোম্পানি এবং জেটিই কর্পোরেশনকে বিলিয়ন ডলার দিয়েছে বাজারে প্রতিযোগিতার জন্যে। এই কোম্পানি দুইটি বিশ্বের প্রথম শ্রেণীর নেট কোম্পানিগুলোর সাথে প্রতিযোগিতা করছে। হুয়াউই তাদের রফতানি আয় গত বছর দ্বিগুণ করেছে। তাদের বিক্রয় বাণিজ্য হয়েছে ৩.৮ বিলিয়ন ডলার।

ওয়েব প্রযুক্তি উন্নয়নের জন্যে তারা অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, যাতে করে তারা বিশ্বের নেট বাজার দখল করতে পারে। ওয়াইফি একটি স্থানীয় ওয়্যারলেস প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান। চীন সরকার এই কোম্পানির একটি আইটেমকে সব নেট প্রযুক্তির প্রতিষ্ঠানকে কেনার জন্যে বাধ্যতামূলক করেছে। চীনে স্থানীয় নেট কোম্পানিগুলো তখন চুটিয়ে ব্যবসায় করতে পারবে। তখন হুয়াউই কোম্পানির মতো অসংখ্য চীনা প্রতিষ্ঠান পূর্ণ শক্তি নিয়ে বিশ্ব বাজারে ঢুকে পড়বে।

সময় কথা বলে

আন্তর্জাতিক নেট ব্যবসায়ে চীনের সাময়িক অসুবিধা হয়েছে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা নিয়ে। নেট শিল্প উন্নয়নের জন্যে চীনারা নতুন করে চিন্তা-ভাবনা করছে। স্থানীয় সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি শিল্প উদ্যোক্তাগণ দৃঢ় মনোভাব নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। তারা নিজস্ব মেধা দিয়ে এ শিল্প উন্নয়ন সাধন করবে। চীনে স্থানীয় প্রধান তিনটি নেট প্রতিষ্ঠান আছে সিনা, সোহু এবং নেট ইজ। এই কোম্পানিগুলো বিজ্ঞাপন ভিত্তিক ব্যবসায়ে নির্ভর করতে চায় না। কারণ হচ্ছে, তারা মনে করে অন-লাইনের ব্যবসায় বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন নেই।

চীনে ২০০২ সালে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা ২৮ কোটি ৬০ লাখে উন্নীত হয়েছিল। এটা ছিল চীনাদের জন্যে আনন্দের বছর। এই সংখ্যা আমেরিকানদের দ্বিগুণ। চীনে মাল্টিমিডিয়া কোম্পানিগুলো ২০০১ সালে আয় করেছিল ২০ কোটি ডলার। ২০০৪ সালে তারা ৩ কোটি ডলার আয়ের আশা করছে।

চীনের মোবাইল ইন্টারনেট এবং ইন্টারনেট শিল্প

চীনে অন-লাইন ব্যবসায়ে উন্নতির পেছনে রয়েছে মোবাইল ফোনে অথবা অন-লাইনে গেম। এ খেলা চীনে অত্যন্ত জনপ্রিয়। ধারণা করা হচ্ছে, ২০০৭ সালে এ খাতে আয় ৫ গুণ বেড়ে ৮০ কোটি ৯০ লাখ ডলারে উন্নীত হবে। এম টোন ওয়্যারলেস কর্পো: মোবাইল ফোন গেমে ভাল আয় করেছে। গেমটি ছিল সেলফোন, ভুল যোগাযোগ এবং অবিশ্বাসের ওপর ছায়াছবি। তিন মাসের মধ্যে ৫ লাখ লোক এই গেমে অংশ নেয়। এই খেলার জনপ্রিয়তার জন্যে চীনের ইন্টারনেট শিল্প ধ্বংসের মুখে এসেও বেঁচে যায়।

ইন্টারনেট ও ই-কমার্স জগতে চীন উদীয়মান সূর্য

কিছুদিন আগেও ই-কমার্স, নেট ব্যবসায়ে চীন অনেক পিছিয়ে ছিল। কারণ ক্রেডিট কার্ড এবং পোস্টাল সার্ভিসের প্রতি চীনাদের আস্থা ছিল না। ডেংডং কোম্পানি চীনা ভাষায় মানি অর্ডার এবং নগদ অর্থে ডট কমের ব্যবসায় আরম্ভ করে। তারা নেট কার্ড বিক্রয়ের জন্যে চীনা ছেলেদের নিয়োগ করে। সাইকেল দিয়ে ছেলেরা বেজিং এবং অন্যান্য নামী দামী শহরগুলোর আনাচে কানাচে নেট সামগ্রী সরবরাহ শুরু করে। ক্রেতাগণ ডেংডংয়ের বই, সিডি, ডিভিডি ইত্যাদি ঘরে বসেই পেয়ে যাচ্ছে। ফলে তাদের ক্রেতার সংখ্যা ২০ লাখের বেশি হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে আলিবাবা ডট কমের কথা এসে যায়। এই প্রতিষ্ঠানটি অত্যন্ত সুচতুর। তারা দেখলো, আন্তর্জাতিক বাজারে চীনের হাজারো চূড়ান্ত পণ্য যেমন রান্নার মেশিনারী থেকে শুরু করে ওয়াশিং মেশিন পর্যন্ত নকল বিক্রি হচ্ছে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে আলিবাবা চীনের প্রায় ১০ লাখ কারখানার সেল্স এজেন্ট হয়ে যায়। প্রতিটি কারখানার কাছ থেকে ৫০০ ডলার জামানত গ্রহণ করে। ফলে বিশ্বের হাজার হাজার চীনা পণ্যের আমদানীকারকগণ দরপত্র সহজেই পেয়ে যাচ্ছে আলিবাবা থেকে।

(বাকী অংশ ৮০ পৃষ্ঠায়)

IMCA Showcase 2004
History of sorts in the city of Dhaka

Golap Munir

To create about history of sorts in the city of Dhaka in Bangladesh, Ingram Micro, the largest global wholesale provider of technology products and supply chain management services in the world, successfully arranged convergence of over 300 key channel partners, corporate and large end users, and some globally renowned technology vendors for a first of its kind, IMCA Technology Showcase 2004 at Hotel Sheraton on March 19, 2004. The showcase was duly graced with the participation of vendors like Maxtor, Intel, Seagate, Cisco, Microsoft, APC, Vesta, and Linksys. The gathering of the journalists and their whole day participation was also worth-mentioning.

Ingram Micro, a 'Fortune 100' company, distributes computer hardware, networking equipment and software products to nearly 170,000 resellers in more than 100 countries. The company provides its customers a broad array of solutions and services by distributing and marketing hundreds of thousands of IT products worldwide from over 1,700 suppliers.

The company was initiated in the USA in 1978 and rapidly expanded there. With the success of Ingram Micro in the USA, it expanded its valued service to the global markets. Today, Ingram Micro's four global regions, Europe, Latin America, Asia Pacific and North America offer technology procurement services, supply chain management services, and technology product distributions and marketing worldwide.

Ingram Micro's Bangladesh chief representative Indrajit Sarkar delivering the welcome speech

Ingram Micro had been always striving to bring technology closer to many people in as many countries as possible. Ingram Micro Components Asia Pte. Ltd. has embarked on an ambitious goal of taking technology closer to the people of Asia. And Ingram Micro Components Asia showcase 2004 held at Dhaka Sheraton was a part of this initiative. Not only it showcased the state of the art technology products in this event, but also it set the base for its valued partners to see and experience global technology on display, interact with the vendors and enrich them by the seminars addressed by some key speakers from abroad.

Among other programs there two technology sessions, one in the morning and other in the afternoon, which in real sense were the seminar sessions. The seminars were arranged by the participants of the IMCA Showcase 2004.

Bindu Pathak presented the Maxtor seminar. Her focus was mainly on the need of storage in our everyday life, coinciding with their theme for the show "Everyone Needs Stogage". She clearly demonstrated that from sunrise to sunset as well as in the late night hours, we are in need of storage. She also Informed that need of storage is expanding in a fast pace, and Maxtor is keeping up with it. Yogesh Kamat, Maxtor country manager for Indian subcontinent informed, through a written statement that, Maxtor has the leading position in the Bangladesh market, which is a great pleasure for them. It may be mentioned here that Maxtor's newly launched smart storage with push button back up system - 'Maxtor OneTouch' was exhibited in the show.

Seagate, the worldwide leader in the design, manufacturing and marketing of hard disc drives and the provider of products for a wide range of Enterprise, PCs, Notebooks and consumer electronics applications, showcased on this day some award-winning products including Cheetah, Barracuda, Moments and Savvio family of disc drives. In the seminar, arranged by Seagate, the presenter Sharad Srivastava said, through technology ownership, innovation, operational excellence and together integration ▶

Sandeep Aurora is delivering his speech in the seminar arranged by Intel

Seagate is going ahead along with their customers.

Intel was one of the main participants of the IMCA Showcase. Intel showcased their latest desktop and server products. A sample of the Intel Pentium 4 Processor with HT Technology built on the 90 nanometer process was on display. This version of the Intel Pentium 4 Processor features 1 MB of L2 cache memory, SSE3 Instructions, 800 MHz bus frequency, and Hyper Threading Technology, giving the user better multitasking performance, faster system responsiveness, and more performance for demanding applications. Also they displayed the current models of Intel desktop motherboards.

Besides the product showcase event, there were technology seminars from participating companies. The Intel session started in the afternoon. Sandeep Aurora, Channel Business Manager, Intel Technology India (P) Ltd. discussed the major growth opportunities coming up in 2004. He also talked about various channel programs and initiatives. Nishant Goyal, Channel Platform Manager, informed the audience about the new products and technologies from Intel. He discussed about the Intel Pentium 4 processors built on the 90 nanometer process and the platform requirements for these processors. After the seminar, a Q&A session followed. All attendees of the Intel seminar session got an attractive gift on behalf of Intel.

People visiting the platinum sponsor Maxtor's booth in the showcase

Cisco Systems, officially launched Linksys products in Bangladesh in the IMCA showcase 2004. Cisco Systems acquired Linksys last year to cater to the needs of home and SOHO segment of network users. In the Cisco seminar session, Jagdish Mahapatra, Business Development Manager of Cisco Systems India said Cisco established its presence in Bangladesh in 1998 and Cisco is looking forward now to work closely with Ingram Micro in Bangladesh.

Harish Hariharan, Business Development Manager of Microsoft, presented the Microsoft seminar. He emphasized on the use of legal software in government, education, and IT sector. He also explained the various licensing modes available for organizations of different size, and showed how to get benefits of volume licensing.

American Power Conversion, better known as APC also held a technology seminar in IMCA showcase 2004. APC has a wide range of world class UPS. These are designed to protect PCs and provide reliable backup time during power cuts. Addressing in the seminar, Debashish Banarjee, Regional Channel Manager of APC, said APC is a worldwide company with presence in 120 countries with over 15 million satisfied customers. He also informed that APC provides 2-year comprehensive warranty on all its products in Bangladesh in addition to an industry admired service policy and support system.

Indrajit Sarkar, chief representative of Ingram Micro Bangladesh and also the key person to make the event successful one, when asked to comment on the occasion, said that the event was a very successful one, and for this the very thanks should go to our business partners, as they extended their whole-hearted efforts to make it successful. Ingram Micro would keep on arranging such events where the IT resellers can meet the leading IT vendors face to face and drive benefits out of it.

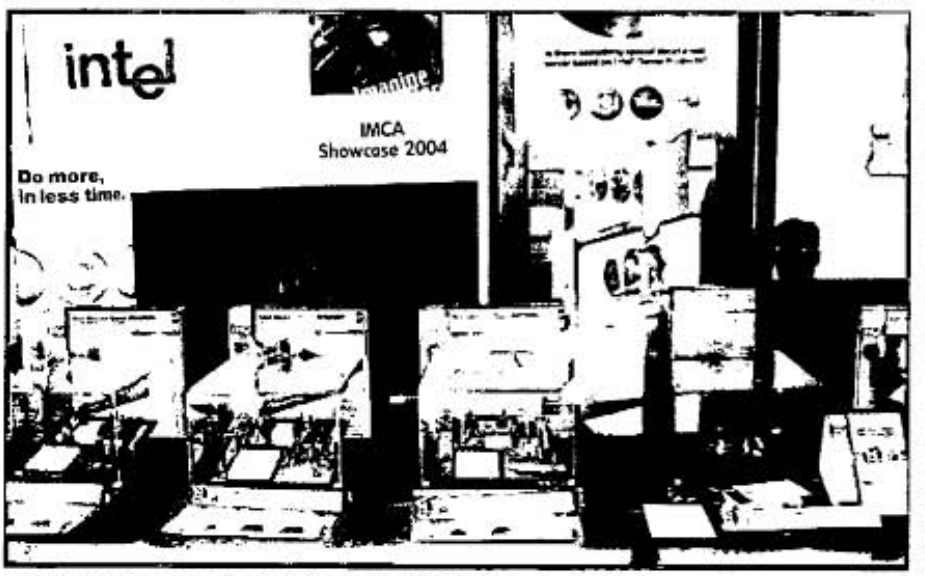

Intel's well decorated stall at the IMCA Showcase 2004

BASIS and SIPPO Opens Portal TRADO

BASIS and Swiss Import Promotion Programme (SIPPO) has officially launched a web trade portal called TRADO (www.trado.org) for Bangladesh specifically catered to ICT sector companies.

The portal will increase awareness of Bangladeshi ICT products and services, primarily to Swiss and European markets and facilitate trade between Bangladesh and European companies.

From the left: Md. Sarwar Alam, President, Bangladesh Association of Software & Information Services (BASIS), Suhel Ahmed, Secretary, Ministry of Commerce, Amir Khosru Mahmud Chowdhury, former Minister for Commerce, Jürg Casserini, Chargé d'Affaires of Switzerland, Head of the Mission and Markus Stern, Director, Swiss Import Promotion Programme (SIPPO)

The portal was inaugurated by the Minister of Commerce, Amir Khosru Mahmud Chowdhury. The program was also addressed by commerce secretary Suhel Ahmed, Charge d'Affaires of Swiss Embassy, Jürg Casserini, Markus Stern, Director SIPPO, and Sarwar Alam, President of BASIS. The ceremony was attended by a large number of ICT industry entrepreneurs.

A large number of BASIS members have already registered at TRADO. BASIS encourages other BASIS members to register themselves at the portal, and also requests non-members to contact BASIS office for details on how they may register.

SIPPO attempts to facilitate producers, manufacturers and exporters of products to export to the Swiss market with particular emphasise on quality requirements, supply chains and market access. The programme could also support the development of new products, which could have a market in Switzerland.

New Intel Motherboard Goes to the Markets

Intel Desktop Motherboard D848PMB is now available in the Bangladesh market. This feature rich motherboard is based on the Intel 848 chipset and is compatible with Intel Pentium 4 processors (1.6A, 1.8A, 2.0A, 2.20 GHz and higher) and Intel Celeron processors (2.0 GHz and higher) in the mPGA478-pin package. Other important features of the Intel Desktop board D848PMB include: supports Intel Pentium 4 processors with HT Technology, supports 400/533/800 MHz system bus, memory upgradeable up to 2 GB, AGP 8X Graphics slot, onboard audio, 2 x SATA 150 ports, 4 x Ultra ATA100 device support, 8 x USB 2.0 ports, 3 PCI slots, Intel Rapid BIOS boot for faster booting and system access.

Customers can buy systems based on the Intel D848PMB motherboard from genuine Intel dealers in Dhaka, Chittagong, Rajshahi, Rangpur, Bogra, and Sylhet.

MOZUMDER JOINS THAKRAL

Shahzaman Mozumder

Shahzaman Mozumder, Bir Protik, has joined Thakral Information Systems on March 1 as the Chief Executive Officer (CEO).

Mozumder is well known in the field of IT in Bangladesh. He started his career with IBM in 1980 and was IBM's marketing manager for Bangladesh, Nepal and Bhutan during 1991-1998. He also worked as the Chief Operating Officer of Information Solutions Limited, a distributor of Dell Computers in Bangladesh.

Mozumder, an MBA from the Institute of Business Administration of Dhaka University, during his IT career received extensive training on various IT topics.

Toshiba New Portege A100 Arrives in Bangladesh Market

The Computer Systems Division of Toshiba Singapore announced the arrival of its new ultraportable, Portege A100, the latest addition to its award winning Portege series few days back.

The new Portege A100 is specially designed for mobile business users. SOHO, students as well as individuals demanding a stylish and affordable ultraportable without compromising portability and computing power in the field. Portege A100 is a perfect choice for both business and pleasure. It not only features an attractive trendy look that guarantees memorable impression wherever life takes you, it also offers excellent portability and exceptional on-the-road performance with a formidable combination of power, multimedia and storage, all in a lightweight and highly affordable lightweight portability with enhanced performance.

The Portege A100 offers the perfect balance of multimedia features and style for both work and home use. For enhanced mobility, the system is powered by Intel CentrinoTM mobile technology featuring 1.4 GHz processing speed with integrated wireless capability, and prolonged battery life of up to 8.1 hours for increased independence. It also includes four USB 2.0 ports, a TV-out port, a Secure Digital slot and an iLink (IEEE 1394) port for connectivity to a broad range of todays peripherals as well as convenient transfer of Digital images and vedio content.

All Portege notebook computers are backed by Toshiba's extensive service and support. The new Portege A100 comes standard with a three-year parts and labor International Limited Warranty. ■

First HP lucky draw in Bangladesh
HP customers to win HP Compaq Tablet PC TC1100

HP, the worldwide leader in notebooks, number one in commercial desktop in 3Q 2003 in ASEAN and the dominant provider of technology for SMBs in Asia Pacific, has announced the launch of a lucky draw competition in appreciation of its corporate and consumer customers and reseller partners for their support on March 15 last at a local restaurant in the city. The announcement came from Rumesa Hussain, Business Development Manager, Hewlett-Packard, Bangladesh, Md. Kamrul Ahsan, CEO, Inpace Communications, Moshiur Rahman, GM, Multilink and HP premium business partners were present there on this occassion. Customers who purchase HP products (4) between 26 March and 23 April will have a chance to win a new HP Compaq Tablet PC TC1100 worth US$2,000. The HP Tablet PC Lucky Draw will see HP award five Tablet PCs to lucky winners over a five-week period.

HP channel partners will also be encouraged to participate in the lucky draw. Channel partners will be rewarded with a free HP iPAQ h5550 Pocket PC worth US$649, when their customer wins the HP Tablet PC Lucky Draw.

Susan Sim, Marketing Manager, Personal Systems Group, Hewlett-Packard said, "As an IT company committed to developing the IT infrastructure in Bangladesh, HP will continue to offer its broad range of user friendly and reliable IT products and services for consumers, SMBs and enterprises in unique and entertaining ways."

To participate in the lucky draw, HP customers simply need to register online at www.selecthp.com/bd/lucky. Participants are entitled to earn 10 chances into the lucky draw for every HP server purchased, five chances for every notebook or workstation bought, three chances for every desktop purchased, two chances for every TFT monitor purchased and one for every HP iPAQ Pocket PC purchased during the competition period.

The weekly HP Tablet PC Lucky Draw will take place every Friday, starting from 26 March and ending 23 April. After the launching of the program the consecutive weekly lucky draws will be held on March 26, April 2, April 9, April 16 and April 23.

Md. Kamrul Ahsan is briefing the partners on Lucky Draw

More information on the HP Tablet PC Lucky Draw can be found at www.selecthp.com/bd/lucky

HP Workshop held in Dhaka

HP IT Services Management Workshop was held in Dhaka on 22nd of March 2004. Diederik Howeler, a Dutch national, with an experience of 10 years in this area, conducted the training. The workshop was targeted towards the CEOs, CIOs and senior IT executives from both the public and private sector. Mr. Sandeep Singh Dhami, Business Development Manager HP Services South East Asia and Ms. Rumesa Hussain, Business Development Manager, PSG, Bangladesh was also present at the event.

HP introduced the ITSM concept in Asia way back in 1995 and now it is in Bangladesh to offer ITIL (IT Infrastructure Library) certification. HP provides real-world IT Service Management training to ensure that IT organizations have the right skills and expertise needed to enhance efficiency, increase ROI, and lay the foundation for an agile, evolving and business centric world-class IT infrastructure. ITIL certification with HP brings with it a workable framework for both Service Support and Service Delivery functions. More than 6000 companies across the world have already implemented the ITIL methodology and are reaping the benefits.

Participants at IT Service Management Executive Workshop

Advertisement Supplement

সফটওয়্যারের কারুকাজ

টুলবার থেকে ম্যাক্রো রান করা

ধরুন, আপনি বিভিন্ন এপ্লিকেশনে ম্যাক্রো তৈরি করে, সেগুলোতে মেনুর মাধ্যমে এক্সেস করেন (Tools->Macro->Macros), যা বেশ বিরক্তিকর। নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করে আপনি সরাসরি টুলবার থেকে ম্যাক্রো এক্সেস করাতে পারবেন। এ প্রক্রিয়াটি VBA সহযোগে সব অফিস এপ্লিকেশনগুলোর জন্যে এক।

* টুলবারের গ্রে বর্ণের ব্যাকগ্রাউন্ডে রাইট ক্লিক করুন এবং কনটেক্সট মেনুর Customize-এ ক্লিক করুন।

* পরবর্তী স্ক্রীনে টুলবার ট্যাবে ক্লিক করে New-তে ক্লিক করুন। এবার My Macros ডায়ালগ বক্সে নতুন আইকনের জন্যে একটি নাম এন্টার করে Ok-তে ক্লিক করুন। ফলে একটি ফাঁকা আইকন স্ক্রীনে দেখা যাবে।

* Customize-এর উইন্ডো'র পেছনে Command ট্যাবে ক্লিক করুন। এবার Categoriesর অন্তর্গত লিস্ট থেকে Macros সিলেক্ট করুন। ডান প্যানের Commands লিস্টে যতগুলো ম্যাক্রো আছে তা প্রদর্শন করবে। এবার কাঙ্ক্ষিত ম্যাক্রোতে ক্লিক করুন এবং তা ড্রাগ করে নতুন তৈরি করা আইকনে ছেড়ে দিন। আপনি ইচ্ছে করলে নাম মডিফাই করতে এবং কনটেক্সট মেনুর মাধ্যমে আইকন সংশ্লিষ্ট করতে পারবেন যখন ম্যাক্রোতে রাইট ক্লিক করবেন। প্রতিটি ম্যাক্রো'র জন্যে এ প্রক্রিয়াটি রিপিট করুন।

উল্লেখ্য: ওয়ার্ডে New Toolbar ডায়ালগ বক্সে রয়েছে অতিরিক্ত Toolbar Name। এখানে রয়েছে Make Toolbar Available to নামের আরেকটি টুলবার। অন্যসব ডকুমেন্টে এই টুলটি ব্যবহার করবেন কি-না তা এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারবেন।

অপ্রয়োজনীয় ওয়ার্ড ফিচার অপসারণ

মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ইনস্টলের সময় বেশ কিছু সংখ্যক টেম্পলেট ও উইজার্ডসহ ইনস্টল হয়, যার অধিকাংশই অনেকেরই দরকার হয় না। ওয়ার্ডের এসব প্রয়োজনাতিরিক্ত ফিচার অপসারণ করা যায় নিচে বর্ণিত ধাপগুলো অনুসরণ করে–

* Start->Settings->Control Panel-এ নেভিগেট করুন এবং Add or Remove Programs->Microsoft Office 2000 Premium-এ ক্লিক করে Change বাটনে ক্লিক করুন।

* পরবর্তীতে Add or Remove Features-এ ক্লিক করুন এবং Microsoft Word for Windows-এর পার্শ্বে + চিহ্নে ক্লিক করুন।

* Wizard and Templates লিস্ট ওপেন হবে। এবার যে অপশনটিকে নিষ্ক্রিয় করতে চান তাতে ক্লিক করুন। এখন ড্রপ ডাউন মেনু থেকে Not Available অপশনটি সিলেক্ট করুন।

* সবশেষে Update Now-এ ক্লিক করে প্রসেসকে আপডেট করুন।

তানজীম-উল-হক
ইস্কাটন, ঢাকা।

পাওয়ার পয়েন্টে প্রেজেন্টেশনের কিছু টিপস

ফন্ট সেভ করা

আপনার তৈরি করা প্রেজেন্টেশনটি যদি অন্য আরেকটি কমপিউটারে রান করতে যান, তাহলে আপনার ব্যবহৃত পছন্দের ফন্টটি না থাকলে প্রেজেন্টেশনটি দেখতে খারাপ লাগবে।

এর সমাধান হচ্ছে ফাইল থেকে সেভ-এ ক্লিক করুন। এরপর ডায়লগ বক্স থেকে টুল সেভ অপশন এবং ট্রুটাইপ ফন্ট চেক বক্সটি Enable করুন।

টুলবার কনফিগারেশন সেভ করা

কাজের সুবিধার্থে টুলবারগুলো এদিক সেদিক সরিয়ে থাকলে তা পরিবর্তন করে C:\Windows\Application data\Microsoft\Power Point\ppt.PCB-তে স্টোর হয়। তাই অন্য কোন কমপিউটারে আপনি পছন্দের সেই কনফিগারেশন পেতে চাইলে ppt.PCB ফাইলটি কপি করুন এবং উপরে উল্লেখিত লোকেশনে পেস্ট করুন।

টুল টিপসে কীবোর্ড শর্টকাটগুলো দেখা

পাওয়ার পয়েন্টে মেনু, কমান্ড এবং টুলবার বাটনের জন্যে শর্টকাট কী রয়েছে। আপনি যদি সেই কমান্ড কীগুলো দেখতে চান, তাহলে টুলস থেকে কাস্টোমাইজ-এ ক্লিক করুন। এরপর অপশন ট্যাবটিতে ক্লিক করুন এবং সবশেষে Show Shortcut Key in Screen Type চেক বক্সটি সিলেক্ট করুন।

দ্রুত কপি করা

দ্রুত কোন অবজেক্ট কপি করতে চাইলে প্রথমে কন্ট্রোল কী প্রেস করে ধরে রাখুন তারপর অবজেক্টটি ড্র্যাগ করুন।

সফট স্যাডো তৈরি করা

টেক্সটে সফট স্যাডো তৈরি করার জন্যে প্রথমে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হিসাবে সলিড কালার সিলেক্ট করুন। এরপর অবজেক্টটির একটি কপি তৈরি করুন। অবজেক্টটির ফিল কালার পরিবর্তন করে কালো রংটি সিলেক্ট করুন। এবার অবজেক্টি ১৫০% বড় করুন এবং আসল অবজেক্টটির পিছনে সেট করুন।

একাধিক ডিস্কে প্রজেক্ট সেভ

আপনার প্রজেক্টটি একাধিক ডিস্কে সেভ করতে হলে ফাইল মেনু থেকে প্যাকেট এন্ড গো সিলেক্ট করুন। সিলেক্ট করার পর একটি উইজার্ড আসবে, যা ফাইল কম্প্রেস এবং একাধিক ডিস্কে সেভ করতে সাহায্য করবে।

ফয়সাল আহমেদ
লালমাটিয়া, ঢাকা।

ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার-এর ইমেজ রিসাইজ ডিসাবেল করা

কোন ছবি ব্রাউজার উইন্ডোতে লোড করা হলে, ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার ব্রাউজার উইন্ডোতে সেই ছবিকে ফিট করার জন্যে সঙ্কুচিত করে, যা আইই-এর ডিফল্ট। অথচ আইই-এর পূর্ববর্তী ভার্সনে ইমেজকে পূর্ণ সাইজে ডিসপ্লে করতো। নিচে বর্ণিত ধাপগুলো সম্পন্ন করে আইই-৬-এ ছবিকে পূর্ণ সাইজে ব্রাউজার উইন্ডোতে ডিসপ্লে করার জন্যে সেট করা যায়।

এ কাজটি বেশ কয়েকভাবে করা যায়। কোন সিঙ্গেল ইমেজের জন্যে রিসাইজিংকে ডিসাবেল করতে চাইলে মাউস পয়েন্টারকে ইমেজের উপর নিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন; ফলে স্ক্রীনের বিপরীত দুই প্রান্তে দু'টি টুলবার দেখা যাবে। উপরের বাম প্রান্তের ইমেজকে এড়িয়ে গিয়ে নিচের ডান প্রান্তের সিঙ্গেল বাটনে ক্লিক করলে ইমেজ স্বাভাবিক সাইজে দেখা যাবে।

রিসাইজিংকে স্থায়ীভাবে ডিসাবেল করতে চাইলে নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করুন।

* Tools->Internet Options-এ ক্লিক করে Advanced-এ ক্লিক করুন।

* স্ক্রল ডাউন করতে থাকুন যতক্ষণ পর্যন্ত না Multimedia লেবেল দেখা যাবে। এ হেডিংয়ের অন্তর্গত আইটেম স্ক্যান করতে থাকুন যতক্ষণ পর্যন্ত না Enable automatic image resize চেক বক্সটি দেখা যাবে।

* এ ফিচারটিকে ডিসিলেক্ট করার জন্যে চেক বক্সে ক্লিক করে Ok-তে ক্লিক করুন।

* উপরে বর্ণিত ধাপগুলো অনুসরণ করে আবার রিসাইজিং ফিচারকে এনাবল করতে পারবেন।

তন্বী
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ, রাজশাহী।

কারুকাজ বিভাগে লেখা আহ্বান

কারুকাজ বিভাগের জন্যে প্রোগ্রাম, সফটওয়্যার টিপস্ আহ্বান করা হচ্ছে। লেখা এক কলামের মধ্যে হলে ভাল হয়। সফট কপিসহ প্রোগ্রামের সোর্স কোডের হার্ড কপি প্রতি মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে পাঠাতে হবে।

সেরা ৩টি প্রোগ্রাম/টিপ্স-এর লেখককে যথাক্রমে ১,০০০ টাকা, ৮৫০ টাকা ও ৭০০ টাকা পুরস্কার দেয়া হয়। এ ছাড়াও প্রোগ্রাম/টিপ্স মানসম্মত বিবেচিত হলে, তা প্রকাশ করে প্রচলিত হারে সম্মানী দেয়া হয়। প্রোগ্রাম/টিপ্স-এর লেখকদের নাম কমপিউটার জগৎ-এর বিসিএস কমপিউটার সিটি অফিস থেকেও জানা যাবে। পুরস্কার কমপিউটার জগৎ-এর বিসিএস কমপিউটার সিটি অফিস থেকে সংগ্রহ করতে হবে। সংগ্রহের সময় অবশ্যই পরিচয়পত্র দেখাতে হবে। এবং পুরস্কার চলতি মাসের ৩০ তারিখের মধ্যে সংগ্রহ করতে হবে।

এ সংখ্যায় প্রোগ্রাম/টিপ্স-এর জন্য ১ম, ২য় এবং ৩য় স্থান অধিকার করেছেন যথাক্রমে **তানজীম-উল-হক, ফয়সাল আহমেদ ও তন্বী।**

ইয়াহু ডট কম: একের মধ্যে অনেক সুবিধা

জাহাঙ্গীর আলম জুয়েল

অন-লাইনে যারা টুকটাক কাজ করেন, তারা ইয়াহু ডট কমের নাম শোনা মাত্রই নড়েচড়ে বসবেন। কেননা, ইন্টারনেট ব্যবহার করেন, কিন্তু ইয়াহুতে নিজের একটি মেইল একাউন্ট নেই এমনটি দুষ্কর। কিন্তু নিত্য চাপে ইয়াহু তার মেইল সার্ভিসে এখন ৬ মে.বা. এর পরিবর্তে দিচ্ছে ৪ মে.বা. স্পেস। ফলে অনেক সময় নিরুপায় হয়ে প্রতিদিনই বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফাইল কিংবা ছবি ডিলিট করতে হচ্ছে যাতে মেইল বক্স উপচে না পড়ে। কিন্তু আপনি জানেন কি ইয়াহু আপনাকে প্রতিটি মেইল একাউন্টের সাপেক্ষে আরো দিচ্ছে ৩০+৩০=৬০ মে.বা. অন-লাইন স্পেস। অবাক হচ্ছেন? হবারই কথা। বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয় এবং বিশ্বস্ত মেইল সার্ভিস প্রতিষ্ঠান অন-লাইনে ফাইল স্টোরের জন্য ৩০ মে.বা. এর ব্রিফকেস এবং ৩০ মে.বা. এর ফটো এলবাম সার্ভিস সুবিধা দিচ্ছে।

ইয়াহু গ্রুপ

ইয়াহু গ্রুপ এমন একটি ফ্রি সার্ভিস, যা আপনার পরিবার, বন্ধু-বান্ধব এবং প্রতিষ্ঠানকে ওয়েবসাইট এবং ই-মেইলের মাধ্যমে একটি একক প্লাটফরমে অন্তর্ভুক্ত করে। একই মনন এবং ধারণার একাধিক ব্যক্তির মাঝে যোগাযোগের একটি অন-লাইন মাধ্যম এটি। ইয়াহু গ্রুপে একটি মাত্র মেইলের মাধ্যমে সেই গ্রুপের হাজারো ব্যক্তির মেইল এড্রেস স্পর্শ করা যায়। অন-লাইনে বর্তমানে লক্ষাধিক গ্রুপ রয়েছে, যেখানে আপনি পাবেন সহজ, প্রাইভেসি প্রটেক্টেড এবং স্প্যাম প্রটেক্টেড এনভায়রনমেন্ট। ইয়াহু গ্রুপ মেম্বার এবং মডারেটর উভয়ের জন্যই ফ্রী। তবে এই সার্ভিস এড সাপোর্টেড এবং অংশত স্পন্সরড ফলে প্রতিটি মেইল মেসেজে জুড়ে দেয়া হয় ছোট্ট এডভার্টাইজমেন্ট।

যেভাবে নতুন গ্রুপ স্টার্ট করবেন: প্রথমেই সিদ্ধান্ত নিন নতুন একটি গ্রুপ তৈরির আসলেই কোন প্রয়োজন আছে কি-না। কেননা, অন-লাইনে হাজারো গ্রুপ রয়েছে, যার একটিতে আপনি চাইলে যুক্ত হতে পারবেন। ইয়াহুর ডিরেক্টরী সার্চ করুন এবং দেখুন আপনার পছন্দের সাথে সম্পৃক্ত কোন গ্রুপ পাওয়া যায় কি-না।

কিন্তু যদি মনে করেন যে, একটি নতুন গ্রুপ তৈরি করবেন এবং মডারেটরের দায়িত্ব পালন করবেন, তাহলে খুব সহজে ইয়াহুতে নতুন গ্রুপ তৈরি করতে পারবেন। শুধু ইয়াহু গ্রুপ পেজ থেকে Start a Group বাটনে ক্লিক করুন। এরপর ইয়াহু কয়েকটি সহজ ধাপে আপনার গ্রুপ তৈরিতে সর্বাত্মক সাহায্য করবে। তবে প্রতিটি গ্রুপকে ক্যাটাগরিতে ভাগ করতে হয়। তাই গ্রুপ ডিরেক্টরী ঘেটে দেখুন, কোন ক্যাটাগরি আপনার গ্রুপের জন্য মানানসই। ইয়াহু কিছুদিনের মধ্যেই আপনার গ্রুপটিকে তাদের ডিরেক্টরিতে অন্তর্ভুক্ত করে নিবে।

ইয়াহু গ্রুপ একাউন্ট সেট-আপ: যে কোন ইয়াহু গ্রুপে নিজেকে যুক্ত করার প্রথম শর্ত হলো, নিজের একটি ইয়াহু আইডি থাকা। যদি না থাকে, তবে আজই ফ্রী ই-মেইল একাউন্টে আপনার নাম এন্ট্রি করুন। ইয়াহু মেম্বাররা নিচের ধাপ অনুসরণ করুন-

ইয়াহু গ্রুপ পেজের রেজিস্ট্রেশন লিঙ্কে ক্লিক করুন। রেজিস্ট্রেশন ফর্মের যাবতীয় তথ্য লিপিবদ্ধ করুন এবং নিচের Submit This Form বাটনে ক্লিক করলে মেম্বারশীপের নিশ্চয়তা দিয়ে একটি ই-মেইল আপনার মেইল একাউন্টে পাঠাবে। তবে, ইয়াহু আইডি এবং পাসওয়ার্ড অবশ্যই মনে রাখবেন, নতুবা গ্রুপে ঢুকতে পারবেন না।

ই-মেইল লিস্টকে ইয়াহু গ্রুপে ট্রান্সফার: এ কাজটি বেশ সহজ। তবে এজন্য প্রয়োজনীয় সব মেইল লিস্ট একত্র করে একটি টেক্সট লিস্ট আকারে একের পর এক লাইনে লিখুন।

ইয়াহুতে লগইন করুন: নতুন গ্রুপের মেম্বার সেকশনে ক্লিক করুন এবং Invite Members বা Add Members লিঙ্কে ক্লিক করুন। এরপর এক এক করে লিস্টের সব মেইল এড্রেসকে গ্রুপে অন্তর্ভুক্ত করুন।

ইয়াহু গ্রুপ থেকে মুক্তির উপায়: অনেক সময় কোন গ্রুপে অপ্রয়োজনীয় মেইল আদান প্রদান কিংবা বিভিন্ন কারণে আনসাবস্ক্রাইব অপশন প্রয়োজন হতে পারে। নির্দিষ্ট মেইল গ্রুপ থেকে বেরিয়ে আসতে চাইলে ইয়াহু থেকে মাইগ্রুপ পেজে ক্লিক করুন। পেজটির Edit My Groups লিঙ্কে ক্লিক করুন। গ্রুপটিকে সিলেক্ট করুন এবং তার ডান পাশে চেকবক্সে ক্লিক করুন এবং Save Changes বাটনে ক্লিক করুন। সবশেষে Ok-তে ক্লিক করলে গ্রুপটিকে আর আপনার গ্রুপ পেজে দেখা যাবে না।

ইয়াহু ব্রিফকেস কী?

ইয়াহু ব্রিফকেস হলো একটি টুল যার সাহায্যে অন-লাইনে ফাইল স্টোর করা যায় এবং পরে যে কোন স্থান থেকে তা এক্সেস করা যায়। সহজ কথায় একে কমপিউটারের অতিরিক্ত ড্রাইভ হিসেবে কল্পনা করতে পারেন। এটি ব্যবহার করে পরিবার, বন্ধু এবং সহকর্মীদের মাঝে ফাইল শেয়ার করতে পারবেন। ইয়াহু প্রাথমিকভাবে ৩০ মে.বা. স্টোরেজ সুবিধা দেয়। ফাইল সংরক্ষণের জন্য ৩০ মে.বা. বেশ বড় জায়গা।

কীভাবে ব্রিফকেসে এক্সেস করবেন: ইয়াহু ব্রিফকেসে এক্সেস করতে আপনার ব্রাউজারে টাইপ করুন http://briefcase.yahoo.com/। তবে ব্রিফকেস ব্যবহার করতে হলে আপনাকে অবশ্যই ইয়াহুর মেম্বার হতে হবে অর্থাৎ ইয়াহুতে একটি মেইল একাউন্টের স্বত্বাধিকারী হতে হবে। ইয়াহুতে নির্দিষ্ট লগইন নেম এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ করুন। আপনি চাইলে আপনার পরিবার, বন্ধু-বান্ধব কিংবা সহকর্মীরাও এই ব্রিফকেস ব্যবহার করতে পারবে। ধরা যাক, একজন ইউজারের মেইল এড্রেস হলো ফয়সাল১০১। সেক্ষেত্রে তার ব্রিফকেস এড্রেস হবে http://briefcase.yahoo.com/Faisal101। এই এড্রেসে লগ করে পরিচিতরা ফাইল শেয়ার করতে পারবেন। ব্রিফকেস খুলতে আরো সহজ একটি পথ হলো মাই ইয়াহুর ("http://my.yahoo.com/" http://my.yahoo.com/) পেজে ভিউ ব্রিফকেস বাটনে ক্লিক করুন।

নতুন ফোল্ডার তৈরি: ব্রিফকেসের প্রথম পেজে ফোল্ডার লিস্ট থেকে ক্রিয়েট ফোল্ডার বাটনে ক্লিক করুন। এবার পছন্দের একটি নাম দিন এবং নিচের যেকোন তিনটি হতে শেয়ারিং লেভেল চিহ্নিত করুন।

প্রাইভেট: শুধু আপনিই এ ফোল্ডারের কনটেন্টে এক্সেস করতে পারবেন।

পাবলিক: যে কেউ এ ফোল্ডার এবং এর কনটেন্টে এক্সেস করতে পারবে।

ফেন্ডস: শুধু নির্দিষ্ট কিছু বন্ধু এ ফোল্ডারে এক্সেস করতে পারবে। ▶

ফোল্ডার লিস্টে ফোল্ডারের নামের পাশে এডিট বাটনে ক্লিক করে যেকোন সময়ে ফোল্ডারের এক্সেস লেভেল পরিবর্তন করা যায়।

ফাইল ট্রান্সফার: এক ফোল্ডার থেকে অন্য ফোল্ডারে ফাইল ট্রান্সফার করতে নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করুন-

যে ফাইলটিকে সরাবেন সে ফোল্ডার পেজে ক্লিক করুন। ফোল্ডারের নির্দিষ্ট ফাইলের বাম পাশে চেক বক্সে ক্লিক করে সিলেক্ট করুন। এবার ফাইল লিস্টের মুভ বাটনে ক্লিক করুন।

যে ফোল্ডারে ফাইলটি সরাবেন তা একই উপায়ে সিলেক্ট করুন এবং মুভ বাটনে ক্লিক করুন। পরের পেজের কনফার্ম মুভ বাটনে ক্লিক করে নতুন লোকেশনে ফাইল ট্রান্সফার নিশ্চিত করুন। আবার কোন ফাইল নির্দিষ্ট ঠিকানায় সরাসরি মেইল করার সুবিধাও রয়েছে। যে ফাইলটিকে বন্ধুর ঠিকানায় মেইল করবেন তার পাশে চেকবক্সে ক্লিক করে সিলেক্ট করুন। এবার পেজটির নিচে ই-মেইল বাটনে ক্লিক করুন। পরের পেজে যে ঠিকানায় মেইল করবেন তার এড্রেস লিখুন এবং ওকে চাপুন।

ফাইল আপলোড করবেন কীভাবে: অনলাইন স্টোরেজ বা ব্রিফকেসে ফাইল কিংবা ফটো আপলোড করতে নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করুন-

ফোল্ডার লিস্ট থেকে এড ফাইল লিঙ্কে ক্লিক করুন। এরপর এড ফাইল পেজে ফাইল টাইপ সিলেক্ট করুন। প্রয়োজনে একাধিক ফাইল (এক সাথে সর্বোচ্চ ৬টি) আপলোড করা সম্ভব। এখন ব্রাউজ বাটনে ক্লিক করে লোকাল কমপিউটার থেকে নির্দিষ্ট ফাইল সিলেক্ট করে ওকে চাপুন। শেষে আপলোড বাটনে ক্লিক করে অন-লাইনে পৌঁছে দেন কাঙ্ক্ষিত ফাইলটি।

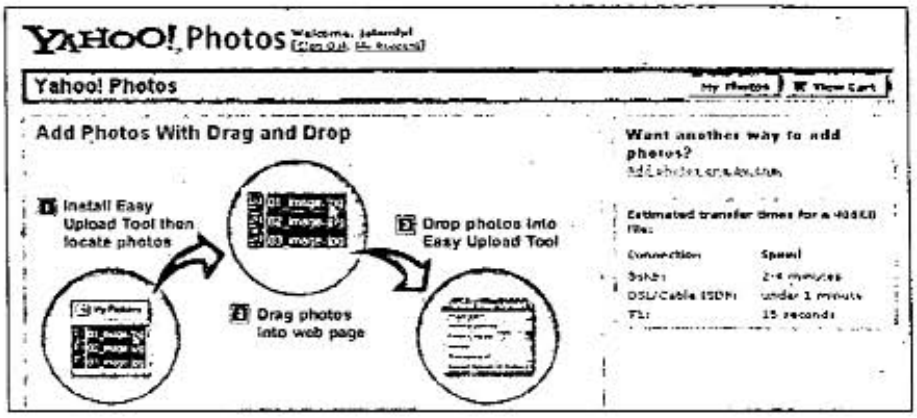

ইয়াহু ফটো এলবাম

২০০৩ সালের আগস্ট মাসে ইয়াহু ব্রিফকেস এবং ফটো এলবাম এ দুটি সার্ভিসকে পৃথক করা হয়। ব্যক্তিগত কিংবা প্রয়োজনীয় যেকোন ছবি অনলাইনে স্টোর করার জন্যে ইয়াহু ৩০ মে.বা. জায়গা ফ্রী দেয়। আর বাকি সব ফাইল স্টোর করার জন্যে রয়েছে ৩০ মে.বা.-এর ব্রিফকেস। অবশ্য নগদ অর্থের বিনিময়ে যারা ইয়াহুর প্রিমিয়াম স্টোরেজ কাস্টমার হবেন, তারা পাবেন ৫০০ মে.বা. ফটো এলবাম এবং ৫০০ মে.বা. সাইজের ব্রিফকেস। তবে ইয়াহুর ফটো অপশনে শুধু JPEG ফাইল আপলোড করতে পারবেন। GIF ফাইল আপলোড করতে হলে ইয়াহু ব্রিফকেসে করতে হবে। এখানে আরেকটি বিষয় জানা প্রয়োজন তাহলো– ব্রিফকেস এবং ফটো এলবাম সার্ভিস দুটি পৃথক হওয়ায় ব্রিফকেস দিয়ে যেমন ফটো এলবাম-এ এক্সেস করতে পারবেন না তেমনি ফটো সার্ভিসের মাধ্যমে ব্রিফকেসের ফাইল এক্সেস করতে পারবেন না। নতুন সার্ভিস ব্যবস্থায় ফটো এলবামে কোন সাবফোল্ডার তৈরি করা যাবে না।

Full Range of Power UPS for your Computers / Fax / PABX / Server

Stand by Modified Sine Wave UPS
ISO-9001 Certified
Brand : KING POWER, Taiwan
Capacity : AS-1 KVA – 2 KVA
Stabilizer : Built-in, pf : 0.6 lagging

Line Interactive Pure Sine Wave UPS
ISO-9001 Certified
Brand : KING POWER, Taiwan
Capacity : SS-1 KVA – 5 KVA
Stabilizer : Built-in, pf : 0.6 lagging

True on Line Pure Sine Wave UPS
ISO-9001 Certified
Brand : CELL POWER, Taiwan
Capacity : S-1 KVA – 3 KVA
Stabilizer : Built-in, pf : 0.7 lagging

True on Line Pure Sine Wave UPS
ISO-9002 Certified
Brand : JET POWER, Taiwan
Capacity : SF-1 KVA – 3 KVA
Stabilizer : Built-in, pf : 0.7 lagging

Modified Sine Wave UPS
ISO-9001 Certified
Brand : KING POWER, Taiwan
Capacity : SI-300, 300 VA for 1 PC
Stabilizer : Built-in, pf : 0.6 lagging

Modified Sine Wave UPS
ISO-9001 Certified
Brand : KING POWER, Taiwan
Capacity : 400 VA for 1 PC
Stabilizer : Built-in, pf : 0.6 lagging

Modified Sine Wave UPS
ISO-9001 Certified
Brand : CELL POWER, Taiwan
Capacity : 600 VA / 1000 VA
Stabilizer : Built-in, pf : 0.6 lagging

IPS for Light / Fan / TV / VCR
Brand : ALPHA
Capacity : 550VA-1550VA
House wiring not necessary

alpha
Alpha Technologies Ltd.
Service & Distribution : 95/KA Pisciculture H.S.
Ground Floor, Block-KA, Shamoli
Dhaka-1207, Bangladesh.
Phone : 8121206, 9139996, 9140003
Fax : 880-2-8116369
Mobile : 011-029958
E-mail : contact@alphatech-ltd.com
Web : http://www.alphatech-ltd.com
Importer & Distributor Scince - 1997

কর্পোরেট ওয়ানে টিসিপি/আইপি

নূর আফরোজা খুরশীদ

ধরুন, বড় কোন কোম্পানির প্রধান অফিস বা হেডকোয়ার্টার ঢাকায় অবস্থিত। ঢাকার বাইরে রয়েছে তাদের কারখানা ও শাখা অফিসগুলো। ফ্যাক্টরি ও শাখা অফিসগুলো যখন হেডকোয়ার্টারের ডাটাবেজ সার্ভার ও ইআরপি (ERP-Enterprise Resource Planning) সিস্টেমে এক্সেস করতে চাইবে, তখন কীভাবে তারা সিস্টেমে এক্সেস নেবে? এক্ষেত্রে তাদের যোগাযোগ রক্ষা হবে ওয়ান প্রোভাইডার কর্তৃক সরবরাহ করা ফিক্সড লাইন ও টিসিপি/আইপি প্রটোকল ব্যবহারের মাধ্যমে। এখানে উল্লেখ করা ভালো, বর্তমানে বেশিরভাগ ল্যান ও ওয়ানে স্ট্যান্ডার্ড প্রটোকল হিসেবে টিসিপি/আইপি ব্যবহার করা হয়। বিশেষ করে ওয়ানের মাধ্যমে যখন দূরবর্তী একাধিক অবস্থানের নেটওয়ার্ক বা ল্যান সংযুক্ত করার প্রয়োজন পড়ে, তখন টিসিপি/আইপি'র কোন বিকল্প থাকে না।

এ ব্যবস্থায় হেডকোয়ার্টার ও রিমোট অফিস উভয় প্রান্তেই দরকার হবে গেটওয়ে বা রাউটার সেটআপের। এখানে রাউটারের মাধ্যমে ওয়ান সেটআপ ১ নং চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো। প্রধান অফিসে থাকবে মেইন ফ্রেম কমপিউটার, যা অত্যন্ত শক্তিশালী এবং দামি। আমরা ধরে নিচ্ছি, এ মেইন ফ্রেম কমপিউটারেই আছে ইআরপি সিস্টেম। এছাড়া হেডকোয়ার্টারে অন্যান্য সার্ভার, যেমন- ওয়েব সার্ভার, মেইল সার্ভার ইত্যাদিও থাকতে পারে।

এখানে দেখা যাচ্ছে হেডকোয়ার্টারে তিনটি সার্ভার যার আইপি এড্রেসগুলো হচ্ছে যথাক্রমে ১৯২.১৬৮.২.২, ১৯২.১৬৮.২.৩ এবং ১৯২.১৬৮.২.৪। এসব সার্ভারই ইন্টারনেটের মাধ্যমে ল্যানের সাথে যুক্ত আছে। ইথারনেট আবার যুক্ত হয়েছে রাউটারের সাথে। এর আইপি এড্রেস হচ্ছে ১৯২.১৬৮.২.১। হেডকোয়ার্টারের প্রতিটি কমপিউটারকে বলে দিতে হবে, তারা এ রাউটারের মাধ্যমে ওয়ান

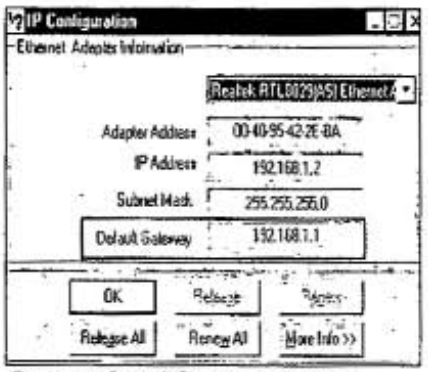

চিত্র-২: সার্ভারে আইপি এড্রেস সেট আপ

প্রোভাইডারের সাথে যুক্ত হবে। এ কারণে হেডকোয়ার্টারের প্রতিটি কমপিউটারের ডিফল্ট গেটওয়ে এড্রেস হিসেবে ১৯২.১৬৮.২.১ দেখানো হয়েছে। চিত্র-২ এ সেটআপটি দেখানো হলো।

রাউটার এড্রেস ম্যানুয়ালি অথবা ডিএইচসিপি সার্ভিসের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেট করা যায়। আপনি যদি উইন্ডোজ ৯৫/৯৮/মিলেনিয়াম প্লাটফর্মে কাজ করেন, তবে ডস মোডে winipcfg লিখুন। আর উইন্ডোজ এনটি বা ২০০০ সার্ভারের ক্ষেত্রে ipconfig লিখে আইপি এড্রেস পরীক্ষা করে দেখুন।

এখন রিমোট বা শাখা অফিসের মেশিন এবং হেডকোয়ার্টারের মেশিনের সংযোগ পরীক্ষা করতে ডস মোডে (c:\) গিয়ে ping machine address কমান্ড ব্যবহার করুন। এ বিষয় ৩ নং চিত্রে দেখানো হয়েছে। ওয়ানের মাধ্যমে হেডকোয়ার্টারে অবস্থিত কোন এনটি সার্ভারে পূর্ণ এক্সেস নিতে হলে আপনাকে হয় WINS সার্ভার সেটআপ অথবা LMHOSTS ব্যবহার করতে হবে।

যদি ইন্টারনেট গেটওয়ের মাধ্যমে সংযুক্ত হোন, তবে হেডকোয়ার্টারের সাথে সংযোগ পরীক্ষার সময় আপনি যতবারই ping কমান্ড ব্যবহার করে সংযোগ পরীক্ষা করতে যাবেন দেখবেন, সংযোগ ঐ সময় স্থাপিত হয়নি। কারণ এক্ষেত্রে উভয় গেটওয়ে (ওয়ান প্রোভাইডার গেটওয়ে ও ইন্টারনেট গেটওয়ে)-এর মধ্যে আইপি কনফ্লিক্ট সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ সংযোগ স্থাপনের জন্য যথার্থ আইপি এড্রেস বা

চিত্র-৩: পিং কমান্ডের ফলাফল

মেশিন খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়নি। তবে এ সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায় কি?

উক্ত সমস্যা সমাধানের জন্য Start মেনু থেকে Run-এ গিয়ে winipcfg লিখে ডায়ালআপ সংযোগের (মডেমের মাধ্যমে) আইপি এড্রেস পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এ ধরনের সংযোগকে বলা হয় PPP-পয়েন্ট টু পয়েন্ট প্রটোকল (Point to Point Protocol) সংযোগ। এখানে ইন্টারনেট সংযোগের জন্য অতিরিক্ত গেটওয়ে এড্রেসও দেখা যাবে। এখন রিমোট মেশিনগুলো ইন্টারনেট গেটওয়ে হয়ে হেডকোয়ার্টারের মেশিনের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে পারবে। যখন ইন্টারনেটে সংযুক্ত হবেন তখন আপনাকে মাল্টিপল বা একের অধিক

চিত্র-৪: Route ADD কমান্ডের ব্যবহার

রাউটার route ADD কমান্ড ব্যবহার করে (চিত্র-৪) কনফিগার করে নিতে হবে। এক্ষেত্রে আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, কোন গেটওয়ে হয়ে হেডকোয়ার্টারের সাথে যুক্ত হতে চান। চিত্র-৪ এ দেখা যাচ্ছে হেডকোয়ার্টারের সাথে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের জন্য ১৯২.১৬৮.১.১ গেটওয়ে এড্রেস ব্যবহার করা হচ্ছে অন্য সব যোগাযোগ স্থাপিত হচ্ছে ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে নির্দিষ্ট করা গেটওয়ের মাধ্যমে।

পুরো নেটওয়ার্ক সিস্টেমে যে দুইটি গেটওয়ে ব্যবহার করা হয়েছে, তাতে যোগাযোগের সময় দু'ধরনের অপশন আপনাকে দেবে। এগুলো

(বাকী অংশ ৮০ পৃষ্ঠায়)

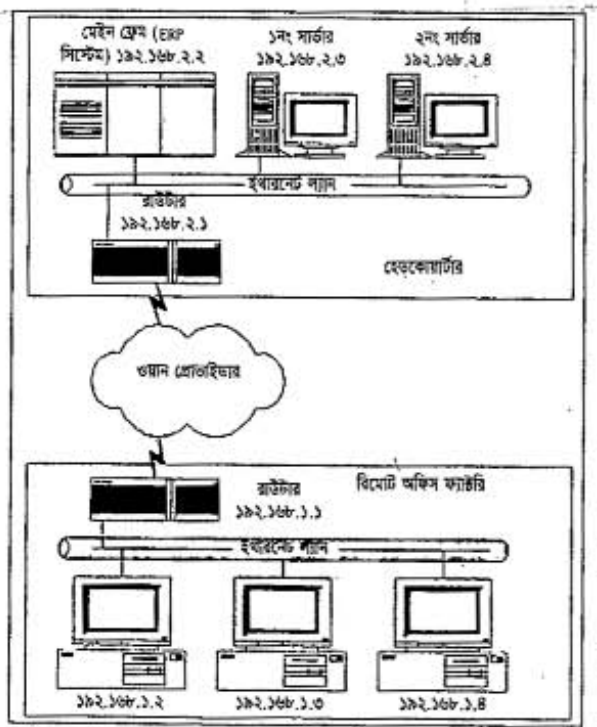

চিত্র-১ : টিসিপি আইপি'র সাহায্যে ওয়ান সংযোগ

SQL ডাটাবেজ Attach/Detach/Drop

মো: জুয়েল ইসলাম
j_islamus@yahoo.com

SQL সার্ভার একটি বিশাল ডাটাবেজ এ নিয়ে কোন সন্দেহ নেই। যদি কেউ ডাটাবেজ হিসাবে SQL সার্ভার ব্যবহার করে তার জন্য একটি বড় সমস্যা হচ্ছে ব্যবহারকারীর পিসিতে তা সেটআপ করা। এবার যে, প্রজেক্টটি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এতে তার সমাধান দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। মোট তিনটি প্রজেক্টের মাধ্যমে সমাধান দেয়া হলো।

প্রজেক্ট-১

এই প্রজেক্টে আমরা ব্যবহার করবো SQLDMO.DLL অবজেক্ট। এই প্রজেক্টে যে সব রেফারেন্স ও কম্পোনেন্ট ব্যবহার করবো তা নিম্নরূপ

Reference:
- Microsoft SQLDMO object library

Component:
Text box
- txtDatabaseName
- txtName
- txtPath

Command button:
- cmdGetPath
- DisconnectDb
- ConnectDb

Common dialog
- dlgCommon

ফর্মটি ডিজাইন মোড চিত্র-১-এর মতো দেখাবে। এবার ফর্মের কোড Window-তে গিয়ে জেনারেল ডিক্লারেশনে লিখুন–

চিত্র-১

```
Public MyServer As New SQLDMO.SQLServer
```

এবার ফর্মের লোড ইভেন্টে লিখতে হবে–

```
Private Sub Form_Load()
  txtDatabaseName.Text = ""
  txtName.Text = ""
  txtPath.Text = ""
  ' for this example, lets just look at the .mdf files - main database file
  With dlgCommon
    .Filter = "SQL Database Files(*.mdf)|*.mdf"
    .FilterIndex = 2
    .DefaultExt = ".mdf"
  End With
  ' you will need to specify either local - or your proper sql server name
  MyServer.Connect "(local)", "sa", ""
End Sub
```

ফর্মে যে তিনটি কমান্ড বাটন নেয়া হয়েছে তাদের ক্লিক ইভেন্টে লিখতে হবে–

```
'Code for cmdGetPath button
Private Sub cmdGetPath_Click()
  dlgCommon.ShowOpen
  'MsgBox dlgCommon.FileName
  txtPath.Text = dlgCommon.FileName
End Sub
```

উপরের কোড লিখলে .mdf ফাইলটি যে পাথে আছে তা txtpath টেক্সবক্সে দেখাবে।

```
Private Sub ConnectDb_Click()
  On Error GoTo ServerErr
  Dim result As String
  Dim shortname As String
  Dim slength As Integer
  shortname = Trim(txtPath.Text)
  MyServer.Pause
  result = MyServer.AttachDB(Trim(txtName.Text), shortname)
  Debug.Print result
  ' MsgBox "Database sucessfully attached", vbOKOnly, "Operation Complete"
  MyServer.Continue
  txtName.Text = ""
  txtPath.Text = ""
  ' just in case vb gets to excited...
  Exit Sub
ServerErr:
  MsgBox "Operation Failed..." & vbCrLf & Err.Description, vbOKOnly, "Result"
  txtDatabaseName.Text = ""
End Sub
```

উপরের কোডের কাজ হলো SQL সার্ভারের সাথে ডাটাবেজের কানেকশন স্থাপন করা।

```
Private Sub DisconnectDb_Click()
  ' for caching the inevitable error
  On Error GoTo ServerErr
  Dim result As String
  Dim DatabaseName As String
  'It is not required to pause the database to do a detach... but it is
  ' safer - to prevent strange operations from happening
  MyServer.Pause
  DatabaseName = txtDatabaseName.Text
  result = MyServer.DetachDB(DatabaseName, True)
  ' this displays some sql server return messages
  'Debug.Print result
  MsgBox "Database sucessfully detached", vbOKOnly, "Operation Complete"
  txtDatabaseName.Text = ""
  ' resume the server
  MyServer.Continue
  ' just in case vb might want to print the server error...
  Exit Sub
ServerErr:
  MsgBox "Operation Failed..." & vbCrLf & Err.Description, vbOKOnly, "Result"
  txtDatabaseName.Text = ""
End Sub
```

উপরের কোডের কাজ হলো ডাটাবেজকে SQL সার্ভার থেকে ডিসকানেক্ট করা।

```
'Code for form unload event
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
  ' clear our connection and release the resources
  MyServer.DisConnect
  Set MyServer = Nothing
End Sub
```

এই প্রজেক্টের মাধ্যমে আমরা যে কোন SQL ডাটাবেজকে connect/Disconnect করতে পারবো।

প্রজেক্ট-২

এবার যে প্রজেক্টটি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এতে ADODB ব্যবহার করা হয়েছে। এতে যে সব কম্পোনেন্ট ও রেফারেন্স ব্যবহার করা হয়েছে তা হলো–

Reference:
- Microsoft ActiveX data object 2.6 library

Component:
Level
- lblSQLServer

Text box
- txtDatabaseName
- txtDataFile
- txtLogFile

Command button:
- cmdConnect
- cmdBrowseDataFile
- cmdBrowseLogFile
- cmdAttach
- cmdExit

Common dialog
- cdlBrowse

ফর্মটি চিত্র-২-এর মতো করে সাজাতে হবে। ফর্মের জেনারেলটি ডিক্লারেশনে ও বিভিন্ন কন্ট্রোলের ইভেন্টে যে কোড লিখতে হবে তা

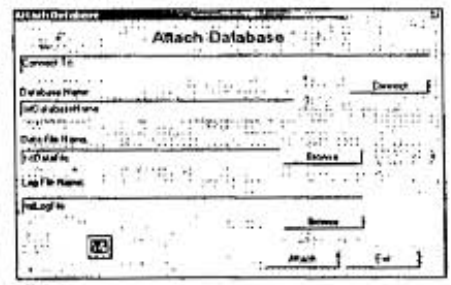

চিত্র-২

হলো–

```
Option Explicit
Dim ConnectionString As String
Dim conn As ADODB.Connection
Dim UDL As Object
Dim SQLStatement As String
Private Sub Form_Load()
  txtDatabaseName.Text = ""
  txtDataFile.Text = ""
  txtLogFile.Text = ""
End Sub
```

নিচের কোডের কাজ হলো ডাটাবেজের সাথে কানেকশন করার পর যে কানেকশন সেটিং হয় তা প্রদান।

```
Private Sub cmdConnect_Click()
  On Error GoTo ErrHandler
  Set UDL = CreateObject("DataLinks")
  ConnectionString = UDL.PromptNew
  Set UDL = Nothing
  lblSQLServer.Caption = "Connect To:" & Right(ConnectionString, Len(ConnectionString) - InStrRev(ConnectionString, "="))
ErrHandler:
  Exit Sub
```

```
End Sub
```

নিচের mdf ও ldf ফাইলের পাথ দেখানো, ডাটাবেজ Attach করার কোডটি লেখা হয়েছে।

```
Private Sub cmdBrowseDataFile_Click()
   FileOpen "mdf", txtDataFile
   txtLogFile.Text = Replace(Replace(txtDataFile.Text,
"_Data", "_Log"), ".MDF", ".LDF")
End Sub

Private Sub cmdBrowseLogFile_Click()
   FileOpen "ldf", txtLogFile
End Sub

Private Sub cmdAttach_Click()
   If ConnectionString = "" Then
      MsgBox "Please provide a connection to the server.",
vbExclamation, "Need A Connection"
      cmdConnect_Click
      Exit Sub
   End If
   If txtDatabaseName.Text = "" Then
      MsgBox "Please provide a name for this database.",
vbExclamation, "Need A Name"
      txtDatabaseName.SetFocus
      Exit Sub
   End If
   If txtDataFile.Text = "" Then
      MsgBox "Please provide a data file for this database.",
vbExclamation, "Need A File"
      txtDataFile.SetFocus
      Exit Sub
   End If
   If txtLogFile.Text = "" Then
      MsgBox "Please provide a log file for this database.",
vbExclamation, "Need A File"
      txtLogFile.SetFocus
      Exit Sub
   End If

   SQLStatement = "sp_attach_db" & vbCrLf _
      & vbTab & "@dbname = " & txtDatabaseName.Text & ","
& vbCrLf _
      & vbTab & "@filename1 = '" & txtDataFile.Text & "'," &
vbCrLf _
      & vbTab & "@filename2 = '" & txtLogFile.Text & "'"
   Set conn = New ADODB.Connection
   With conn
      .ConnectionString = ConnectionString
      .Open
      .Execute SQLStatement
      .Close
   End With
   Set conn = Nothing

   MsgBox "Database Attached.", vbOKOnly, "Done"
   txtDatabaseName.Text = ""
   txtDataFile.Text = ""
   txtLogFile.Text = ""
End Sub

Private Sub cmdExit_Click()
   End
End Sub

Private Sub FileOpen(FileType As String, FileTextBox As
TextBox)
   On Error GoTo ErrHandler
   Select Case FileType
      Case "mdf"
         cdlBrowse.Filter = "Primary Data File (*.mdf)|*.mdf"
      Case "ldf"
         cdlBrowse.Filter = "Log File (*.ldf)|*.ldf"
   End Select
   cdlBrowse.ShowOpen
   FileTextBox.Text = cdlBrowse.FileName
   Exit Sub

ErrHandler:
   Exit Sub
End Sub
```

চিত্র-২ লক্ষ করুন। কোড লেখা হয়ে গেলে প্রথমে connect বাটনে ক্লিক করতে হবে। এতে করে DataLink প্রোপার্টি আসবে যেটি দেখতে চিত্র-৩-এর মতো দেখাবে। এখানে প্রথমে প্রোভাইডার সিলেক্ট করে "Next>>" বাটনে ক্লিক করতে হবে। এরপর Connection অপশনে 1...

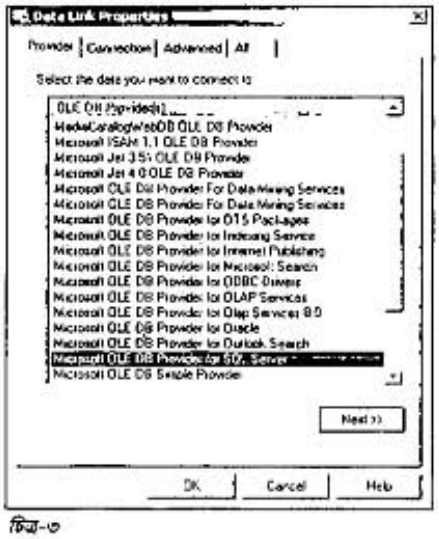

চিত্র-৩

কম্ব বক্সে SQL সার্ভার যে নামে রেজিস্টার করা আছে সেই নাম দিতে হবে। 2...... SQL সার্ভার যদি Windows authentication হয় তাহলে, প্রথমটি অন্যথায় পরেরটি সিলেক্ট করে User Name ঘরে sa লিখে Test connection বাটনে ক্লিক করে Ok করুন। এরপর Database Name ঘরে ডাটাবেজের নাম, প্রথম Browse বাটনে ক্লিক করে .MDF ফাইলের পাথ দেখিয়ে দিন এবং Attack বাটনে ক্লিক করলেই আপনার ডাটাবেজটি SQL সার্ভারে কানেক্ট হয়ে যাবে।

প্রজেক্ট-৩

এ প্রজেক্টেও SQLDMO ব্যবহার করবো তবে একটু ভিন্নভাবে। এই প্রজেক্টের মাধ্যমে আমরা ডাটাবেজকে Attach/Detach ও Drop করতে পারবো। নিচের কম্পোনেন্টগুলো একটি নতুন প্রজেক্ট ওপেন করে কোন ফর্মে এড করুন। রেফারেন্স প্রজেক্ট-১ কে অনুসরণ করুন।

Reference:
- Microsoft SQLDMO object library

Component:

Text box
- txtDBName
- txtServer
- txtLogin
- txtPassword

Command button:
- btnStart
- btnClose

Drive List Box
- Drives

Dir List Box
- Folders

File List Box
- Files

option Button
- optMode(0-2)

এখানে তিনটি অপশন বাটন ব্যবহার করা হয়েছে এবং এ গুলো Array।

এবার ফর্মের জেনারেল ডিক্লারেশন ও বিভিন্ন কম্পোনেন্টের বিভিন্ন ইভেন্টে যে সব কোড লিখতে হবে তাহলো–

```
'Code for general declaration
Option Explicit
Private LastServer As String

Private Sub btnClose_Click()
   Unload Me
End Sub
```

নিচের কোডটি কাজ করবে অপশন বাটনের সিলেক্টের উপর।

```
Private Sub btnStart_Click()
   On Error GoTo Errrr
   btnStart.Enabled = False

   Dim mdfFile As String
   Dim ldfFile As String
   Dim Ret As String

   If Right(Folders.Path, 1) = "\" Then
      mdfFile = Folders.Path & txtDBName.Text & ".mdf"
      ldfFile = Folders.Path & txtDBName.Text & ".ldf"
   Else
      mdfFile = Folders.Path & "\" & txtDBName.Text & ".mdf"
      ldfFile = Folders.Path & "\" & txtDBName.Text & ".ldf"
   End If

   If optMode(0).Value = True Then
      If Dir(mdfFile) = "" Or Dir(ldfFile) = "" Then
         Dim mSg As String
         mSg = "Either:" & vbCrLf & vbCrLf
         mSg = mSg & mdfFile & vbCrLf
         mSg = mSg & "or" & vbCrLf
         mSg = mSg & mdfFile & vbCrLf & vbCrLf
          mSg = mSg & "Cannot be found, this function is can-
celled."
            MsgBox mSg, vbExclamation + vbOKOnly, "Missing
files"
         GoTo Errr_Exit
      End If

      Ret = RemoveReadOnlyFlag(mdfFile)
      If Ret <> "" Then
          MsgBox "Failed to remove read-only flag from: " &
mdfFile & vbCrLf & vbCrLf & Ret & vbCrLf & vbCrLf &
"Operation Cancelled.", vbCritical + vbOKOnly
         GoTo Errr_Exit
      End If

      Ret = RemoveReadOnlyFlag(ldfFile)
      If Ret <> "" Then
          MsgBox "Failed to remove read-only flag from: " &
ldfFile & vbCrLf & vbCrLf & Ret & vbCrLf & vbCrLf & "Operation
Cancelled.", vbCritical + vbOKOnly
         GoTo Errr_Exit
      End If
   End If

   If optMode(2).Value = True Then
      If MsgBox("This will drop database: " & txtDBName.Text
& ", local ldf&mdf files will be removed as well. Do you want
to continue?", vbExclamation + vbYesNo) = vbNo Then
         GoTo Errr_Exit
      End If
   End If

   'START

   Dim OsvRoot As Object, SQLServer As String, RetString As
String
   Set OsvRoot = CreateObject("SQLDMO.SQLServer")
   SQLServer = txtServer.Text
   If chkLocal.Value = 1 Then SQLServer = "(local)"
            OsvRoot.Connect   SQLServer,   txtLogin.Text,
txtPassword.Text

   Select Case btnStart.Caption
      Case "&Attach"
       RetString = OsvRoot.AttachDB(txtDBName.Text, mdfFile
& "," & ldfFile)
         If InStr(RetString, "Successfully") = 0 Then
                 MsgBox "Attach failed: " & txtDBName.Text,
vbExclamation + vbOKOnly, "Attach"
         Else
            MsgBox "Attachment successful.", vbInformation +
vbOKOnly, "Attach"
         End If
         'Debug.Print "Attach: " & RetString
      Case "&Detach"
         RetString = OsvRoot.DetachDB(txtDBName.Text, True)
         If InStr(RetString, "Successfully") = 0 Then
                 MsgBox "Detach failed: " & txtDBName.Text,
vbExclamation + vbOKOnly, "Detach"
         Else
            MsgBox "Detachment successful.", vbInformation +
vbOKOnly, "Detach"
         End If
         'Debug.Print "Detach: " & RetString
```

```
    Case "&Drop"
        OsvRoot.ExecuteImmediate "DROP DATABASE " & txtDBName.Text
        MsgBox "Drop successful.", vbInformation + vbOKOnly, "Drop"
    End Select

Errr_Exit:
    On Error Resume Next

    OsvRoot.DisConnect
    Set OsvRoot = Nothing

    btnStart.Enabled = True
    Exit Sub
Errrr:
    Dim ErrDesc As String

    'refresh listing
    Files.Refresh

    If Left(Err.Description, 47) = "[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]" Then
        ErrDesc = Right(Err.Description, Len(Err.Description) - 47)
    Else
        ErrDesc = Err.Description
    End If

    MsgBox "Error: " & Err.Number & vbCrLf & vbCrLf & ErrDesc, vbCritical + vbOKOnly, "Error"
    Resume Errr_Exit
End Sub

Private Sub chkLocal_Click()
    If chkLocal.Value = 1 Then
        LastServer = txtServer.Text
        txtServer.Text = "(local)"
        txtServer.Enabled = False
    Else
        txtServer.Text = LastServer
        txtServer.Enabled = True
    End If
End Sub
```

```
Private Sub Drives_Change()
On Error Resume Next
    Folders.Path = Drives.Drive
End Sub

Private Sub Files_Click()
    If Files.ListIndex >= 0 Then
        Dim strDB As String
        Dim fName As String

        strDB = Files.List(Files.ListIndex)
        strDB = Left(strDB, Len(strDB) - 4)

        txtDBName = strDB
    End If
End Sub
```

ফার্মে যে DirListBox নেয়া হয়েছে তার change ইভেন্টে লিখুন।

```
Private Sub Folders_Change()
    Files.Path = Folders.Path
End Sub
```

ফার্মের লোড ইভেন্টে উপরের সাব প্রসিডিউরটি call করা হয়েছে।

```
Private Sub Form_Load()
    Folders_Change
End Sub

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
    End
End Sub
```

অপশন বাটনের ক্লিক ইভেন্টে নিচের কোড লিখতে হবে। এর কাজ হলো btnstart কমান্ড বাটনের ক্যাপশন পরিবর্তন করা। এর উপর ভিত্তি করেই ডাটাবেজ Attach/Detuch বা Drop হবে।

```
Private Sub optMode_Click(Index As Integer)
    Select Case Index
        Case 0
            btnStart.Caption = "&Attach"

        Case 1
            btnStart.Caption = "&Detach"

        Case 2
            btnStart.Caption = "&Drop"
    End Select
End Sub
```

নিচের ফাংশনটির কাজ হলো ফাইলটি যদি Read only থাকে তাহলে তা পরিবর্তিত করা। এই ফাংশন ব্যবহার হয়েছে উপরের btnstart বাটনের ক্লিক ইভেন্টে।

```
Private Function RemoveReadOnlyFlag(fName As String) As String
On Error GoTo ErrCheck
    'get readonly flag
    Dim FileIsReadOnly As Boolean, Attr As Integer

    Attr = GetAttr(fName)
    FileIsReadOnly = IIf((Attr And vbReadOnly) = vbReadOnly, True, False)

    If FileIsReadOnly Then
        SetAttr fName, vbArchive
    End If

ErrExit:
    Exit Function

ErrCheck:
    RemoveReadOnlyFlag = Err.Number & ":" & Err.Description
End Function
```

আশা করি, উপরের তিনটি প্রজেক্টই আপনাদের সামান্য হলেও সমস্যার সমাধান দিয়েছে। এর পরে যদি দেখেন সমস্যা হয় জানালে আরও সমাধান দেয়ার চেষ্টা করবো।

বাংলায় কম্পিউটারের আরও ৩টি নতুন বই

বাংলাদেশ ও ভারতের সকল সম্ভ্রান্ত বইয়ের দোকানে খোঁজ করুন।

ই-মেইল, ব্রাউজিং, চ্যাটিং, ওয়েব পেজ এর জন্য সহজ সরল ভাষায় লেখা ডাউনলোডিং কৌশলসহ সবধরণের দেশী-বিদেশী ওয়েবসাইটের ঠিকানার বই **মাষ্টারিং ইন্টারনেট** পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৫৭৬, মূল্য সিডিছাড়া ১৮০, সিডিসহ ২৩০টাকা মাত্র।

লেখক : মোঃ ওমর ফয়সাল

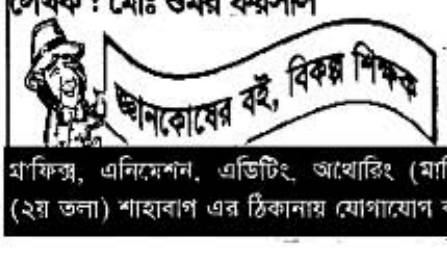

প্রকাশক : জ্ঞানকোষ প্রকাশনী
৩৮/২ ক, বাংলাবাজার ঢাকা।
ফোন: 7118443

বাজারে সদ্য আসা ইমেজ এডিট,এনিমেশন এবং ওয়েব পেজ তৈরীর জন্য বিখ্যাত সফ্টওয়ার **এডোবি ফটোশপ ৮ ও ৭** (ইমেজ রেডিসহ) এর উপর লেখা ৫০টি প্রোজেক্ট এবং সিডিসহ। মূল্য সিডিসহ ৩০০ টাকা, সিডিছাড়া ২৫০ টাকা পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৭৮।

লেখক : বাপ্পি আশরাফ

মডেলিং, এনিমেশন এবং ইফেক্টস এর জন্য
3DStudio Max 6 & 5
& Character Studio 4.2
সরল ভাষায় লেখা প্রোজেক্টভিত্তিক বইটিতে প্রোজেক্ট সংখ্যা ৪৫টি পৃষ্ঠা সংখ্যা-৫১৬, সাইজ-বড়, মূল্য সিডিসহ-৪৩০/=

লেখক -মৌসুমী আক্তার

গ্রাফিক্স, এনিমেশন, এডিটিং, অথোরিং (মাল্টিমিডিয়া) অথবা প্রোগ্রামিং-এ উৎসাহীরা, নোভা কম্পিউটার, ৫০ আজিজ সুপার মার্কেট (২য় তলা) শাহাবাগ এর ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন। লেখক নিজে ঘরোয়া পরিবেশে ক্লাস নিয়ে থাকেন। ফোন - ৮৬১৬৫৭১

কমপিউটার গেম ডিজাইনিংয়ের ১২ ধাপ

সামিউর রহমান

যারা কমপিউটার গেম ডেভেলপার হতে চান, তাদের জন্যে যেমন রয়েছে প্রচুর সুযোগ, ঠিক তেমনই তাদেরকে মুখোমুখি হতে হবে প্রচুর চ্যালেঞ্জের। একজন সফল গেম ডেভেলপার হতে গেলে শুধু প্রোগ্রামিংয়ে দক্ষ হলেই চলবে না। গেমটি গেমারদের কাছে জনপ্রিয়তা পাবে কি-না, সে বিষয়ে আপনাকে হতে হবে পুরোপুরি সচেতন এবং সে অনুযায়ী অগ্রসর হতে হবে। সব সময় মাথায় রাখতে হবে, আপনি যতোই কষ্ট করে এবং দক্ষতা ও স্বকীয়তার পরিচয় দিয়ে কোন গেম ডেভেলপ করুন না কেন, সে বিষয়ে গেমারদের কোন মাথা ব্যথা নেই। তাদের একমাত্র বিবেচ্য বিষয় গেমটির আবেদন। মানুষ কমপিউটার গেম খেলে আনন্দ পাওয়ার জন্যে। কোন গেম খেলে যদি কেউ মজাই না পায়, তবে সেটি যতোই শ্রম দিয়ে বানানো হোক না কেন, তার সবই ব্যার্থ। যেমন এস্টার দা ম্যাট্রিক্স গেমটি। প্রচুর শ্রম ও অর্থ খরচ করে গেমটি ডেভেলপ করা হয়েছিল। এমনকি গেমের কিছু ভিডিও ক্লিপ্সের জন্যে আলাদা শ্যুটিং হয়েছিল। কিন্তু সে তুলনায় গেমটি ছিল ফ্লপ। আবার প্রিন্স অফ পার্সিয়া'র কথা ধরুন। খুবই সহজ লজিক ও জটিল প্রোগ্রামিংয়ের কোন কারুকাজ ছাড়াই গেমটি ডেভেলপ করা হয়। অথচ পিসি গেমের ইতিহাসে সবচেয়ে জনপ্রিয় গেমগুলোর একটি প্রিন্স অফ পার্সিয়া। এ থেকে বোঝা যায়, গেম ডেভেলপ করতে গেলে গেম ডিজাইনিংয়ের ওপর কতটুকু গুরুত্ব দিতে হবে। গেম ডিজাইনিংয়ে কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করা সম্ভব নয়। এটি সহজাত। আপনার মধ্যে সৃজনশীলতা থাকতে হবে। অভিজ্ঞতা লাভের মাধ্যমে এ ব্যাপারে আরও দক্ষ হতে পারবেন। তাই গেমারদের সহায়তার লক্ষ্যে গেম ডিজাইনের ১৪টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধাপ, নিয়ে নিচে আলোচনা করা হলো :

০১. সাধারণ গেম ডিজাইন: বাজারের সবচেয়ে জনপ্রিয় গেমগুলোতে হয়তো দৃষ্টিনন্দন গ্রাফিক্স কিংবা জটিল কিছু প্লট রয়েছে, কিন্তু গেমের মূল প্লট অবশ্যই অত্যন্ত সাধারণ। গেমের মূল উদ্দেশ্যটি হতে হবে যথেষ্ট সাদাসিধা। যেমন, পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাও, কিংবা সব ক'টি নেকড়েকে মেরে শেষ কর, এ ধরনের।

০২. পরিচ্ছন্ন ও বোধগম্য যোগাযোগ: গেমারকে কী করতে হবে এবং কীভাবে করতে হবে, সে সম্পর্কে যেন সে খুব সহজেই অবগত হতে পারে, সে ব্যাপারটি মাথায় রাখতে হবে। এক্ষেত্রে গেমের ভিডিও ক্লিপ বিশেষ ভূমিকা পালন করে, যদি সেটি এডভেঞ্চার গেম হয়। তাছাড়া গেমের অন্যান্য চরিত্রগুলো যখন গেমারকে কোন কথা বলবে, তার ভাষা হতে হবে খুবই স্পষ্ট। ব্যাপারটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, গেমার যদি যোগাযোগ স্থাপন করতে সামান্য বিরক্ত হয়, তবে সে গেমটি ছেড়ে উঠে যাবে।

০৩. যথাযথভাবে পাজল বিন্যাস করা: একশন কিংবা আরকেড, যে কোন ধরনের গেমের মধ্যেই যথেষ্ট পরিমাণে পাজল থাকে। পাজলগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করে তাদের নির্দিষ্ট শাখায় ভাগ করুন, যাতে গেমাররা লক্ষ্যহীনভাবে এক পাজল থেকে অন্যটিতে যেতে বাধ্য না হন। তাছাড়া নমনীয়তাও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এডভেঞ্চার গেমে প্রতিটি পাজল সমাধান করার একাধিক পথ রাখুন, যাতে গেমার প্রতিবার একইভাবে খেলতে গিয়ে একঘেয়েমিতে না ভোগেন। আর লক্ষ রাখবেন, গেমের প্রতিটি পাজল যেন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হয়।

০৪. পাজলগুলোর সমন্বয় সাধন: গেমের পাজলগুলোকে প্রথম দিকে যথেষ্ট সহজ রাখুন। এরপর ধীরে ধীরে কঠিন করুন। তবে এক্ষেত্রে খেয়াল রাখুন জটিলতার মাত্রা যেন একটি নির্দিষ্ট হারে বাড়ানো হয়। কোন জটিল পাজল সমাধানের পর তাৎক্ষণিকভাবে আরেকটি জটিল পাজল না দিয়ে দুয়েকটি সহজ পাজল দিন। কারণ, জটিল সমস্যা সমাধানের পর গেমারদের মধ্যে যে প্রশান্তি আসে, তা সঙ্গে সঙ্গে চলে যেতে দেবেন না। এর ফলে অবচেতনভাবেই গেমটির প্রতি তাদের আকর্ষণ আরো বেড়ে যাবে।

০৫. লজিক ও বৈজ্ঞানিক সূত্রের বিচ্যুতি না ঘটানো: গেমের পারিপার্শ্বিকতা যেনো বাস্তব জগতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় সেদিকে খেয়াল রাখুন। গেমটি যতো বাস্তবসম্মত হবে, ততো বেশি গেমার আকৃষ্ট হবে। তাছাড়া গেমের চারপাশের তথ্যগুলো বাস্তব জগতের সাথে মিলিয়ে রাখুন। যেমন, ম্যারাথন রেসের গেম ডেভেলপ করলে দূরত্ব নির্দিষ্ট করুন ২৬ মাইল, ৫০ মাইল নয়।

০৬. গেম যথাসম্ভব বর্ণনামূলক করা: একটি গেম আসলে কোন সিনেমা বা গল্পের মতো। এখানে দৃশ্যের পটভূমি বর্ণনা অত্যন্ত কার্যকর। ধরুন, আপনি শান্তিবাহিনীর কাহিনী নিয়ে গেম বানাচ্ছেন। তাহলে 'আপনি একটি পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন' এর পরিবর্তে বলুন 'আপনি তাজিংডং পাহাড়ের ২০০০ ফুট উচ্চতায় দাঁড়িয়ে আছেন।' এগুলো ছোটখাটো ব্যাপার হলেও গেমারদের আকর্ষণ বাড়াতে বেশ কার্যকরী।

০৭. গেমারকে জেতার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি: সবাই জয়ী হতে পছন্দ করে। তাই গেমটিকে এমনভাবে ডেভেলপ করুন, যাতে গেমারের জেতার সম্ভাবনা থাকে অর্ধেকের বেশি। অতি জটিল গেমে থাকে সমাধানের প্রায় অযোগ্য লেভেল। সেটি সুন্দর কাহিনী এবং উচুমানের গ্রাফিক্স সমৃদ্ধ হলেও অচিরেই গেমাররা তাতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে। কোন লেভেল সমাধানে গেমারকে যেন অতিমাত্রায় মাথা খাটাতে না হয় সেটি খেয়াল রাখুন। মানুষ সাধারণত অবসর সময়ে গেম খেলে। তাই গেমের পরিবেশ একটি গেমের মতোই রাখুন। গেম দিয়ে শুধু মানুষের আই কিউ পরীক্ষার যন্ত্র বানানোর প্রয়োজন নেই। যখন কোন পাজল তৈরি করবেন, সেটি নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করতে হবে, সে ব্যাপারে গেমারকে যথাসম্ভব আভাস-ইঙ্গিত দিয়ে দিন। গেমাররা কোন ভুল কাজ করলে এরর মেসেজের ব্যবস্থা রাখুন। এডভেঞ্চার গেমের আকর্ষণ বাড়াতে র‍্যান্ডম ইভেন্ট বেশ কার্যকর।

০৮. প্রতি ধাপে পুরস্কারের ব্যবস্থা করা: কোন লেভেল শেষে পুরস্কারের ব্যবস্থা করলে সেটি গেমারদের উৎসাহ আরো বাড়িয়ে দেয়। তখন আর কিছু না হোক পরবর্তী পর্বে কী পুরস্কার রয়েছে সে আগ্রহে সে গেমটি খেলবে। এ ক্ষেত্রে কান বিশেষ বস্তু বা শক্তি পুরস্কার হিসেবে দেয়া যায়। কমান্ডো গেমে প্রতি পর্ব শেষে আর্মি র‍্যাংকিং-এ পদোন্নতি ঘটানোর ব্যবস্থাটি ছিল একটি চমৎকার সংযোজন।

০৯. অতি সরলীকরণ থেকে বিরত থাকুন: যদি দেখা যায়, একটি গেম খুব সহজেই শেষ করা যায়, তাহলে অচিরেই সেটি জনপ্রিয়তা হারাবে। যেমন, 'রবিনহুড' অত্যন্ত চমৎকার গেম হলেও গেমটি এতই সহজ হয়ে গিয়েছে, যার জন্যে তা আশানুরূপ সাড়া জাগাতে পারেনি। গেমারদের মৃত্যুর অভিজ্ঞতা লাভ করতে দিন। যেনো জেতাটা তাদের কাছে একটি কৃতিত্বের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। একেবারেই কোন চ্যালেঞ্জ না থাকলে সে গেম খেলে সাধারণত আনন্দ পাওয়া যায় না।

১০. গল্পের প্রতি মনযোগী হওয়া: পাজল সমাধান আকর্ষণীয়, কিন্তু কোন এডভেঞ্চার গেমের মূল ভিত্তি হবে অবশ্যই গল্প। লক্ষ্যহীন পাজল সমাধান করতে না দিয়ে এমনভাবে সেগুলো করতে দিন, যেনো তাদের সাথে কাহিনী এগিয়ে যায়। কাহিনী যেনো কখনো ঝুলে না পড়ে কিংবা সরল না হয়ে যায়। সে জন্যে গল্পের মাঝখানে কোন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার জন্ম দিন কিংবা নতুন কোন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চরিত্রের সৃষ্টি করুন। লক্ষ রাখুন, গেমার যেনো নিজেকে কাহিনীর একটি অংশ হিসেবে মনে করতে সক্ষম হয়। গেমের ভূমিকা ও উপসংহার বেশ জরুরি। ভূমিকা হতে হবে তীব্র যেন শুরুতেই গেমার যথেষ্ট উত্তেজনা লাভে সমর্থ হয়। উপসংহার অবশ্যই এমন হতে হবে যেন গেমটি শেষ করে একজন মনে করে সে সত্যিই কিছু অর্জন করেছে। শুধু Congratulations, you win! দিয়ে গেম শেষ করবেন না।

১১. গেমারের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে গুরুত্ব দেয়া: এমনভাবে সম্পূর্ণ গেম ডেভেলপ করবেন না, যেখানে গেমের অগ্রযাত্রায় গেমারের কোন ভূমিকা নেই। সে জন্যে এক পর্ব থেকে অন্য পর্বে যাওয়ার সময় একাধিক অপশন রাখুন।

১২. সহজ, বাহুল্যবর্জিত ও কার্যকর ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট: এডভেঞ্চার গেমে ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেখানে গেমারের বহনযোগ্য আইটেমের সংখ্যা সীমিত। তাই বিশাল ইনভেন্টরি লিস্ট বানিয়ে গেমারকে ঝামেলায় ফেলবেন না। আর সব সময় প্রতিটি ইনভেন্টরি সম্পর্কে গেমারকে যথাসম্ভব তথ্য দিন অর্থাৎ কোনটি কী কাজ করে এসব। কোন নির্দিষ্ট স্থানে বা মিশনের জন্যে কোন ইনভেন্টরিগুলো প্রয়োজন সে সম্পর্কে গেমারকে সচেতন করুন। কজ

ম্যাক্রোমিডিয়া ফ্ল্যাশ এমএক্স প্রফেশনাল ২০০৪

নিজে তৈরি করুন মাল্টিমিডিয়া সিডি

এম এম রহমান মাকসুদ
maqsood@flashmail.com

মাল্টিমিডিয়া কী: খুব সাধারণভাবে বলা যায়, মাল্টিমিডিয়া হচ্ছে অনেকগুলো মিডিয়ার সমন্বয়, যেখানে রয়েছে অডিও, ভিডিও, টেক্সট, ইমেজ এবং এনিমেশন। আর এই সবগুলো মিডিয়া একত্রিত করে নির্দিষ্ট কোন কিছু করাই হচ্ছে মাল্টিমিডিয়া। প্রথমে আমাদের জানা প্রয়োজন উপরোক্ত মিডিয়াগুলোর জন্য কোন কোন সফটওয়্যার উল্লেখযোগ্য

অডিও বা সাউন্ড: সাউন্ড এডিটিং সফটওয়্যারের মধ্যে সাউন্ড ফোর্জ এবং কুল এডিট প্রো উল্লেখযোগ্য।

ভিডিও বা মুভি: ভিডিও এডিটিং সফটওয়্যারের মধ্যে এডোবি প্রিমিয়ার, এডোবি আফটার ইফেক্ট, মায়া, থ্রীডি ষ্টুডিও ম্যাক্স উল্লেখযোগ্য।

টেক্সট: টাইপ করার জন্যে বেছে নিতে পারেন মাইক্রোসফট এম এস ওয়ার্ড। অথবা (বাংলা টাইপ করার জন্য) ম্যাক্রোমিডিয়া ফ্রী হ্যান্ড।

ইমেজ বা পিকচার: ছবি বা ইমেজ এডিটিংয়ের জন্যে এডোবি ফটোশপ অথবা ম্যাক্রোমিডিয়া ফায়ারওয়ার্কস উল্লেখযোগ্য। এছাড়া পেইন্ট সপ প্রোও আপনি ব্যবহার করতে পারেন।

এনিমেশন: টুডি এনিমেশনের জন্য ম্যাক্রোমিডিয়া ফ্ল্যাশ, থ্রীডি এনিমেশনের জন্য থ্রীডি ষ্টুডিও ম্যাক্স, ইমেজ এনিমেশনের জন্য ইউলিড জিআইএফ এনিমেটর উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ব্যানার বা টাইটেল এনিমেশনের জন্য ওয়াইল্ড ফরম এসডব্লিওএফএক্স, ইউলিড কুল থ্রী ডি অথবা গোল্ডসীল এফএলএএক্সও আপনি ব্যবহার করতে পারেন।

এই সবগুলো মিডিয়া একত্রিত করার জন্য কোন্ প্লাটফর্মটি বেছে নেবেন, তা আপনাকে নির্ধারণ করতে হবে। যদি প্রফেশনাল হয়ে থাকেন, তাহলে অবশ্যই আপনাকে এমন একটি সফটওয়্যার বা প্লাটফর্ম বেছে নিতে হবে, যেখানে সময় কম লাগে এবং সব কিছুই পরিপূর্ণভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব। আর এক্ষেত্রে আপনি নির্দ্বিধায় বেছে নিতে পারেন ম্যাক্রোমিডিয়া ফ্ল্যাশ এমএক্স প্রফেশনাল ২০০৪।

সম্প্রতি বিশ্বের ২ কোটি লাইসেন্সধারী ইউজারের কাছ থেকে ব্যাপক সাড়া পেয়েছে ম্যাকক্রোমিডিয়া ফ্ল্যাশ এবং বর্তমানে ফ্ল্যাশ-এর দু'টি সংস্করণ সমাদৃত বিশ্বের মাল্টিমিডিয়া এবং ওয়েব ডেভলোপারদের কাছে। এ দুটি সংস্করণ হচ্ছে ফ্ল্যাশ এমএক্স ২০০৪ এবং ফ্ল্যাশ এমএক্স প্রফেশনাল ২০০৪।

ফ্ল্যাশ এমএক্স ২০০৪: ওয়েব ডেভেলপারদের জন্য এটি একটি পরিপূর্ণ প্লাটফর্ম মাল্টিমিডিয়া। যেখানে খুব সহজেই সমন্বয় করা যায় (অডিও, ভিডিও, বিটম্যাপ, ভেক্টরস, টেক্সট এবং ডাটা) প্রয়োজনীয় সব উপাদান।

ফ্ল্যাশ এমএক্স প্রফেশনাল ২০০৪: ওয়েব ডেভেলপারদের জন্য এটি মূলত অগ্রসর মাল্টিমিডিয়া। ফ্ল্যাশ এমএক্স ২০০৪-এর সবগুলো ফিচার নিয়েই ফ্ল্যাশ এমএক্স প্রফেশনাল ২০০৪। এছাড়া রয়েছে বেশ কিছু শক্তিশালী টুল। উল্লেখযোগ্য, এক্সটার্নাল স্ক্রিপ্টিং ফাইল, হ্যান্ডেলিং ডায়নামিক ডাটা, কম্পোনেন্ট প্যারামিটার, স্লাইড প্রেজেন্টেশন, ফর্ম এপ্লিকেশন, একশন স্ক্রিপ্ট কমিউনিকেশন ফাইল, জাভা স্ক্রিপ্ট ফাইল।

কী শিখবো: এখানে আমরা শিখবো কীভাবে ম্যাক্রোমিডিয়া ফ্ল্যাশ এমএক্স প্রফেশনাল ২০০৪ ব্যবহার করে অডিও, ভিডিও, টেক্সট, ইমেজ এবং এনিমেশন ইত্যাদি সবগুলো মিডিয়ার সমন্বয় করে একটি পরিপূর্ণ exe ফাইল তৈরি করা যায়।

প্রজেক্ট রিকোয়ারমেন্টস: প্রথমে কমপিউটারের ডেস্কটপে মাই প্রজেক্ট নামে একটি ফোল্ডার তৈরি করুন। ফোল্ডারে আপনার অডিও, ভিডিও, টেক্সট, ইমেজ এবং এনিমেশনের ফাইলগুলো রাখুন।

অডিও: যে অডিও ফাইলটিকে আপনি প্রজেক্টের ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ড হিসেবে ব্যবহার করতে চান। ফ্ল্যাশে আপনি এমপিথ্রী, এআইএফ অথবা ওয়েব ফরম্যাটের যে কোন সাউন্ড ব্যবহার করতে পারবেন। ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ড হিসেবে কোন সাউন্ড ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সাউন্ডের সময় পরিধি কম হওয়াই ভাল। কেননা ফ্ল্যাশে যে কোন সাউন্ড লুপ আকারে ব্যবহার করা যায়।

ভিডিও: ফ্ল্যাশ এমএক্স প্রফেশনাল ২০০৪-এ ভিডিও মানেই এফএলভি ফাইল। এফএলভি হচ্ছে ফ্ল্যাশ ভিডিও। আর আপনি যদি ম্যাক্রোমিডিয়া ফ্ল্যাশ এমএক্স প্রফেশনাল ২০০৪ রেজিস্টার্ড ভার্সন ব্যবহার করেন, তাহলে পাবেন ফ্ল্যাশ ভিডিও এক্সপোর্টার নামে একটি অতিরিক্ত টুল। এ টুলটি ব্যবহার করে এভিআই, এমপিজি, এমপিইজি, এমওভি (কুইক টাইম), এসডব্লিওএফ (ফ্ল্যাশ ফাইল) এর যে কোন ফাইলকে এফএলভি ফাইলে কনভার্ট করতে পারবেন। আর এ প্রজেক্টে আমরা দেখবো, কীভাবে ফ্ল্যাশে কোন স্ক্রীপ্টিং ছাড়াই এফএলভি (ফ্ল্যাশ ভিডিও) চালানো যায়।

টেক্সট: আপনার প্রজেক্টটি যদি ইংরেজি ভার্সনে হয়, তাহলে আপনাকে অন্য কোন টুলের

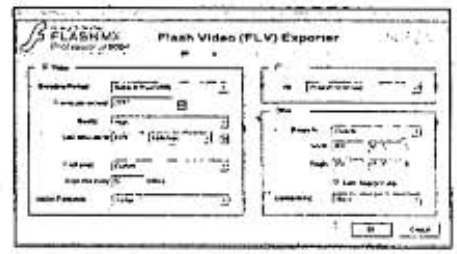

ওপর নির্ভর করতে হবে না। কেননা, ফ্ল্যাশ এমএক্স প্রফেশনাল ২০০৪-এ রয়েছে শক্তিশালী স্পেল চেকার। আর আপনার প্রজেক্টটি যদি বাংলা ভার্সনের হয়, তাহলে ম্যাক্রোমিডিয়া ফ্রী হ্যান্ড ব্যবহার করতে পারেন। কেননা এমএসওয়ার্ড থেকে কোন যুক্তাক্ষরের বাংলা শব্দ (যেমন; পরীক্ষা, ইচ্ছা, কমপিউটার ইত্যাদি) ফ্ল্যাশে (কপি-পেস্ট করে) আনলে, সেই যুক্তাক্ষরের শব্দটি ভেঙ্গে যায়। কিন্তু ম্যাক্রোমিডিয়া ফ্রী হ্যান্ড থেকে আনলে যুক্তাক্ষরে কোন সমস্যা হয় না।

ইমেজ: আপনার প্রজেক্টে যেই ইমেজটি ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে ব্যবহার করতে চান, সেই ইমেজটি পিএনজি, জেপিইজি অথবা বিএমপি ফরম্যাটের হলে ফ্ল্যাশে ভাল আউটপুট পাওয়া যায়। এছাড়া আপনি টিআইএফ, টিজিএ ফরম্যাটের ইমেজ ও ফ্ল্যাশে ব্যবহার করতে পারেন। তবে পিএনজি ফরম্যাটের ফাইল ফ্ল্যাশে ব্যবহার করা ভাল।

এনিমেশন: ব্যানার বা টাইটেল এনিমেশনের জন্যে আপনি ফ্ল্যাশের থার্ড পার্টি এনিমেশনের টুল ওয়াইল্ড ফরম এসডব্লিওএফএক্স, ইউলিড কুল থ্রীডি অথবা গোল্ডসীল এফএলএএক্স ব্যবহার করে খুব সহজেই যে কোন ব্যানার বা টাইটেল তৈরি করতে পারবেন। এছাড়া ফ্ল্যাশে বসেই তৈরি করতে পারবেন নয়নমুগ্ধকর সব এনিমেশন। এনিমেশনের জন্য এসডব্লিওএফ ফাইল ফরম্যাট ফ্ল্যাশে ব্যবহার করা সুবিধাজনক। এছাড়া আপনি এনিমেটেড জিআইএফ ফাইলও ফ্ল্যাশে ব্যবহার করতে পারেন।

ফাইল সাইজ এবং ফ্রেম রেট নির্ধারণ করা

ম্যাক্রোমিডিয়া ফ্ল্যাশ এমএক্স প্রফেশনাল ২০০৪ ওপেন করার সাথে সাথেই আপনি পাবেন আনটাইটেল্ড ওয়ান নামে একটি ফাইল। প্রথমেই আপনাকে ফাইলটির সাইজ বা ▶

প্রোপার্টিজ নির্ধারণ করতে হবে। এজন্য Modify মেনু থেকে Document অপশনে ক্লিক করতে হবে অথবা কীবোর্ড থেকে Ctrl+J প্রেস করতে পারেন। ডকুমেন্ট প্রোপার্টিজ ডায়লগ বক্স ওপেন হবে। এখানে Dimensions-এর width বক্সে ৮০০ এবং Height বক্সে ৬০০ টাইপ

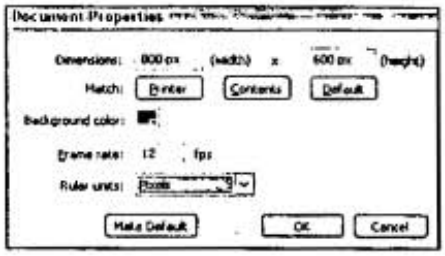

করুন এবং Frame rate ৩০ টাইপ করে OK বাটনে ক্লিক করুন। তারপর ফাইলটি সেভ করুন ডেস্কটপের মাই প্রজেক্ট ফোল্ডারে my project নামে।

ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ ইম্পোর্ট করা

ফাইলটি সেভ করার পর আপনাকে ইমেজটিকে সর্বপ্রথম ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে সেট করতে হবে। এজন্য File মেনু থেকে Import অপশনে ক্লিক করতে পারেন অথবা কীবোর্ড Ctrl+R প্রেস করুন। তারপর ইম্পোর্ট ডায়লগ বক্স ওপেন হবে। Files of type অপশন থেকে All Formats সিলেক্ট করুন। এখান থেকে ব্রাউজ করে আপনি ডেস্কটপের মাইপ্রজেক্ট ফোল্ডারে থাকা ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ সিলেক্ট করে ইম্পোর্ট ডায়লগ বক্সের ওপেন বাটনে ক্লিক করুন। ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটি ফ্ল্যাশের স্টেজ এ চলে আসবে। এখন ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটির Height/Weight এবং X ও Y-এর মান নির্ধারণ করতে হবে। এজন্য ইমেজটি ক্লিক করে সিলেক্ট করতে হবে এবং তারপর কীবোর্ড দিয়ে Ctrl+F3 প্রেস করলে প্রোপার্টিজ ডায়লগ বক্স ওপেন হবে। এখান থেকে আপনি W: বক্সে ৮০০ এবং H: বক্সে ৬০০ টাইপ করতে এবং X ও Y-এর মান ঠিক করার জন্য X: বক্সে 0 এবং Y: বক্সে 0 টাইপ করতে হবে। তাহলে ইমেজ বা ছবিটি ফ্ল্যাশ ডকুমেন্টের সঠিক স্থানে অবস্থান করবে।

ফ্ল্যাশে নতুন লেয়ার তৈরি করা: ফ্ল্যাশে প্রত্যেকটি উপাদান আলাদা আলাদা লেয়ার ব্যবহার করে কাজ করাই ভাল। এবার আমরা ফ্ল্যাশে ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ড ব্যবহার করার জন্য একটি নতুন লেয়ার তৈরি করবো। নতুন লেয়ার তৈরি করার জন্য ফ্ল্যাশের Insert মেনু থেকে Timeline-Layer অপশন এ ক্লিক করতে হবে। তাহলেই আরেকটি নতুন লেয়ার পাবেন। এখানে লেয়ারটি লেয়ার ১ নামে ডিসপ্লে হবে।

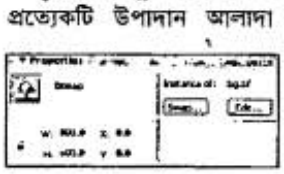

লেয়ারের নাম পরিবর্তন করা: যদি লেয়ারের নাম পরিবর্তন করতে চান, তাহলে লেয়ারের উপর রাইট ক্লিক করে Properties অপশনে ক্লিক করুন। Layer Properties ডায়লগ বক্স ওপেন হবে। এখানে Name বক্সে ইচ্ছেমত লেয়ারের নাম টাইপ করে OK বাটনে ক্লিক করুন। এখানে আমি লেয়ারের নাম Sound টাইপ করলাম। তাহলেই লেয়ারের নাম পরিবর্তন হয়ে আপনার দেয়া নাম ডিসপ্লে করবে।

ফ্ল্যাশে সাউন্ড ইম্পোর্ট করা: এবার সাউন্ড লেয়ার সিলেক্ট করে যেভাবে আমরা আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ ফ্ল্যাশে ইম্পোর্ট করেছি সেভাবে File মেনু থেকে Import অপশনে ক্লিক করতে পারেন অথবা কীবোর্ড Ctrl+R প্রেস করতে পারেন। ইম্পোর্ট ডায়লগ বক্স ওপেন হবে। Files of type অপশন থেকে All Formats সিলেক্ট করুন। এখান থেকে ব্রাউজ করে আপনার ডেস্কটপের মাইপ্রজেক্ট ফোল্ডারে থাকা সাউন্ডটি সিলেক্ট করে Open বাটনে ক্লিক করুন। তাহলেই মাই প্রজেক্ট ফোল্ডারে থাকা সাউন্ডটি ফ্ল্যাশের লাইব্রেরীতে চলে আসবে।

ফ্ল্যাশে সাউন্ড লুপ আকারে ব্যবহার করা: আপনার সাউন্ডটি ইম্পোর্ট করার পর সাউন্ডের

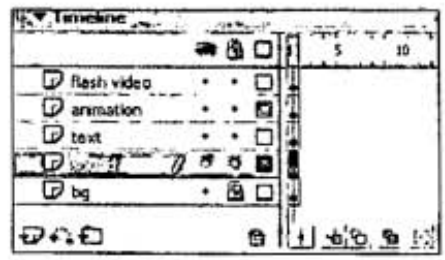

লেয়ারটি সিলেক্ট করে কীবোর্ড থেকে Ctrl+F3 প্রেস করুন, প্রোপার্টিজ ডায়লগ বক্স ওপেন হবে, এখান থেকে Sound অপশনের ড্রপডাউন এ ক্লিক করলে আপনি ইম্পোর্ট করা সাউন্ডটি দেখতে পাবেন। এবার ইম্পোর্ট করা সাউন্ডটি

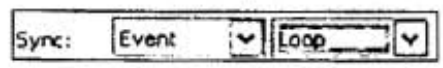

সিলেক্ট করে Sync: অপশন থেকে Loop সিলেক্ট করুন। তাহলেই সাউন্ডটি আপনার প্রজেক্টে লুপ আকারে চলতে থাকবে। ৬৫৫৩৫ বার লুপ আকারে চলতে থাকবে।

ফ্ল্যাশে লেখালেখি করা: ফ্ল্যাশে লেখার জন্য টুল অপশন থেকে টাইপ টুল সিলেক্ট করে আপনার প্রয়োজনীয় সব টেক্সট লিখতে পারবেন। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন, ফ্ল্যাশে বাংলা লেখা যায় না। ফ্ল্যাশে কেবল ইংরেজি টাইপ করতে পারবেন। বর্তমান ফ্ল্যাশ এমএক্স প্রফেশনাল ২০০৪-এ রয়েছে এক শক্তিশালী স্পেল চেকার। এছাড়া আপনি যদি ফ্ল্যাশে বাংলা লেখা ব্যবহার করতে চান, তাহলে ম্যাক্রোমিডিয়া ফ্রী হ্যান্ড ব্যবহার করতে পারেন। ম্যাক্রোমিডিয়া ফ্রী হ্যান্ড থেকে প্রয়োজনীয় বাংলা টেক্সট টাইপ করে লেখাটি সিলেক্ট করে কপি করুন এবং ফ্ল্যাশে এসে সেই কপি করা লেখাটি নির্দিষ্ট টেক্সট এরিয়ার মধ্যে পেস্ট করে দিন। তাহলেই ফ্ল্যাশে খুব সহজে বাংলা টেক্সট ব্যবহার করতে পারবেন। এর ফলে বাংলা যুক্তাক্ষর শব্দগুলো আর ভেঙ্গে যাওয়ার ভয় থাকবে না।

ফ্ল্যাশে ব্যানার বা টাইটেল এনিমেশন করা: ম্যাক্রোমিডিয়া ফ্ল্যাশ এমএক্স প্রফেশনাল ২০০৪ এমন একটি টুল যেখানে বসে আপনি ইচ্ছেমত সব এনিমেশন তৈরি করতে পারবেন, যদি এক্সপার্ট ইউজার হন। কেননা ফ্ল্যাশ এনিমেশন যেমন মাল্টিমিডিয়াতে ব্যবহার করা যায়, ঠিক তেমনি ব্যবহার করা যায় ওয়েব অথবা ভিডিওর ক্ষেত্রে। আর এখানে আমরা দেখবো ফ্ল্যাশে কীভাবে একটি টেক্সটকে মুভি ক্লিপ তৈরি করে এক্সপ্লোড (Explode) ইফেক্ট দেওয়া যায়। আর এর জন্যে আপনার খুব বেশি কিছু জানার প্রয়োজন নেই। শুধু নিম্নরূপ কাজগুলো করুন।

ফ্ল্যাশে টুল অপশন থেকে টেক্সট টুল সিলেক্ট করে টাইটেল বা ব্যানারের হেডলাইন টাইপ করুন। এখানে ফ্ল্যাশ মাল্টিমিডিয়া টাইপ করা হলো। অবশ্যই টেক্সট টাইপ করার জন্য আপনি একটি নতুন লেয়ার নিবেন। এবার ফ্ল্যাশ মাল্টিমিডিয়া টেক্সটটি সিলেক্ট করুন এবং Modify মেনু থেকে Convert to Symbol অপশনে ক্লিক করুন অথবা কীবোর্ড থেকে সরাসরি F8 প্রেস করুন। তাহলে কনভার্ট টু সিম্বল ডায়লগ বক্স ওপেন হবে। এখানে Behavior অপশন থেকে Movie clip সিলেক্ট করে OK বাটনে ক্লিক করুন। এর ফলে টাইপ করা টেক্সটটি একটি মুভি ক্লিপে রূপান্তরিত হলো। এবার আমরা দেখবো কী করে মুভি ক্লিপে এক্সপ্লোড এক্সপোর্ট ইফেক্ট দেয়া যায়। আর ব্যাপারটি খুবই সহজ। মুভি ক্লিপে এক্সপোর্ট ইফেক্ট দেয়া মুভি ক্লিপের উপরে রাইট ক্লিক করুন এবং Edit in Place অপশনে ক্লিক করুন। তারপর Insert মেনু থেকে Timeline Effects Effects Explode বাটনে ক্লিক করুন। এক্সপ্লোড ডায়লগ বক্স ওপেন হবে। এখান থেকে Ok বাটনে ক্লিক করুন। তাহলে আপনার মুভি ক্লিপে এক্সপ্লোড ইফেক্ট চলে আসবে। এভাবে আমরা ফ্ল্যাশে বসেই তৈরি করতে পারি চোক জোরানো সব ব্যানার বা টাইটেল এনিমেশন।

ম্যাক্রোমিডিয়া ফ্ল্যাশ এমএক্স প্রফেশনাল ২০০৪ + ভিডিও (এফএলভি): ফ্ল্যাশ এমএক্স প্রফেশনাল ২০০৪-এ ফ্ল্যাশ ভিডিও নিয়ে অনেক নতুন অথরিং ফিচার সংযুক্ত হয়েছে। কিন্তু এখানে আমরা দেখবো কী করে কোন স্ক্রীপ্ট ছাড়াই ফ্ল্যাশে ভিডিও চালানো যায়। ফ্ল্যাশ প্লেয়ার সেভেন: বিশেষ করে ম্যাক্রোমিডিয়া ফ্ল্যাশ এমএক্স প্রফেশনাল ২০০৪-এ অনেক ডেভেলপ হয়েছে ফ্ল্যাশ প্লেয়ারের। নতুন ফ্ল্যাশ প্লেয়ার সেভেন এ সংযুক্ত হয়েছে কিছু আকর্ষণীয় ফিচার।

ফ্ল্যাশে ভিডিও চালানো: ফ্ল্যাশে ভিডিও চালানোর জন্য অবশ্যই আপনাকে মুভি বা ভিডিও ক্লিপটিকে প্রথমে ভিডিও এক্সপোর্টার প্লাগইনস দিয়ে flash video ফরম্যাটে কনভার্ট ▶

করতে হবে। আর এজন্য ফ্ল্যাশ এমএক্স প্রফেশনাল ২০০৪-এর রেজিষ্টার্ড ভার্সন ব্যবহার

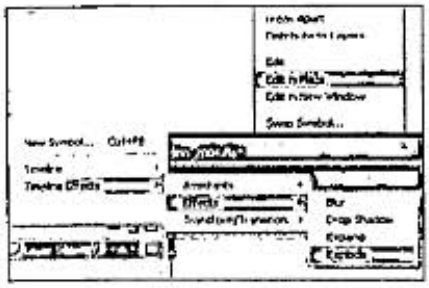

করতে হবে; তা না হলে ফ্ল্যাশ ভিডিও এক্সপোর্টার নামের টুলটি (Plugin) ফ্ল্যাশ এমএক্স প্রফেশনাল ২০০৪ এ পাবেন না। এখানে খেয়াল রাখতে হবে, যখন আপনি ফ্ল্যাশ ভিডিও এক্সপোর্টার দিয়ে কোন ভিডিও ক্লিপ এফএলভি ফরম্যাটে কনভার্ট করবেন তখন যে ফ্রেম রেট থাকবে (Standard 29.9) আপনার ফ্ল্যাশ ডকুমেন্টেরও সেই ফ্রেম রেট থাকতে হবে। তা না হলে আপনার ভিডিও এবং ভিডিওর মধ্যে সামঞ্জস্য থাকবে না। এক্ষেত্রে অবশ্যই ফ্রেম রেট একই হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

ফ্ল্যাশে এফএলভি ফাইল ইম্পোর্ট করা: ফ্ল্যাশে এফএলভি ফাইল ইমপোর্ট করার জন্যে অনেকগুলো উপায় রয়েছে। যদি এক্সপার্ট ইউজার হউন তাহলে আপনি ফ্ল্যাশের একশন স্ক্রীপ্ট ২.০ ভার্সন ব্যবহার করে ডায়নামিকভাবে রান টাইম অবস্থায় ফ্ল্যাশ ভিডিও (এফএলভি) ইম্পোর্ট করতে পারবেন। তবে এখানে আমরা দেখবো কোন স্ক্রীপ্টিং ব্যবহার ছাড়াই ফ্ল্যাশে কীভাবে ভিডিও ইম্পোর্ট করা যায়। ধাপ এক: প্রথমে ফ্ল্যাশ ফাইলে যে কোন একটি মুভি ক্লিপ তৈরি করুন। মুভি ক্লিপ তৈরি করার পর, মুভি ক্লিপের উপর রাইট ক্লিক করুন। ডান পাশের অপশনটি ওপেন হবে। এখান থেকে এডিট ইন প্লেস বাটনে ক্লিক করুন। তারপর File মেনু থেকে Import অপশনে ক্লিক করতে পারেন অথবা কীবোর্ড Ctrl+R প্রেস করতে পারেন। তারপর ইম্পোর্ট ডায়লগ বক্স ওপেন হবে। Files of type অপশন থেকে All Formats সিলেক্ট করুন।

এখান থেকে ব্রাউজ করে আপনার ডেস্কটপের মাইপ্রজেক্ট ফোল্ডারে থাকা ফ্ল্যাশ ভিডিওটি (এখানে আমার ফ্ল্যাশ ভিডিওটির নাম হচ্ছে my_movie.flv) সিলেক্ট করে ইম্পোর্ট ডায়লগ বক্সের ওপেন বাটনে ক্লিক করুন। তাহলে ফ্ল্যাশ ফাইলে ভিডিওটি পেয়ে যাবেন। আর এভাবেই আপনি ইম্পোর্ট করতে পারবেন ফ্ল্যাশে আপনার ভিডিও। তারপর মাউস দিয়ে ড্রাগ করে ভিডিওটি আপনার প্রজেক্টের নির্ধারিত স্থানে বসিয়ে দিন।

উপরোক্ত আলোচনায় আমরা দেখলাম ফ্ল্যাশে কীভাবে অডিও, ভিডিও, টেক্সট, ইমেজ এবং এনিমেশন একত্রিত করবেন। এবার আমরা দেখবো ফ্ল্যাশে কীভাবে ফুলস্ক্রীন কমান্ড দেয়া যায়।

ফুলস্ক্রীন কমান্ড কী: ফুলস্ক্রীন কমান্ড হচ্ছে এমন একটি শক্তিশালী ফ্ল্যাশ স্ক্রীপ্ট, যার মাধ্যমে আপনার প্রজেক্টটি যে কোন কমপিউটারের পুরো পর্দা জুড়ে চালাতে পারবেন।

ফুলস্ক্রীন কমান্ড দেয়া: ফ্ল্যাশ ফাইল থেকে যে কোন লেয়ারের প্রথম ফ্রেম সিলেক্ট করুন এবং Window মেনু থেকে Development Panels-Actions-এ ক্লিক করুন অথবা কীবোর্ড থেকে সরাসরি যে কোন লেয়ারের প্রথম ফ্রেম সিলেক্ট করে F9 প্রেস করুন। তাহলেই আপনি পেয়ে যাবেন ম্যাক্রোমিডিয়া ফ্ল্যাশ এমএক্স প্রফেশনাল ২০০৪-এ একশন স্ক্রীপ্ট উইন্ডো এবং এই উইন্ডোতে ফুলস্ক্রীন কমান্ড দেয়ার জন্য টাইপ করুন শুধু নিচের লাইনটি:

```
fscommand ("fullscreen", "true");
```

যেহেতু আমরা প্রজেক্টটিতে ফুলস্ক্রীন কমান্ড দিয়েছি, তাই এখন প্রজেক্টটিতে এমন একটি বাটনও তৈরি করতে হবে, যাতে বাটনে ক্লিক করে প্রজেক্টটি (my project) বন্ধ করা যায়।

বাটন কী: বাটন হচ্ছে এমন একটি অবজেক্ট, যা কোন অর্ডার বা নির্দেশ সংরক্ষণ করে রাখে এবং বাটনের উপর ক্লিক (প্রেস/রিলিজ/রোল অভার/রোল আউট/রিলিজ আউটসাইড/ ড্রাগ ওভার/ ড্রাগ আউট) করার সাথে সাথে ঐ অর্ডার অনুযায়ী কাজ করে। আর এই জন্য বাটনে বন্ধ করার কমান্ড দিতে হবে।

বাটন তৈরি করা: বাটন যে কোন আকার বা ধরনের হতে পারে। এর জন্য কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। আমি প্রজেক্টটিতে এমন একটি অবজেক্ট ড্র করলাম। এবার এই অবজেক্টটিকে বাটনে রূপান্তরিত করার জন্য মাউস দিয়ে সিলেক্ট করতে হবে এবং Modify মেনু থেকে Convert to Symbol Option-এ ক্লিক করতে হবে। তারপর নিচের ডায়লগ বক্সটি ওপেন হবে।

এখান থেকে Behavior অপশন বাটন সিলেক্ট করে OK বাটনে ক্লিক করুন, তাহলেই আপনার সিলেক্ট করা অবজেক্টটি একটি বাটনে রূপান্তরিত হবে। এবার আমরা দেখবো কিভাবে বাটনে বন্ধ করার কমান্ড (exit command) দেওয়া যায়। যার ফলে বাটনে ক্লিক করার সাথে সাথে আমাদের my project প্রোগ্রামটি বন্ধ হয়ে যাবে।

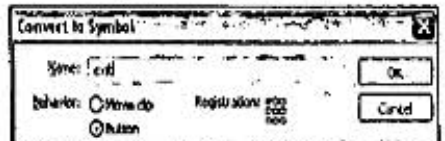

এখন আমারা দেখবো কিভাবে exit button এ প্রোগ্রাম বন্ধ করার কমান্ড দেয়া যায়। আর এর জন্য প্রথমে বাটনটিকে মাউস দিয়ে সিলেক্ট করতে হবে এবং তারপর Window মেনু থেকে Development Panels-Actions এ ক্লিক করুন অথবা কীবোর্ড থেকে সরাসরি F9 প্রেস করুন। তাহলেই আপনি পেয়ে যাবেন ম্যাক্রোমিডিয়া ফ্ল্যাশ এমএক্স প্রফেশনাল ২০০৪ এ একশন স্ক্রীপ্ট উইন্ডো (Action Script Window). এবং

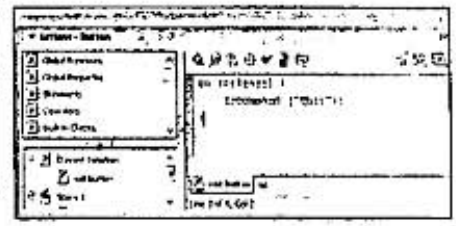

এই উইন্ডোতে প্রোগ্রাম বন্ধ করার কমান্ড দেওয়ার জন্য টাইপ করুন শুধু নিচের কোড

```
on (release) {
    fscommand ("quit");
}
```

এবার ফাইলটি পুনরায় সেভ করুন। এখন আমরা দেখবো ফ্ল্যাশ থেকে সরাসরি কীভাবে exe ফাইল (যে ফাইল একা একাই চলতে পারে) তৈরি করা যায়।

exe ফাইল তৈরি করা: ইএক্সই ফাইল তৈরি করার আগে সব কিছু ভালভাবে চেক করে নিন। আপনার প্রজেক্ট ফাইলটি যদি উপরের ধাপগুলো শেষ করে থাকে তাহলে নিচের ধাপগুলো অবলম্বন করে ফ্ল্যাশ এমএক্স প্রফেশনাল ২০০৪-এ exe ফাইল তৈরি করতে পারেন। File মেনু থেকে Publish Settings এ ক্লিক করুন অথবা কীবোর্ড থেকে সরাসরি Ctrl+Shift+F12 প্রেস করুন। তাহলেই পাবেন পাবলিশ সেটিংস উইন্ডো। এ উইন্ডো থেকে উইন্ডোজ প্রজেক্টর (Windows Projector.exe) বাটনটি সিলেক্ট করুন এবং

অন্যসব বাটনগুলো ডিসিলেক্ট করে দিন। তারপর Publish বাটনে ক্লিক করুন। পাবলিশ হওয়ার জন্যে প্রজেক্টটি আপনার কমপিউটারের ওপর ভিত্তি করে কিছু সময় নেবে। পাবলিশ হয়ে গেলে OK বাটনে ক্লিক করুন।

এরপর আপনার ডেস্কটপে থাকা মাইপ্রজেক্ট ফোল্ডারে নতুন একটি ইএক্সই (.exe) ফরম্যাটের ফাইল দেখতে পাবেন।

এখানে আমরা শিখলাম কীভাবে ম্যাক্রোমিডিয়া ফ্ল্যাশ এমএক্স প্রফেশনাল ২০০৪ ব্যবহার করে সবগুলো মিডিয়ার সমন্বয় করা সম্ভব। আর যদি এই প্রজেক্টের সোর্স ফাইল প্রয়োজন হয় তাহলে মেইল করুন :

maqsood@flashmail.com এই ঠিকানায়। তাহলেই পাবেন উপরের প্রজেক্টের সম্পূর্ণ সোর্স ফাইল। কজ

রেড হ্যাট লিনআক্সে প্রিন্টার কনফিগারেশন

কে, এম, আলী রেজা
kazisham@yahoo.com

লিনআক্স রেড হ্যাট সিস্টেমে কোন প্রিন্টার কনফিগার করার জন্যে আপনি প্রিন্টার কনফিগারেশন টুল নামের ইউটিলিটির সাহায্য নিতে পারেন। এ টুলটি প্রিন্টার কনফিগারেশন ফাইল, প্রিন্টার স্পুল ডিরেক্টরি এবং প্রিন্ট ফিল্টারের রক্ষণাবেক্ষণ করে। প্রিন্টার কনফিগারেশন টুল ব্যবহারের জন্যে আপনার রুট প্রিভিলেজ থাকতে হবে। এপ্লিকেশনটি রান করার জন্যে প্যানেলের Main Menu Button => System Settings => Printing সিলেক্ট করুন বা শেল প্রম্পটে redhat-config-printer কমান্ড টাইপ করুন। কমান্ডটি গ্রাফিক্যাল এক্স উইন্ডোজ থেকে দেয়া হলে প্রিন্টার কনফিগারেশনের জন্যে গ্রাফিক্যাল ইন্টারফেস চালু হবে। অন্যদিকে টেক্সট-বেজড কন্সোল থেকে কমান্ডটি দেয়া হলে টেক্সট বেজড কনফিগারেশন উইন্ডো দেখা যাবে। তবে শেল প্রম্পট থেকে redhat-config-printer-tui কমান্ড দিয়ে প্রিন্টার কনফিগারেশন টুল-এর টেক্সট বেজড ভার্সন চালু হতে সিস্টেমকে বাধ্য করতে পারেন।

কোন অবস্থাতেই /etc/cups/ ডিরেক্টরির আওতাধীন /etc/printcap ফাইলটি এডিট করবেন না। যতবার প্রিন্টার ডেমন (lpd বা cups) চালু বা পুন:চালু হয়, ততবারই ডায়নামিক্যালি নতুন কনফিগারেশন ফাইল সৃষ্টি হয়। প্রিন্টার কনফিগারেশন টুল দিয়ে কনফিগারেশন প্যারামিটারে পরিবর্তন আনা হলে এ পরিবর্তনসহ ফাইলগুলো ডায়নামিক্যালি সৃষ্টি হবে।

যদি LPRng ব্যবহার করেন এবং প্রিন্টার কনফিগারেশন টুল ব্যবহার করা ছাড়াই কোন প্রিন্টার যোগ করতে চান তাহলে, /etc/printcap.local ফাইলটি এডিট করুন। /etc/printcap.local ফাইলের এন্ট্রিগুলো প্রিন্টার কনফিগারেশন টুল দিয়ে দেখা যায় না, কিন্তু এগুলো প্রিন্টার ডেমন পড়তে পারে। যদি রেড হ্যাট লিনআক্সের আগের ভার্সন থেকে সিস্টেম আপগ্রেড করেন তাহলে, সিস্টেমে বিদ্যমান কনফিগারেশন ফাইল এপ্লিকেশনের ব্যবহার উপযোগী নতুন ফরম্যাটে রূপান্তরিত হবে। প্রতিবারেই যখন একটি নতুন কনফিগারেশন ফাইল সৃষ্টি হবে, তখনই পুরানো ফাইলটি /etc/printcap.old হিসেবে সংরক্ষিত হবে।

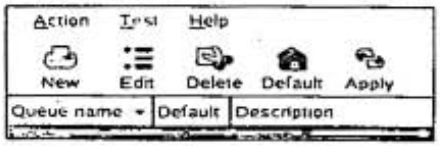

প্রিন্টার কনফিগারেশন টুল

যদি CUPS ব্যবহার করেন তাহলে, প্রিন্টার কনফিগারেশন টুল কোন কিউস দেখাবে না বা এটি ব্যবহার করে কোন শেয়ার কনফিগার করা যাবে না। আবার এ টুল কনফিগারেশন ফাইল থেকে এগুলো ডিলিট করা যাবে না।

প্রিন্ট কনফিগারেশন টুল-এর সাহায্যে নিম্নোক্ত ধরনের প্রিন্টার কিউস কনফিগার করা যাবে:

Locally-connected: প্যারালাল বা ইউএসবি পোর্টের মাধ্যমে কমপিউটারের সাথে সরাসরি সংযুক্ত প্রিন্টার।

Networked CUPS (IPP): এ ধরনের প্রিন্টারে আইপিপি (IPP-Internet Printing Protocol)-এর সাহায্যে টিসিপি/আইপি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এক্সেস করা যায়।

Networked UNIX (LPD): একটি ইউনিক্স সিস্টেমের সাথে সংযুক্ত কোন প্রিন্টারে যদি টিসিপি/আইপি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এক্সেস করা যায়, তাহলে সেটি নেটওয়ার্কড ইউনিক্স প্রিন্টার হিসেবে বিবেচিত হবে।

Networked Windows (SMB): একটি প্রিন্টার যদি ভিন্ন কোন সিস্টেমের সাথে সংযুক্ত থাকে যা এসএমবি (SMB) নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অপর একটি প্রিন্টার শেয়ার করে, তাহলে ঐ প্রিন্টারটিকে বলা হবে নেটওয়ার্ক উইন্ডোজ প্রিন্টার। মাইক্রোসফট উইন্ডোজ কমপিউটারের সাথে সংযুক্ত প্রিন্টার হতে পারে এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

Networked Novell (NCP): নোভেল নেটওয়্যার নেটওয়ার্ক টেকনোলজি ব্যবহার করছে এমন কোন ভিন্ন সিস্টেমের সাথে সংযুক্ত প্রিন্টার এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

Networked JetDirect: একটি কমপিউটারের পরিবর্তে এইচপি জেটডিরেক্ট (HP JetDirect)-এর মাধ্যমে নেটওয়ার্কের সাথে সরাসরি সংযুক্ত প্রিন্টার হচ্ছে এটি।

যদি নতুন প্রিন্টার কিউ সিস্টেমে যুক্ত করেন বা বিদ্যমান কোন প্রিন্টারের সেটিং পরিবর্তন করেন, তাহলে এ পরিবর্তনগুলো কার্যকর করতে হলে apply বাটনে ক্লিক করুন।

Apply বাটনে ক্লিক করলেই পরিবর্তনগুলো সংরক্ষিত হবে এবং প্রিন্টার ডেমন পুনরায় চালু করবে। প্রিন্টার ডেমন পুনরায় চালু না করা হলে পরিবর্তনগুলো কনফিগারেশন ফাইলে লেখা হবে না। বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে এ কাজটি Action => Apply থেকে করতে পারবেন। এখানে লোকাল প্রিন্টার সংযুক্ত করার ধাপগুলো বর্ণনা করা হচ্ছে-

লোকাল প্রিন্টার যুক্ত করা

কমপিউটারের সাথে প্যারালাল পোর্ট বা ইউএসবি পোর্টের মাধ্যমে কোন একটি লোকাল প্রিন্টার যুক্ত করার জন্যে প্রধান প্রিন্ট কনফিগারেশন টুল উইন্ডোর New বাটনে ক্লিক করুন। এ পর্যায়ে নিচের উইন্ডোটি দেখা যাবে। পরবর্তী ধাপে যাবার জন্যে Forward বাটনে ক্লিক করুন।

এবার নিচের উইন্ডোর মতো উইন্ডো আসলে সেখানে Name টেক্সট ফিল্ডে প্রিন্টারের জন্যে সম্পূর্ণ আলাদা একটি নাম এন্ট্রি দিন।

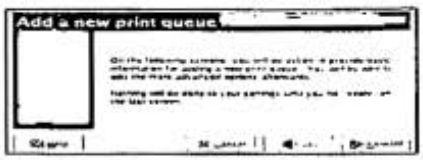

প্রিন্টার যোগ করার উইন্ডো

প্রিন্টারের নামের মধ্যে কোন ফাঁকা জায়গা বা স্পেস রাখা যাবে না এবং নামটি একটি ইংরেজি বর্ণ দিয়ে শুরু হবে। প্রিন্টারের নামে বর্ণ, সংখ্যা, ড্যাস এবং আন্ডারস্কোর রাখা যাবে। এবার Short description টেক্সট বক্সে প্রিন্টারের কাজের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এর একটি বর্ণনা এখানে এন্ট্রি দিতে পারেন। তবে এ টেক্সট বক্সে কোন কিছু এন্ট্রি দেয়া বাধ্যতামূলক নয়।

এরপর বাটনে ক্লিক করলে নিচের উইন্ডোটি আসবে। এখানে Select a queue type মেনু থেকে Locally-connected সিলেক্ট করে ডিভাইস

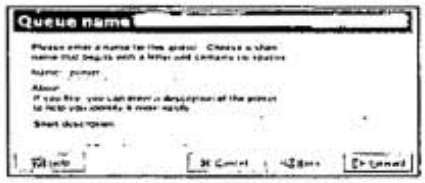

এখানে প্রিন্টারের নাম এবং এর বর্ণনা এন্ট্রি দেয়া হচ্ছে

সিলেক্ট করুন। এখানে ডিভাইসটি প্যারালাল প্রিন্টারের /dev/lp0 এবং ইউএসবি প্রিন্টারের জন্যে /dev/usb/lp0 হিসেবে পরিচিত হবে। তালিকায় যদি কোন ডিভাইস দেখতে না পান, তাহলে ডিভাইস পোর্টগুলো পুনরায় স্ক্যানিংয়ের জন্যে Rescan devices-এ ক্লিক করুন অথবা ম্যানুয়ালি ডিভাইস নির্দিষ্ট করার জন্যে Custom device বাটনে ক্লিক করুন। এরপর Forward বাটনে ক্লিক করুন।

প্রিন্টার কনফিগারেশনের পরবর্তী ধাপ হচ্ছে প্রিন্টারের টাইপ বা মডেল সিলেকশন।

কমপিউটারে লোকাল প্রিন্টার যোগ করার উইন্ডো

প্রিন্টারের মডেল নির্বাচন

প্রিন্টার মডেল নির্বাচনের জন্যে নিচের একটি উইন্ডো পাবেন। প্রিন্টার মডেল যদি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সনাক্ত না হয়, তাহলে মডেলটি তালিকা থেকে নির্বাচন করুন। পুলডাউন মেনু ▶

থেকে প্রিন্টার নির্মাতার নাম সিলেক্ট করতে পারেন। যখন একটি নতুন প্রিন্টার নির্মাতা সিলেক্ট করবেন, তখন সাথে সাথেই তালিকায় প্রিন্টার মডেলটি আপডেট হয়ে যাবে। তালিকা থেকে সিস্টেমের সাথে সংযুক্ত যথার্থ মডেলটি সিলেক্ট করুন।

প্রিন্টার সিলেক্ট করার সাথে সাথে এর সংশ্লিষ্ট প্রিন্টার ড্রাইভারও সিস্টেম চিহ্নিত করবে। প্রিন্টার ড্রাইভারের কাজ হচ্ছে আপনি যে ডাটা প্রিন্ট করতে চাচ্ছেন তা প্রিন্টার ডিভাইসের বোধগম্য ফরম্যাটে প্রসেস করা। যেহেতু একটি

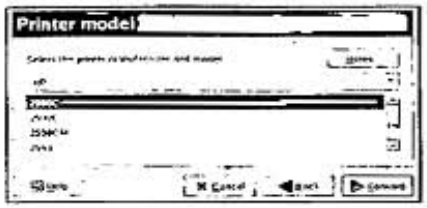

প্রিন্টার মডেল নির্বাচন উইন্ডো

লোকাল প্রিন্টার সরাসরি আপনার কমপিউটারের সাথে যুক্ত আছে তাই এক্ষেত্রে প্রিন্টার ড্রাইভার প্রিন্টারে পাঠানো ডাটাকে সুবিধাজনক ফরম্যাটে প্রসেস করে তা প্রিন্টারে পাঠিয়ে দিবে।

যদি কোন রিমোট প্রিন্টার (IPP, LPD, SMB, ev NCP) কনফিগার করেন তাহলে, সেক্ষেত্রে রিমোট প্রিন্ট সার্ভার তার নিজস্ব প্রিন্ট ড্রাইভার ব্যবহার করবে। এখানে যদি লোকাল কমপিউটারে অতিরিক্ত কোন প্রিন্ট ড্রাইভার সিলেক্ট করা হয়, তাহলে প্রিন্টারে পাঠানো একাধিকবার ফিল্টারের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করবে এবং এমন একটি ফরম্যাটে রূপ নিবে যা প্রিন্টার বুঝতে পারবে না।

ডাটা একবারের বেশি ফিল্টার হবে না, এটি নিশ্চিত করার জন্যে ম্যানুফ্যাকচারার হিসেবে Generic এবং প্রিন্টার মডেল হিসেবে Raw Print Queue বা Postscript Printer সিলেক্ট করুন। কনফিগারেশনটি ঠিকমতো কাজ করছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখার জন্যে একটি টেস্ট পেজ প্রিন্ট করুন। টেস্ট প্রিন্ট না হলে বুঝতে হবে রিমোট প্রিন্ট সার্ভার ঠিকমতো কনফিগার করা নেই বা এর প্রিন্ট ড্রাইভার ঠিকমতো কাজ করছে না।

প্রিন্ট কনফিগারেশন টুল-এর সাহায্যে সিস্টেমে প্রিন্টার যোগ করার পরও প্রিন্টারের জন্যে ভিন্ন ড্রাইভার সিলেক্ট করতে পারেন। এ কাজের জন্যে প্রিন্টারের তালিকা থেকে প্রথমে প্রিন্টারটি সিলেক্ট করুন, এরপর Edit বাটনে ক্লিক করে Driver ট্যাবে ক্লিক করুন। সবশেষে সেটিংটি কার্যকর করার জন্যে Apply বাটনে ক্লিক করুন।

টেস্ট পেজ প্রিন্ট করা

প্রিন্টারটি কনফিগার করার পর একটি পেজ পরীক্ষামূলকভাবে প্রিন্ট করে নিশ্চিত হওয়া যায়, প্রিন্টার কনফিগারেশন ঠিকমতো হয়েছে কি-না। টেস্ট পেজ প্রিন্ট করার জন্যে কাঙ্ক্ষিত প্রিন্টারটি প্রথমে তালিকা থেকে সিলেক্ট করুন, এবার Test পুলডাউন মেনু থেকে যথাযথ টেস্ট পেজ সিলেক্ট করুন। যদি প্রিন্টার ড্রাইভার পরিবর্তন করেন

টেস্ট পেজ অপশন

অথবা ড্রাইভার অপশন পরিবর্তন করেন তাহলে, আপনাকে ভিন্ন কনফিগারেশনের কার্যকারিতা পরীক্ষা করে দেখার জন্যে টেস্ট পেজ প্রিন্ট করতে হবে।

বিদ্যমান প্রিন্টার পরিবর্তন

সিস্টেমে বিদ্যমান কোন প্রিন্টার মুছে ফেলতে চাইলে ঐ প্রিন্টার প্রথমে সিলেক্ট করুন এবং টুলবার থেকে Delete বাটনে ক্লিক করলে এ প্রিন্টারটি প্রিন্টার তালিকায় দেখা যাবে না। এবার পরিবর্তিত সেটিং কার্যকর করার জন্যে Apply বাটনে ক্লিক করুন। সিস্টেমে ডিফল্ট প্রিন্টার সেট করার জন্যে প্রিন্টার তালিকা থেকে ঐ প্রিন্টার প্রথমে সিলেক্ট করে টুলবারে Default বাটনে ক্লিক করুন। এ পর্যায়ে ডিফল্ট প্রিন্টার তালিকার ডিফল্ট কলামে ডিফল্ট প্রিন্টার আইকন দেখা যাবে।

সিস্টেমে প্রিন্টার যোগ করার পর Edit বাটনে ক্লিক করে এটি সহজেই এডিট করতে পারবেন। নিচের ছবিতে প্রিন্টার এডিটের জন্যে উইন্ডো দেখানো হলো। এ উইন্ডোতে নির্বাচিত প্রিন্টারের বিভিন্ন প্যারামিটারের সর্বশেষ মানগুলো দেখা যাবে। কোন প্যারামিটার পরিবর্তন করতে চাইলে তা এখানে করে নিন এবং OK বাটনে ক্লিক করুন। পরিবর্তনগুলো সংরক্ষণ করতে প্রিন্ট কনফিগারেশন টুল উইন্ডোতে এপ্লাই বাটনে ক্লিক করুন। এরপর প্রিন্টার ডেমন পুনরায় চালু করুন।

প্রিন্টার এডিটিং উইন্ডো

প্রিন্ট জব ব্যবস্থাপনা

যখন কোন প্রিন্ট জব প্রিন্টার ডেমনে পাঠান (যেমন Emacs থেকে টেক্সট ফাইল বা The GIMP থেকে কোন ইমেজ ফাইল), তখন এ প্রিন্ট জবগুলো প্রিন্ট স্পুল কিউ-এ জমা হয়। প্রিন্ট স্পুল কিউ হচ্ছে প্রিন্ট জবের একটি তালিকা যা প্রিন্টারে প্রিন্ট হবার জন্যে পাঠানো হয়। এ তালিকায় আরো থাকে প্রিন্ট অনুরোধের স্ট্যাটাস সংক্রান্ত তথ্য, প্রিন্ট অনুরোধ প্রেরকের নাম, প্রিন্ট প্রেরক কমপিউটারের হোস্ট নেম, প্রিন্ট জব নম্বর ইত্যাদি।

যদি গ্রাফিক্যাল ডেস্কটপ ইন্টারফেসে কাজ করেন, তাহলে প্যানেলে অবস্থিত প্রিন্ট ম্যানেজার আইকনে ক্লিক করে জিনোম প্রিন্ট ম্যানেজার চালু করুন। এটি নিচের ছবিতে দেখানো হলো।

GNOME প্রিন্ট ম্যানেজার উইন্ডো

এছাড়া প্রিন্ট ম্যানেজার Main Menu Button (on the Panel) => System Tools => Print Manager. সিলেক্ট করে চালু করতে পারেন। প্রিন্টার সেটিং পরিবর্তনের জন্যে প্রিন্টারের জন্যে নির্ধারিত আইকনে ডান ক্লিক করুন এবং পপ-আপ মেনু থেকে Properties কমান্ড সিলেক্ট করুন। এ পর্যায়ে প্রিন্ট কনফিগারেশন টুল চালু হবে। কোন প্রিন্টারের প্রিন্ট স্পুল কিউ দেখার জন্যে ঐ প্রিন্টারের নামের উপর ডাবল ক্লিক করুন। এটি নিচের চিত্রে দেখানো হলো।

প্রিন্ট জবের তালিকা

জিনোম প্রিন্ট ম্যানেজার-এর তালিকাভুক্ত কোন সুনির্দিষ্ট প্রিন্ট জব বাতিল করতে চাইলে তালিকা থেকে সেটি সিলেক্ট করে পুল ডাউন মেনু থেকে Edit => Cancel Documents সিলেক্ট করুন। এ পর্যায়ে যদি প্রিন্ট স্পুলে কোন সক্রিয় প্রিন্ট জব থাকে, তাহলে ডেস্কটপ প্যানেলের Panel Notification Area-তে প্রিন্টার নোটিফিকেশন আইকন দেখা যাবে। এ আইকনটি নিচের ছবিতে দেখানো হলো। প্রিন্ট নোটিফিকেশনের কাজটি সিস্টেম প্রতি পাঁচ সেকেন্ড পর পর করে থাকে, এ কারণে খুব ছোট আকারের প্রিন্টের বেলায় এ আইকনটি নাও দেখা যেতে পারে।

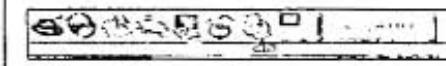

প্রিন্টার নোটিফিকেশন আইকন

যখনই প্রিন্টার নোটিফিকেশন আইকনে ক্লিক করবেন, তখনই বর্তমান প্রিন্ট জব তালিকা দেখানোর জন্যে জিনোম প্রিন্ট ম্যানেজার চালু হবে। সে সাথে প্যানেলে প্রিন্ট ম্যানেজার আইকন দেখা যাবে। নটিলাস (Nautilus) থেকে কোন ফাইল প্রিন্ট করতে চাইলে প্রথমে ঐ ফাইলের লোকেশন বা অবস্থান ব্রাউজ করে নির্দিষ্ট করুন। এবার ঐ ফাইলটিকে ড্রাগ করে প্যানেলে অবস্থিত প্রিন্ট ম্যানেজার আইকনের উপর ছেড়ে দিন। প্রিন্ট উইন্ডোটি দেখাবে নিচের ছবির মতো। ফাইলের প্রিন্ট কাজ শুরু করার জন্যে OK বাটনে ক্লিক করুন।

শেল বা কমান্ড প্রম্পট থেকে প্রিন্ট স্পুল কিউ-এর প্রিন্ট জবের তালিকা দেখতে চাইলে

(বাকি অংশ ৮০ পৃষ্ঠায়)

প্রত্যাশা আর পরিপূর্ণতা নিয়ে শেষ হলো

নর্থ-সাউথ ইউনিভার্সিটির পঞ্চম সফটফেয়ার ২০০৪

নিজস্ব প্রতিবেদক

২৫ থেকে ২৭ মার্চ ২০০৪ ঢাকায় একটি স্থানীয় হোটেলে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি কমপিউটার ক্লাবের একঝাঁক উদ্যোমী তরুণ-তরুণীর উদ্যোগে আয়োজিত হয় পঞ্চম সফটফেয়ার ২০০৪। এ সফটফেয়ার-এর মূল উদ্দেশ্য ছিল আইসিটি শিল্প এবং বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন। এনএসইউসিসি পঞ্চমবারের মতো এই মেলা আয়োজন করে। এ মেলার মাধ্যমে প্রতিভাবান শিক্ষার্থীরা তাদের সৃজনশীলতা ও কৃতিত্ব সবার সামনে উপস্থাপনের সুযোগ পায়।

এ মেলায় অংশ নেয় ১২টি বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯টি সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠান, ২টি হার্ডওয়্যার প্রতিষ্ঠান এবং ১টি আইসিটি বিষয়ক ম্যাগাজিন।

২৫ মার্চ মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান ড. এম. আসাদুজ্জামান। এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মো: শাহজাহান, এনএসইউ ভিসি ড. হাফিজ জি. এ. সিদ্দিকী।

মেলা অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়, এশিয়া প্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়, ইন্ডিপেনডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ, পিপলস ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ, ভুঁইয়া ইন্সিটিটিউট অফ বাংলাদেশ, ডেফোডিল ইনস্টিটিউট অফ আইটি, ফোর ইন জিনিয়াস, আলিম সফট, এরিনা মাল্টিমিডিয়া, বাঙ্গালিয়ানা, বেস্ট বিজনিস বন্ড, এক্সপার্ট সিস্টেমস, গ্লোবাল ব্রান্ড, ইন্টারন্যাশনাল কমপিউটার কানেকশনস, মেমটেক, শম কমপিউটারস, সফটল্যান্ড, সফট টেক অনলাইন, এস এস গ্রুপ অফ টেকনোলজি, দি ডিকোড, ত্রিভুজ, ইউনিসন টেকনোলজি এবং টেকনোলজি টুডে।

মেলায় অংশগ্রহণকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রজেক্ট প্রদর্শন করে। এছাড়া অন্যান্য স্টলে বিভিন্ন কমপিউটার হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার ইত্যাদি প্রদর্শন ও বিক্রয় করা হয়।

প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত এশিয়া প্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই তরুণ মো: রেজা আনোয়ারী ও মো: রেজওয়ানুর রহমান কাজ করছে ভয়েস রিকগনিশনের ওপর। তাদের বাংলা ভয়েস দিয়ে

বিজ্ঞান ও তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রী ড. মইন খান-এর হাত থেকে প্রথম পুরস্কার গ্রহণ করছেন মো: আরিফ রেজা আনোয়ারী ও মো: রেজওয়ানুর রহমান

রোবট কন্ট্রোল করার প্রজেক্টটি ছিল বেশ আকর্ষণীয়। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপিউটার বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র শফিউল আলমের তৈরি রোবট কার প্রজেক্টটিও বেশ সাড়া জাগিয়েছে দর্শনার্থীদের কাছে। তার এ প্রজেক্টের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, গাড়ির জন্যে কোন ড্রাইভার বা অপারেটরের প্রয়োজন হবে না। এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করবে। সামনে কোন বাধা পেলে বিকল্প পথে চলবে। এছাড়া বুয়েটের কমপিউটার বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রদের তৈরি অন-লাইন অটোমোটেড ডিজিটাল টেলিস্কোপ ইতোমধ্যেই বেশ সাড়া জাগিয়েছে। শাহাজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ডেভেলপ করেছে সাইবার ক্যাফে ম্যানেজার ভার্সন। ইতোমধ্যে বাংলা অভিধান তৈরি করে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে বাঙ্গালিয়ানা। 'ইংলিশ টু বাংলা' অভিধানটি প্রচুর বিক্রি হয়েছে। মেলায় কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন মাল্টিমিডিয়া সিডি বিক্রয় করছে। পিপলস ইউনিভার্সিটি'র ছাত্ররা তৈরি করেছে ডাক্তারদের ওপর একটি ওয়েব পোর্টাল। এই ওয়েবসাইটে (www.medinetbd.com) ব্লাড ডোনার ইনফরমেশন থেকে শুরু করে ব্লাড ব্যাংক, চিকিৎসা পরামর্শ, হাসপাতালের ঠিকানা ইত্যাদি সব ধরনের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যাবে। ডিকোড থ্রীডি কার্টুন এনিমেশন দিয়ে সাজিয়েছে তাদের স্টল। মেলায় শম কমপিউটার্স প্রদর্শন করে তাদের ডেভেলপ করা অরুণদয়ের অগ্নিশিখা গেমটি। নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি'র তিন ছাত্রের ডেভেলপ করা 'রন' নামের একটি থ্রীডি গেম প্রদর্শন করে তাদের স্টলে। আরো একটি থ্রীডি ফার্স্ট পার্সন শুটার গেম প্রদর্শন করছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন ছাত্র। মৃত্যুপুরী নামের চমৎকার কাহিনী নির্ভর এ গেমটিও খুব শিগগিরই মুক্তি পাবে। শিশুদের জন্য আকাঁআকির একটি সফটওয়্যার ডেভেলপ করেছে ত্রিভুজ। ইপরোম প্রোগ্রামার নামে একটি কমপিউটার ইন্টারফেসড হার্ডওয়্যার তৈরি করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন ছাত্র। প্রচলিত বাজার দাম দেড় লাখ টাকার মতো হলেও এই ছাত্ররা এটি তৈরি করেছে মাত্র ১২শ' টাকা দিয়ে। প্রিপেইড কার্ড নির্ভর একটি প্রিন্টিং সিস্টেমও তৈরি করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরো তিন ছাত্র। একই বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেকটি গ্রুপ তৈরি করেছে সন্ধানী নামের একটি সার্চ ইঞ্জিন। টেকনোলজি টুডে তাদের স্টল সাজিয়েছে বিভিন্ন মাসে প্রকাশিত তাদের পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা এবং কিছু সিডি সফটওয়্যার দিয়ে।

মেলা প্রাঙ্গণে প্রতিদিনই সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি কমপিউটার ক্লাবের সহায়তায়— বাংলাদেশ — আইসিটি জার্নালিস্ট ফোরাম (বিআইজেএফ) উদ্বোধনী দিনে বিকাল ৪টায় একুশ শতকের সাংবাদিকতা এবং আইসিটি শীর্ষক এক সেমিনারের আয়োজন করে। সেমিনারে এ বিষয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মাসিক কমপিউটার জগৎ-এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক গোলাম মুনীর। এছাড়া এ সেমিনারে প্রধান আলোচক হিসেবে ছিলেন দৈনিক জনকণ্ঠের সহকারী সম্পাদক আবির হাসান। সেমিনারের সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ আইসিটি জার্নালিস্ট ফোরামের সভাপতি আহামেদুল ইসলাম বাবু। সেমিনারটি উপস্থাপন করেন বিআইজেএফ-এর সাধারণ সম্পাদক এম. এ. হক অনু। মেলার দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যা

(বাকি অং ৭১ পৃষ্ঠায়)

মেন্ডোসিনো হাইস্কুল সায়েন্স ক্লাবের উদ্যোগ

রোবট চলবে হাইড্রোজেন ফুয়েল সেলে

রোবট চলবে হাইড্রোজেন ফুয়েল সেলে। বিষয়টি নামীদামি বিশ্ববিদ্যালয়ের বা গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গবেষকদের উদ্ভাবন নয়। হাইস্কুল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান ক্লাবের প্রচেষ্টা...

প্রাণ কানাই রায় চৌধুরী
citnewsviewss@yahoo.com

কলের লাঙ্গলের আবির্ভাবে গতানুগতিক কৃষি ব্যবস্থায় যেমনি আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল তেমনি যান্ত্রিক শিল্প যুগের আবির্ভাবে গতানুগতিক শিল্পে উৎপাদন ব্যবস্থায়ও পরিবর্তন লক্ষ করা গেছে। এখানে এসেই যে বিজ্ঞান থেমে গেছে তা নয়। এরপর বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি ঘটেছে। এর ফলশ্রুতিতেই বর্তমানের সব আধুনিক বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটেছে। এই ধারাবাহিকতায় একুশ শতকের সবচেয়ে আকর্ষণ হচ্ছে কমপিউটার উদ্ভাবন এবং কমপিউটিং ক্ষমতাকে মলিকিউল সায়েন্সে প্রয়োগ করে মলিকিউল কমপিউটার উদ্ভাবন। উভয় কমপিউটারের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য থাকলেও কার্যপরিধি কিন্তু একই।

আমরা যে কমপিউটার নিয়ে এখন হৈ-হুল্লোর করছি, এক সময় ছিল যখন তা কল্পনাই করা যেতো না। ঠিক ভবিষ্যতের মলিকিউল কমপিউটার নিয়েও অধিকাংশের অবস্থা তাই। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কমপিউটার, রোবটিক এবং মলিকিউল সায়েন্স এই তিন বিজ্ঞানের সমন্বিত যুগ হবে ভবিষ্যতের সব বিজ্ঞান প্রচেষ্টা। তখন ন্যানো আকৃতির রোবটগুলো মানবীয় গুণাবলী অর্জন ছাড়াও এখনকার অত্যাধুনিক কমপিউটারগুলোর ক্ষমতাসম্পন্ন হবে এবং এ ধরনের রোবট মলিকিউল সায়েন্সে প্রয়োগ করে অপূর্ব কমপিউটিং ক্ষমতাসম্পন্ন সব মলিকিউল কমপিউটার উদ্ভাবন সম্ভব হবে।

সে পরিস্থিতি যে সৃষ্টি হয়নি তা নয়। ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশে হাইস্কুল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান ক্লাবের সদস্যরাই এ ধরনের দৃষ্টান্ত ইতোমধ্যে স্থাপন করেছে। ক্যালিফোর্নিয়ার মেন্ডোসিনো হাইস্কুল সায়েন্স ক্লাবের সদস্যরা এই ধারাবাহিকতায় যুক্ত করেছে হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল চালিত রোবট। ২০০৪ সালে তাদের এই প্রকল্পের কাজ শেষ হলে তখন হয়তো আরো নতুন অনেক কিছুই তারা উদ্ভাবন করতে পারবে। স্কুলের ইলেকট্রনিক্স/ইন্ডিনিয়ারিং পরামর্শক জোনাথন পিয়েকল্স এবং ফিজিক্যাল সায়েন্সের শিক্ষক টোবিন হ্যানের সহায়তা নিয়ে দুপুরের খাবারের সময় কাজ করে শিক্ষার্থীরা এই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে।

তাদের এই বিশেষ রোবট যখন সূর্যের আলোর সংস্পর্শে চলে আসে তখন নিজে থেকেই এতে বিদ্যমান হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল সিস্টেম থেকে চলার জন্যে প্রয়োজনীয় ইন্ধন শক্তি সঞ্চয় করে নিতে পারে। এ জন্যে খরচও হয় খুব কম এবং অনেকক্ষণ চলে।

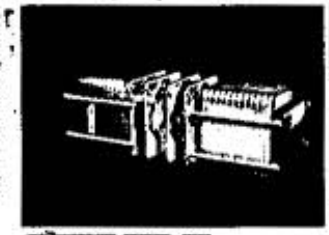

হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল

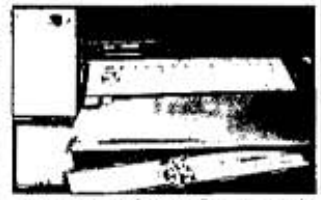

ফুয়েল সেল চালিত এনজি'র ল্যাপটপ

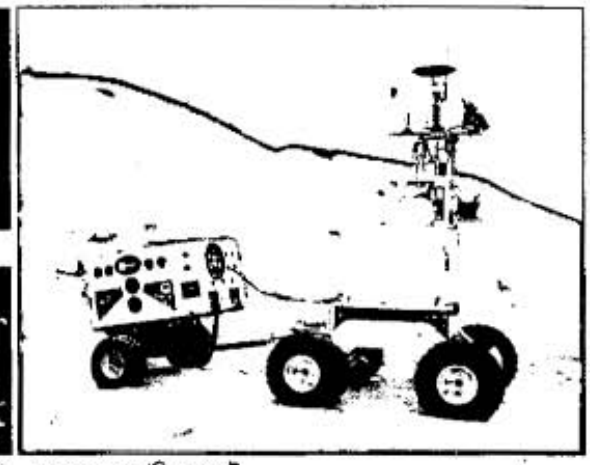

ফুয়েল সেল চালিত রোবট

বিদ্যুৎ বা রিচার্জেবল ব্যাটারীর সহায়তা ছাড়া রোবটকে চালানোর এটি নতুন এক প্রকল্প। এই কাজে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীরা অনেকগুলো প্রকল্প বেছে নিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রী-লেয়ার কনডেকশন (তাপ সঞ্চালন) PEM সেল প্রকল্পটিই চূড়ান্তভাবে তারা স্থির করে। এই প্রকল্পে হাইড্রোজেনের একমুখী প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে ঢেকুর তোলার মতো (burps) অবস্থার সৃষ্টি করে ইন্ধন শক্তি সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করা হয়। এ ধরনের একটি সিস্টেম কোন রোবটে স্থাপন করার পর ১ এম্পিয়ার বিদ্যুতে ৬২ মিনিট সেটি সচল ছিল। এ জন্যে ১.৭৫ লিটার হাইড্রোজেন খরচ হয়েছিল। পরীক্ষামূলক এই প্রচেষ্টার পর উক্ত খুদে বিজ্ঞানীরা এখন চেষ্টা করে দেখছে আরো কম হাইড্রোজেন ব্যয় করে রোবটকে আরো বেশি সময় পরিচালনা করা যায় কি-না।

তাদের এই প্রচেষ্টা যে ব্যর্থ হবে তা নয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতা আছে যেগুলো কাটিয়ে উঠতে অনেক শ্রম ও সময় দিয়ে চেষ্টা চালাতে হবে। বিষয়টি এমনও হতে পারে রোবট চলার ফলে যে, ইন্ধন শক্তির ব্যয় হয় তা আপাতদৃষ্টিতে ধ্বংস হয় মনে হলেও সঠিক নয়। এছাড়া অপচয় হয় যেসব ইন্ধন সেগুলোকে যদি কোন উপায়ে একত্রিত করে পুনরায় প্রসেসিং করে ইন্ধন শক্তিতে পরিণত করা যায় তাহলেও অপচয় হওয়া ইন্ধন শক্তি দিয়ে রোবটকে কিছুটা বাড়তি সময় চালানো যাবে। এ ক্ষেত্রেও তাদের লক্ষ রয়েছে। এ জন্যে তাদের বিশেষ ধরনের সিস্টেমের প্রয়োজন হবে। এগুলো উদ্ভাবন সম্ভব হলে প্রাথমিক পর্যায়ে হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল সিস্টেমের কোন একটির উন্নত সংস্করণ দিয়ে তখন হয়তো কোন রোবট অনেক সময় ধরে চলবে। আর যখন ন্যানো আকৃতির রোবটে এই সিস্টেম স্থাপন সম্ভব হবে তখন এই সূক্ষ্মাকৃতির রোবটগুলো দীর্ঘক্ষণ তো চলবেই তাছাড়া নিজে নিজেই চলার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে।

কমপিউটার ও রোবট নিয়ে যারা ভাবেন সেই ভাবুকরা বা গবেষকরা এখন কী অস্বীকার করতে পারবেন রোবট নিয়ে এই অর্জন এক সময় মলিকিউল কমপিউটিংয়ে প্রয়োগ করা যাবে না। আপাতত বিস্ময় মনে হলেও মলিকিউল কমপিউটারের ধারণা যখন আজকের কমপিউটারের পর্যায়ে চলে আসবে তখন দেখা যাবে সবই বাস্তব। অবাস্তবতার কিছুই নেই। এ থেকেই বলা যায় ভবিষ্যতের রোবটই নয় কমপিউটারও হবে স্বয়ং চালিত। এবং নিজে থেকেই চলার জন্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা এরা অর্জন করবে। ধরুন মানুষের কথা। এরা যেমনি নিজে থেকে বেঁচে থাকার ক্ষমতা অর্জন করে, তেমনি ভবিষ্যতের রোবটগুলো এই বৈশিষ্ট্য অর্জন করবে।

কম ভেলী লি: নিজস্ব ব্রান্ড পিসি নির্মাণ করতে যাচ্ছে

স্টাফ রিপোর্টার

দেশের কমপিউটার হার্ডওয়্যার বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কম ভেলী লি: এখন একটি প্রতিষ্ঠিত নাম। ১৯৯৮ সালের আগস্ট মাসে ঢাকার ১১৪ নিউ এলিফ্যান্ট রোডে ১৩০ বর্গ ফুটের একটি ছোট্ট অফিস নিয়ে যে প্রতিষ্ঠানটির শুভ সূচনা, সেই কম ভেলী লি: এখন নিজস্ব ব্রান্ড পিসি নির্মাণ করতে যাচ্ছে।

কম ভেলী লি: কীভাবে সাফল্য লাভ করেছে তা সবিস্তারে কমপিউটার জগৎ-কে জানিয়েছেন প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক মোহাম্মদ মনির হোসেন। তিনি জানান, কম ভেলী লি:-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ তোফাজ্জল হোসেন চৌধুরীর শ্রম, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা এবং প্রতিষ্ঠানটির কর্মীদের নিরলস পরিশ্রমেই এ সাফল্য এসেছে। আমরা এখন নিজস্ব ব্রান্ড পিসি নির্মাণের চিন্তাভাবনা করছি এবং শিগগিরই তা বাজারে ছাড়া হবে।

মনির হোসেন বলেন, আমার বড় ভাই তোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী সেলিম ও আমি দেশের বাইরে থাকতাম। আমার বড় ভাই একদিন চিন্তা করলেন বিদেশে না থেকে দেশে এসে একটা কিছু করার। সেই চিন্তা থেকেই আমরা দেশে ফিরি এবং একটি কমপিউটার হার্ডওয়্যার প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উদ্যোগ নেই। ১৯৯৮ সালের আগস্ট মাসে এলিফ্যান্ট রোডে ১৩০ বর্গ ফুটের একটি ছোট্ট অফিস ভাড়া নিয়ে ব্যবসা শুরু করি। হার্ডওয়্যার বিশেষ করে স্যামসং মনিটর, প্রসেসর, মাদারবোর্ড লোকাল মার্কেট থেকেই কিনে আমরা প্রথমে বিক্রি করি। ধীরে ধীরে ব্যবসার উন্নতি হতে থাকে। এক বছর পর ১৯৯৯ সীমিত পরিসরে আমরা আমদানি শুরু করি। কোয়ান্টাম হার্ড ড্রাইভ-এর ডিস্ট্রিবিউটর হিসেবে হার্ডওয়্যার আমদানির প্রক্রিয়া শুরু হয়। এরপর একে একে বিভিন্ন হার্ডওয়্যার আমদানি করতে থাকি। সিঙ্গাপুরের ইন্টাম মাইক্রোর মাধ্যমে বর্তমানে কম ভেলী লি: ম্যাক্সটর, সীগেট, ইন্টেল, এপিসি ইউপিএস, ডেল্টা মাদারবোর্ড, মিৎসুমি কীবোর্ড, মিডিয়া কেসিং, মিডিয়া কীবোর্ড, মাউস, স্পীকার, ইত্যাদির ডিস্ট্রিবিউটর হিসেবে ব্যবসা করে আসছি।

মনির হোসেন বলেন, গ্রাহকদেরকে সবচেয়ে ভাল পণ্যটি সরবরাহ করাই আমাদের অন্যতম নীতি। এর ফলে শুরুতে আমাদের যারা গ্রাহক হয়েছিলেন, তারা এখনও কমপিউটারের সব পণ্য আমাদের কাছ থেকেই নিয়ে থাকেন। ১১৪ নিউ এলিফ্যান্ট রোডের পুরো তিন তলা জুড়ে আমাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। এছাড়া আগারগাঁও আইডিবি ভবনে ও এলিফ্যান্ট রোডের আঞ্জনা প্লাজায় দু'টি শো-রুমও রয়েছে। তিনি জানান,

মোহাম্মদ মনির হোসেন

কম ভেলীর ব্যবসায় অনেক উন্নতি হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে এখন ৪০ জনের বেশি লোক জীবিকা নির্বাহ করছে। কম ভেলীকে নিয়ে তারা খুব খুশী এবং এ প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাদের যথেষ্ট যত্ন রয়েছে। কম ভেলী সিঙ্গাপুর, চীন, তাইওয়ান, ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া, কোস্টারিকা ইত্যাদি দেশ থেকে কমপিউটার হার্ডওয়্যার পণ্য আমদানি করে। মনির হোসেন বলেন, বাংলাদেশের বাজারে মালয়েশিয়ার তৈরি স্যামসং-এর মনিটরের চাহিদা বেশি। কম ভেলী গ্রাহকদের সেই মনিটরই সরবরাহ করছে। তিনি জানান, ইন্টেলের সর্বশেষ মডেলের নতুন মাদারবোর্ড শিগগিরই কম ভেলী বাজারে ছাড়বে। তার মতে, কমপিউটারের মার্কেট আগের চেয়ে কয়েকগুণ বেড়েছে এবং ভবিষ্যতে আরো বাড়বে।

কম ভেলী লি:-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক তোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী সেলিমের সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের কথা উল্লেখ করে মনির হোসেন বলেন, তিনি অত্যন্ত ভাল মানুষ। এ প্রতিষ্ঠানে যারা চাকরি করেন, তিনি তাদের সবাইকে এক পরিবারের মতো করে দেখেন। চাওয়া-পাওয়া আমাদের খুব একটা নেই। কম ভেলী লি:-এর আয় থেকে তিনি চাঁদপুরের মতলবে একটি এতিমখানা পরিচালনা করছেন। তার আরেকটি লক্ষ আছে তা হচ্ছে কম ভেলীতে যারা একটানা ১২ বছর চাকরি করবেন, তাদেরকে এ প্রতিষ্ঠানের খরচে হজ্জে পাঠানো। তাছাড়া অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দানের কথাও চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে। মনির হোসেন বলেন, সফটওয়্যারের ব্যাপারে আমরা এখনো কোন চিন্তা-ভাবনা করিনি। হার্ডওয়্যারের মধ্যেই আমরা থাকতে চাই। তবে তিনি জানান, কম ভেলী শিগগিরই নিজস্ব ব্রান্ড পিসি করবেন।

নর্থ-সাউথ ইউনিভার্সিটির পঞ্চম সফটফেয়ার ২০০৪

(৬৭ পৃষ্ঠার পর)

সাড়ে ৬ টায় ডব্লিউএসআইএস কন্সালটেশন: 'রোড ম্যাপ টু তিউনেশিয়া ২০০৫' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ টেলিফোন রেগুলেটরি কমিশনের চেয়ারম্যান সৈয়দ মার্গুব মোর্শেদ। এছাড়া সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন রেজা সেলিম। এই সেমিনারে উপস্থাপনা করেন মাসিক কমপিউটার জগৎ এর সহকারী সম্পাদক এম. এ. হক অনু। মেলার শেষ দিনে গ্লোবাল অপরচুনিটি ফর ইয়োথ অন আইসিটি শীর্ষক এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ আইসিটি জার্নালিস্ট ফোরাম ও বাংলাদেশ ইয়োথ ফোরাম যৌথভাবে এই সেমিনারের আয়োজন করে। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের সচিব সৈয়দ জগলুল পাশা। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিসিএস সভাপতি এস এম ইকবাল এবং এশিয়া প্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ফাইয়াজ খান। এছাড়া বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ আইসিটি জার্নালিস্ট ফোরামের সভাপতি আহামেদুল ইসলাম বাবু, বাংলাদেশ ইয়োথ ফোরামের সভাপতি এ কে জামান ও সেক্রেটারী আব্দুল ওয়াহেদ তমাল। মেলায় মিডিয়া কো-অর্ডিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বাংলাদেশ আইসিটি জার্নালিস্ট ফোরামের নির্বাহী সদস্য মো: আরাফাতুল ইসলাম।

শেষ দিন সন্ধ্যা ৭.০০ শেরাটন হোটেল সেমিনার রুমে এ মেলার সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং যোগাযোগ মন্ত্রী ড. আব্দুল মঈন খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন মো: শাহজাহান। সমাপনী অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন ড. হাফিজ জি এ সিদ্দিকী ও জগলুল পাশা।

প্রধান অতিথি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং যোগাযোগ মন্ত্রী ড. মঈন খান তার বক্তব্যে বলেন, ছাত্রদের সেট প্রকল্পগুলোর সাথে আইসিটি শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্টতার অভাব রয়েছে। ছাত্রদেরকে প্রকল্প তৈরির সময় ব্যবসায়ী দৃষ্টিভঙ্গি রাখতে হবে। নচেৎ তাদের প্রকল্প কার্যকর সফলতা পাবে না।

মেলায় অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রকল্পের ওপর পাঁচটি পুরস্কার এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ওপর তিনটি পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয়। এসব প্রকল্পের বিচারক ছিলেন প্রফেসর ড. কে এস রব্বানী ও মো: জামিল আজহার।

ইতিবাচক এক বিদেশী আইটি তরুণ

মাইকা পার্কার

মুনীর তৌসিফ

কিছু দিন আগে বাংলাদেশে অবস্থান করছিল এক অসাধারণ মার্কিন তরুণ। এই মার্কিন তরুণের বয়েস মাত্র একুশ। লেখাপড়া তেমন একটা করেননি। নেই কোন্ উচ্চতর ডিগ্রী। স্কুলের গন্ডি পেরিয়ে এমনকি কলেজেও পৌঁছাননি। তবে ২০০২ সালে তিনি Shoselene CC অর্জন করেন। কিন্তু আইটি জগতে অসাধারণ কর্মদক্ষতা অর্জন সূত্রে তিনি আজ এ জগতে প্রতিষ্ঠিত।

ওয়াশিংটনের সিয়াটলের কম্প্যুকেয়ারে ১৯৯৯ সালে তিনি শুরু করেন কর্মজীবন। একজন হার্ডওয়্যার টেকনেশিয়ান হিসেবে। আন্তরিক কর্মসূত্রে তিনি সেখানে ব্যাপক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন হার্ডওয়্যার ট্রাবল শুটিং সিস্টেম/সার্ভার ট্রাবল শুটিং, সফটওয়্যার, ওএস এবং ইনপার্সন টেকনিক্যাল সাপোর্ট বিষয়ে। এ কোম্পানিতে তিনি কাজ করেন ২০০০ সাল পর্যন্ত। এরপর যোগ দেন সিয়াটলের 'সিথেবা অনলাইনে'। কোয়ালিটি এসুরেন্স লীডার হিসেবে। সেখানে অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পান এন্টারপ্রাইজ লেভেলের সফটওয়্যার, ওভারসিজ কিউএ প্রসেস এবং বাগ ট্র্যাকিংয়ের ওপর। ২০০১ সালে যোগ দেন জাপানের আকাসাকা'র আলকেমিডিয়া'র ডেভেলপার হিসেবে। সেখানে বাগ ট্র্যাকিং সিস্টেম গড়ে তোলেন। একই বছরে যোগ দেন আরাকানসাসের 'জুবিলী ফিশারিজ'-এ। অভিজ্ঞতা অর্জন করেন প্রসেসর বিষয়ে। সেখানে তার কাজ ছিলো ইনকামিং প্রোডাক্টগুলো অর্গানাইজ, সর্টআউট ও প্রসেস করা এবং কমপিউটার সিস্টেম ও প্রসেস বিষয়ে গবেষণা করা। ২০০১ সালেই তিনি যোগ দেন ওয়াশিংটনের সিয়াটলের ফিনটেক এলএসসি-তে। বর্তমানে তিনি এর ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার। এখানে তাঁর মূল দায়িত্বের মাঝে আছে ডেভেলপারদের টিম ব্যবস্থাপনা, প্রোগ্রামিং ও ডাটাবেজ ব্যবস্থাপনা এবং সার্ভার এডমিনিস্ট্রেশন। কর্মবীর এ যুবকের নাম মাইকা পার্কার।

তার বর্তমান কর্মস্থল ফিনটেক হচ্ছে একটি এপ্লিকেশন সার্ভিস প্রোভাইডার বা এএসপি। এটি যোগান দিচ্ছে সমুদ্রজাত খাবার বিক্রির জন্যে মাল্টিলিঙ্গুয়াল ট্র্যাসেবিলিটি সেলস ম্যানেজমেন্ট এপ্লিকেশন। এ সফটওয়্যার যোগায় একটি একান্ত ও নিরাপদ সেলস এপ্লিকেশন। এর মাধ্যমে গ্রাহকের উন্নততর ক্রয় ও বিক্রি সিদ্ধান্ত সম্পর্কিত অধিকতর ও সময়োপযোগী তথ্য পেতে পারেন। এর ফলে তাদের দক্ষতা বাড়ে। এর বহু ভাষাগত সক্ষমতার কারণে গ্রাহকেরা ও ক্রেতারা তাদের নিজস্ব ভাষার ইন্টারফেস ব্যবহার করতে পারে স্বাচ্ছন্দ্যে।

ফিনটেক-এর এ ধরনের একটি প্রকল্পে যৌথভাবে কাজ করছে বাংলাদেশের একটি সফটওয়্যার ডেভেলপকারী প্রতিষ্ঠান বিজেআইটি বা বাংলাদেশ জাপান ইনফরমেশন টেকনোলজি। নিজেদের কাজের মাধ্যমে প্রকাশ করে মানব সম্পদের সঠিক ব্যবহার। এ সত্যকে সামনে রেখেই ২০০১ সালের ৩০ জুলাই বাংলাদেশ ও জাপানের যৌথ উদ্যোগে আত্মপ্রকাশ ঘটে বিজেআইটি নামের এ প্রতিষ্ঠানের। বিজেআইটি'র উদ্যোগে ২০০২ সালে ৭ জন প্রোগ্রামার জাপান গিয়ে বিশ্বখ্যাত ল্যাব্রস কোম্পানির মাধ্যমে জাপানে গেম ডেভেলপমেন্টের কাজ করে। জাপানে গেম ডেভেলপার এরকম বেশ কয়েকটি কোম্পানি নিটেনদো, তাইতো, সেগা ইত্যাদির সাথে বিজেআইটি কাজ করে। কিছুদিন আগে বিশ্বখ্যাত মোবাইল গেম ডেভেলপার প্রতিষ্ঠান 'তাইতো' নোকিয়া এনগেজ মোবাইলের গেম ডেভেলপের কাজ ল্যাব্রসের কাছে হস্তান্তর করে। চার মাস সময়ের মধ্যে ল্যাব্রস বিজেআইটি'র বাংলাদেশী তরুণ প্রোগ্রামারদের ডেভেলপ করা গেম জমা দিলে বিজেআইটি জাপানি মোবাইল গেম ডেভেলপার প্রতিষ্ঠানের নজরে আসে। বিজেআইটি'র তেমনি কিছু তরুণ এখন ফিনটেক-এর সাথে একযোগে কাজ করছে মাছ বেচাকেনার সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক কিছু সফটওয়্যার মডিউল ডেভেলপের ব্যাপারে। এসব তরুণ প্রোগ্রামারদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার জন্যে আমাদের এ লেখার কেন্দ্রবিন্দু মাইকা পার্কার সম্প্রতি বাংলাদেশে আসেন এক মাসের জন্যে। মূলত বিজেআইটি'র তরুণ প্রোগ্রামারদের সফটওয়্যার মডিউল ডেভেলপের কাজ সুপারভাইজ করেন মাইকা পার্কার।

বিজেআইটি'র সফটওয়্যার ডেভেলপার ও কর্মকর্তাদের মাঝে মাইকা পার্কার'কে ফুলেরতোড়া হাতে দেখা যাচ্ছে

হালকা-পাতলা গড়নের লম্বাটে এ যুবককে প্রথম দর্শনেই মনে হলো তিনি খুব মিতুক, বুদ্ধিদীপ্ত ও কাজপাগল এক মানুষ। সেই সাথে বোঝা গেলো, তিনি সত্যিকার অর্থেই একজন ইতিবাচক তরুণ। নেতিবাচক দিকটা তার মধ্যে নেই বললেই চলে। সে ধারণা আরো পাকাপোক্ত হলো, এ যুবকের সাথে আলাপ করে।

আমরা জানতে চেয়েছিলাম, বাংলাদেশের তরুণ প্রোগ্রামারদের সাথে কাজ করতে গিয়ে এদের সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা কেমন? জানালেন, এরা পরিশ্রমী। বুদ্ধিমত্তা আর দক্ষতা এদের যথাযথ অর্থেই আছে। এদের সাথে কাজ করতে গিয়ে কোনরকম অসুবিধায় পড়তে হয়নি বলেও জানালেন পার্কার। তিনি যখন এদেশের তরুণ প্রোগ্রামারদের নিয়ে কাজ করেন, তখন তার চোখে কোন ভুল-ত্রুটি ধরা পড়েনি, তেমনটি নয়। তবু সে ভুলকে তিনি ভুল বলতে নারাজ! বরং প্রোগ্রামারদেরকে উৎসাহিত করার জন্যে বলতেন; 'ইটস গ্রেট। বাট উই হেভ এ বেটার ওয়ে'।

জানতে চাইলাম, বাংলাদেশ ও ভারতের আইটি খাতের মধ্যে পার্থক্য তার কাছে কতটুকু ধরা পড়েছে? স্মিত হাস্যে কিছুক্ষণ থেমে রইলেন। বুঝতে পারলাম, এ ক্ষেত্রে ইতিবাচক এ যুবক বাংলাদেশের দোষ-ত্রুটিগুলো বলতে নারাজ। কিন্তু জবাব তো একটা দেয়া চাই। বলতে শুরু করলেন : 'আমরা সবাই জানি ভারত একটি বড় দেশ। ভারতে আইটি ক্ষেত্রে অনেক সফল মানুষ আছে। এরই মধ্যে ভারত একটা ইতিহাস সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। ভারতের রয়েছে প্রচুর পরিমাণ ওয়েব পোর্টাল। যেগুলোর মাধ্যমে গোটা বিশ্বের মানুষ আইসিটি সম্পর্কিত জব সম্পর্কে জানতে পারে। সে জন্যে ভারত বেশি বেশি করে কাজ পাবার সুযোগ পাচ্ছে।' শুধু এটুকু বলেই থামলেন পার্কার। বাংলাদেশ সম্পর্কে কিছু বলেন নি। এখানে সত্য বললে বাংলাদেশের নেতিবাচক দিকগুলো আসবে। তাই তো ইতিবাচক মনোভাবের তরুণ পার্কার এখানে থেমে গেলেন। তবে একটা কথা তিনি বলেন, ভারতে আইটি জবে বাংলাদেশের তুলনায় ৪ গুণ বেশি খরচ করতে হয়। একথা বাংলাদেশকে বাইরের দুনিয়ার মানুষকে জানাতে হবে।

সবশেষে বাংলাদেশ সম্পর্কে এক বাক্যে একটা মন্তব্য চাওয়া হলে বললেন, Bangladesh is a Rapidly Changing Beauty। সত্যিই সুন্দর ইতিবাচক এক মন্তব্য। এর মধ্য দিয়ে মাইকা পার্কার তাঁর চরিত্রের ইতিবাচক দিকটাই আমাদের মাঝে আরো পাকাপোক্ত করে তুললেন।

কমপিউটার জগতের খবর

দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল পত্রের জন্য আইসিটি থিমেটিক গ্রুপ গঠন

কমপিউটার জগৎ নিউজ ডেস্ক □ সরকার ত্রিবার্ষিক আবর্তক প্রোগ্রামের (Three years rolling programs) অধীন দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল পত্র শীর্ষক একটি নীতি নির্ধারণী ডকুমেন্ট তৈরির সম্প্রতি উদ্যোগ নিয়েছে। পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিবর্তে এখন থেকে এই কৌশলপত্র সরকারের সব উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের প্রধান দলিল হিসেবে বিবেচিত। এ দলিলের আলোকেই সরকার তিন বছরের আবর্তক উন্নয়ন প্রকল্পগুলো নির্ধারণ করবে। এখন থেকে উন্নয়ন প্রকল্পের প্রধান বিবেচ্য বিষয় হবে দারিদ্র্য বিমোচন। এর সাথে জেন্ডার ইক্যুইটি, প্রো-পুওর গ্রোথ, সেক্টরাল গভর্নেন্স ইত্যাদি বিষয়গুলো প্রাধান্য পাচ্ছে। এই উদ্যোগ সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবকে সভাপতি করে একটি ন্যাশনাল স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ কমিটি ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি সভা করেছে এবং সুনির্দিষ্ট কিছু সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেছে। এই কমিটি দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র প্রণয়নের অংশ হিসেবে বিভাগীয় সদর দপ্তরগুলোর সাথে পরামর্শ সভাও করছে। তারা বিভিন্ন থিমেটিক গ্রুপ, বিভিন্ন এনজিও, দাতা গোষ্ঠির সাথেও ঘনিষ্টভাবে কাজ করছে।

'দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল পত্র' প্রণয়নের লক্ষ্যে সরকার ইতোমধ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা এবং বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ে ১২টি থিমেটিক গ্রুপ গঠন করেছে। এসব বারোটি গ্রুপের অন্যতম প্রধান একটি গ্রুপ হচ্ছে ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি এন্ড টেকনোলজি পলিসি। এ গ্রুপের সার্বিক দায়িত্বে রয়েছেন বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়। এ মন্ত্রণালয়কে সহযোগিতা করছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন, বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিল, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন। ■

ওয়্যারলেস ব্রডব্যান্ড প্রযুক্তি WiMax আসছে

ইন্টেল ও এলকাটেল যৌথ উদ্যোগে ওয়্যারলেস ব্রডব্যান্ড প্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে সম্প্রতি কাজ শুরু করেছে। ওয়াই-মেক্স নামক এই প্রাযুক্তিক সহায়তায় মোবাইল ফোন ও ল্যাপটপ ব্যবহারকারীরা ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারবে। এই সুবিধায় ২৫ মাইল রেঞ্জের মধ্যে ৭০ মে.বা. স্পীডে ডাটা ট্রান্সমিশন সুবিধা নেয়া যাবে।

এ লক্ষ্যে ইন্টেল সিমেন্সের সাথেও একটি সহায়তামূলক চুক্তি করবে। এছাড়া ওয়াই-ফাই, ওয়্যাইম্যাক্স এবং গ্রীডি টেকনোলজির মধ্যে যাতে আন্তঃযোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করা যায় সে লক্ষ্যে তারা চেষ্টা চালাবে। ■

১১-১৫ মে হংকংয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে গ্লোবাল আইসিটি সামিট ২০০৪

১১-১৫ মে ২০০৪ হংকংয়ে অনুষ্ঠিত হবে গ্লোবাল আইসিটি সামিট ২০০৪। সাইবার পোর্ট হংকংয়ে অনুষ্ঠিতব্য এই সম্মেলনে বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রী ড. আবদুল মঈন খান মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন। ২১টি দেশের ৪ শতাধিক কমপিউটার বিজ্ঞানী, গবেষক ও বিশেষজ্ঞ এ সম্মেলনে অংশ নিবেন। সম্মেলনে 'ডিজিটাল ডিভাইড' সম্পর্কে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর সার্বিক পরিস্থিতি আলোচনা করা হবে এবং আলোচনা শেষে একটি সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হবে।

সম্মেলনে অস্ট্রেলিয়া, বাহরাইন, বাংলাদেশ, ব্রাজিল, কানাডা, ইকুইডেটর, মিশর, ফ্রান্স, চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইটালী, কেনিয়া, ফিলিপাইন, রোমানিয়া, সিঙ্গাপুর, স্লোভানিয়া, স্লোভেক রিপাবলিক, সুদান, উগান্ডা এবং যুক্তরাষ্ট্র অংশ নেবে। গ্যাবড (গ্লোবাল এলাইন্সে ফর ব্রিজিং ডিজিটাল ডিভাইড) এই সম্মেলনের আয়োজক। তাদের সহায়তা করছে হংকংয়ের ইন্টারনেট প্রফেশনাল এসোসিয়েশন, সাইবারপোর্ট ও হংকং চেম্বার অফ কমার্স। বিস্তারিত জানা যাবে www.esdlife.com /campaign/global-ict সাইটে। ■

উইন্ডোজের বিকল্প লিনআক্স ভিত্তিক ওএস গঠনের লক্ষ্যে জাপান, চীন ও দক্ষিণ কোরিয়ার যৌথ উদ্যোগ

মাইক্রোসফটের মনোপলি ভাঙ্গার লক্ষ্যে উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম-এর বিকল্প ওএস ডেভেলপের উদ্যোগ নিয়েছে জাপান, চীন ও দক্ষিণ কোরিয়া। এই যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে লিনআক্সভিত্তিক একটি ওএস ডেভেলপ করা হবে। এ লক্ষ্যে দেশগুলোর উচ্চ পর্যায়ের নীতি নির্ধারকদের এক বৈঠক সম্প্রতি বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে লিনআক্স ভিত্তিক ওএস ডেভেলপের জন্যে একটি স্ট্যান্ডার্ড নির্ধারণের বিষয়টি গুরুত্ব পায়। বৈঠকে পূর্ব এশিয়ার বেশ কয়েকটি দেশের হাইটেক কোম্পানির প্রতিনিধিরা অংশ নেন। এসব কোম্পানির মধ্যে হিটাচি লি: এনটিটি ডাটা কর্পো., ফুজিৎসু লি:, আইবিএম জাপান লি:, এনইসি কর্পো., নোমুরা রিসার্স ইনস্টিটিউট এবং মাতসুমিতা ইলেকট্রিক্যাল কোং লি: অন্যতম।

এ বৈঠকে লিনআক্স নির্ভর ওএস ডেভেলপের জন্যে উন্নত প্রাযুক্তিক জ্ঞান শেয়ার, কমপিউটার সিস্টেম সিকিউরিটি, নামমাত্র খরচের ওএস ডেভেলপ সংক্রান্ত বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়। জাপানের ইকোনমি, ট্রেড ও ইন্ডাস্ট্রি মন্ত্রণালয় সম্প্রতি এই তথ্য প্রকাশ করে। ■

আইএসপিএবি'র ইন্টারনেট ফেয়ার ২০০৪

ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ১৫ এপ্রিল শুরু হচ্ছে

ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ (আইএসপিএবি)-এর উদ্যোগে প্রথম বারের মতো আয়োজিত ইন্টারনেট ফেয়ার ২০০৪ অনুষ্ঠানের তারিখ সম্প্রতি পিছানো হয়েছে। ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ৩১ মার্চ থেকে ৩ এপ্রিল এই মেলা অনুষ্ঠানের কথা থাকলেও সরকারি এক সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে মেলার তারিখ পিছানো হয়। এসোসিয়েশন সূত্রে জানানো হয়েছে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের এক চিঠিতে মেলা অনুষ্ঠানের বরাদ্দপত্র বাতিল করায় এসোসিয়েশন বাধ্য হয়ে মেলার তারিখ পিছিয়ে নেয়। উক্ত মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ঢাকায় সার্ক কালচারাল ফেস্টিভ্যাল অনুষ্ঠিত হওয়ার কারণে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন ব্যবহারের অনুমতি বাতিল করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে আইএসপি এসোসিয়েশনের সভাপতি আক্তারুজ্জামান মঞ্জু জানিয়েছেন, মেলার তারিখ পিছানো হলেও ১৫ এপ্রিল থেকে ১৮ এপ্রিল পর্যন্ত এই মেলা যথাস্থানে অনুষ্ঠিত হবে। এ ব্যাপারে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এসোসিয়েশনকে মৌখিকভাবে উক্ত স্থান বরাদ্দের আশ্বাস দিয়েছে।

এসোসিয়েশনের মতে, এই মেলা অনুষ্ঠানের তারিখ পিছানোয় আপাতত বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হলেও এসোসিয়েশন ত্বরিত উদ্যোগ নেয়ায় সে সমস্যা অনেকটা কাটিয়ে উঠতে পারবে। এসোসিয়েশন দ্বিপাক্ষিক যোগাযোগ অব্যাহত রেখে চলেছে। যাতে মেলা পূর্ব প্রস্তুতি অনুযায়ী অনাড়ম্বরভাবে অনুষ্ঠিত হয় সে লক্ষ্যে কাজও করে যাচ্ছে। ■

হোম প্যাক সার্ভিস সমন্বিত ডেফোডিল পিসি বাজারে

দেশীয় ব্রান্ড পিসি নির্মাতা ডেফোডিল কমপিউটারস তাদের ডেফোডিল পিসিতে সম্প্রতি হোম প্যাক সার্ভিস সমন্বিত করেছে। ১ থেকে ৩ বছর মেয়াদের এই হোম সার্ভিস পিসি কেনার সময় বা কেনার পরে যেকোন সময় নির্ধারিত ফী দিয়ে গ্রহণ করা যায়। এই সার্ভিস কিনে গ্রাহকরা বাড়িতে বসেই ডেফোডিল পিসি সম্পর্কিত যেকোন সেবা গ্রহণ করতে পারবেন। যোগাযোগ: ৯১১৬৬০০। ■

আইইউবি চট্টগ্রামে ওরাকল কোর্স চালু

ইন্ডিপেন্ডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ (আইইউবি)-এর এক্সটেনশন এন্ড কন্টিনিউয়িং এডুকেশন সেন্টার (ইসিইসি) সম্প্রতি ওরাকল ৯i এসিকিউএল বিষয়ক সার্টিফিকেট কোর্স চালু করেছে। এই কোর্সে ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। আইইউবি চট্টগ্রাম শাখার সমন্বয়কারী ও প্রধান ড. সাইদরুল হক এই কোর্সের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। ■

আরএম সিস্টেমস'র অফিস স্থানান্তর

বাংলাদেশে জেটওয়ে, চিকনি ও স্পার্কল-এর কমপিউটার সামগ্রী বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠান আরএম সিস্টেমস'র ৮২ ল্যাবরেটরি রোডস্থ অফিস সম্প্রতি ৩৯ নিউ এলিফেন্ট রোডে স্থানান্তর করা হয়েছে। কাজী ভবনের ৫ম তলায় এই অফিসে সম্মানিত ক্রেতা সাধারণকে যোগাযোগের অনুরোধ জানানো হয়েছে। যোগাযোগ: ৮৬২৯০৪৯। ■

৮ সদস্যবিশিষ্ট বিসিএস'র সিলেট শাখা গঠিত

বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতি (বিসিএস)-এর সিলেট শাখা সম্প্রতি গঠন করা হয়েছে। সিলেটে সম্প্রতি আনুষ্ঠানিকভাবে ৮ সদস্যের এই এডহক কমিটির ঘোষণা দিয়েছেন বিসিএস নেতৃবৃন্দ। এ উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মোসলেহ উদ্দিন আহমেদ এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন বিসিএস'র সাবেক সভাপতি মোস্তাফা জব্বার। এছাড়া অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বিসিএস সভাপতি এসএম ইকবাল, সাধারণ সম্পাদক আলী আশফাক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফয়জুল্লাহ খান, নির্বাহী সদস্য আজীজ রহমান এবং এটি শফিক উদ্দিন আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

এই অনুষ্ঠানে বিসিএস'র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের সংবর্ধনা ও সিলেট শাখার এডহক কমিটি ঘোষণা দেয়া হয়। এই কমিটিতে স্থানীয় কমপিউটার ব্যবসায়ী ড. তৌফিক আর চৌধুরী সভাপতি এবং মোহাম্মদ কামরুজ্জামানকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচন করা হয়েছে।

এই কমিটি ১২ থেকে ১৬ এপ্রিল সিলেটে কমপিউটার মেলার আয়োজন করবে। এ লক্ষ্যে যাবতীয় প্রস্তুতি পর্ব এগিয়ে চলছে। ■

লেক্সমার্ক এমএফপি প্রিন্টার কমপিউটার সোর্সের বাংলাদেশে বাজারজাত

বাংলাদেশে লেক্সমার্ক প্রিন্টারের একমাত্র পরিবেশক কমপিউটার সোর্স লি: সম্প্রতি মাল্টিফাংশন প্রিন্টার (এমএফপি) বাজারজাত শুরু করেছে। এ উপলক্ষে সম্প্রতি একটি স্থানীয় হোটেলে এই পণ্য প্রদর্শন করা হয়। দু'দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে ব্যাংক, বীমা ও কর্পোরেট পর্যায়ের গ্রাহক এবং কমপিউটার সোর্সের মাস্টার রিসেলার ও বিজনেস পার্টনারগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে এমএফপি সম্পর্কে বিস্তারিত জানান লেক্সমার্ক সিঙ্গাপুর প্রা: লি:-এর বাংলাদেশে কান্ট্রি ম্যানেজার ভু ট্রান। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে লেক্সমার্ক সিঙ্গাপুরের কান্ট্রি ম্যানেজার আন্ড তিয়াং হিং এবং কমপিউটার সোর্স লি:-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এএইচ এম মাহফুজুল আরিফ বক্তব্য রাখেন।

লেক্সমার্ক এমএফপি 7X630

এই পণ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একে লেক্সমার্ক T63 সিরিজের লেজার প্রিন্টারের সাথে যুক্ত করে ফটোকপি, স্ক্যান ও ফ্যাক্স করা যায়। এতে ডকুমেন্ট ফিডার ছাড়াও প্রত্যেক ব্যবহারকারীর জন্য আলাদা মেইল আউটপুট বক্স রয়েছে। ■

সিটিআইটি ২০০৩-এর র‍্যাফেল ড্র অনুষ্ঠিত

শেরে বাংলা নগর ঢাকায় অবস্থিত বিসিএস কমপিউটার সিটিতে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত 'সিটিআইটি ২০০৩' মেলায় টেকভিউ, মবিকন কমপিউটারস, রিশিত কমপিউটারস এবং ফোরসাইট কমপিউটারস ঘোষিত র‍্যাফেল ড্র'র ফলাফল সম্প্রতি ঘোষণা করা হয়েছে। র‍্যাফেল ড্র-তে টিকেট নং ০৫৬২ প্রথম, ০৬২৪ দ্বিতীয় এবং ০৫৫৮ তৃতীয় হয়েছে। প্রথম বিজয়ীকে ঢাকা-সিঙ্গাপুর-ঢাকা, দ্বিতীয় বিজয়ীকে ঢাকা-মালয়েশিয়া-ঢাকা এবং তৃতীয় বিজয়ীকে ঢাকা-ব্যাংকক-ঢাকা বিমান টিকেট দেয়া হবে। বিজয়ীদের উক্ত ৪টি প্রতিষ্ঠানে যোগাযোগ করে পুরস্কার গ্রহণের অনুরোধ জানানো হয়েছে।

এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে এই র‍্যাফেল ড্র অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বিসিএস কমপিউটার সিটি কমিটির প্রাক্তন সভাপতি আহমেদ হাসান জুয়েল, প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক আজিমউদ্দিন আহমেদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। ■

অন-লাইন ব্যাংকিং সেবা চালুর লক্ষ্যে স্কয়ার-আইএফআইসি'র চুক্তি

আইএফআইসি ব্যাংকের অন-লাইন ব্যাংকিং সার্ভিস চালুর লক্ষ্যে সম্প্রতি প্রতিষ্ঠানটি স্কয়ার ইনফরমেটিক্সের সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এই চুক্তির শর্তানুযায়ী আইএফআইসি ব্যাংক স্কয়ার ইনফরমেটিক্সের ভি-স্যাট কানেক্টিভিটি সলিউশন সার্ভিস গ্রহণ করে গ্রাহকদের অন-লাইন ব্যাংকিং সেবা প্রদান করবে।

চুক্তিপত্রে আইএফআইসি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আতাউল হক এবং স্কয়ার ইনফরমেটিক্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক চার্লস সি আর পত্র স্বাক্ষর করেন। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিটিআরসি'র চেয়ারম্যান সৈয়দ আশ্রব মোরশেদ এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন আইএফআইসি ব্যাংকের চেয়ারম্যান মনজুরুল ইসলাম। ■

বাংলায় কমপিউটার প্রসেসিং শীর্ষক আইইউবি'র সেমিনার

ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ (আইইউবি)-এর উদ্যোগে বাংলায় কমপিউটার প্রসেসিং শীর্ষক এক সেমিনার সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বজলুল মবিন চৌধুরী, পরিচালক ড. এম আনোয়ার, বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কের সহসভাপতি আবুল হাসান, বাংলায় কমপিউটার ব্যবহার বিষয়ক কর্মসূচি এনসিবিপি'র চেয়ারম্যান ড. এম লুৎফর রহমান। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজির ড. এম মোত্তালিব। সেমিনারে ৩টি কারিগরি অধিবেশনে ২৩টি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। সেমিনারে বক্তারা একটি স্ট্যান্ডার্ড কীবোর্ড প্রণয়নের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। ■

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে উইন্ডোজ ও লিনআক্সভিত্তিক নেটওয়ার্কিং কর্মশালা

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপিউটার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে আয়োজিত সপ্তাহব্যাপী উইন্ডোজ ও লিনআক্স নেটওয়ার্কিং বিষয়ক কর্মশালা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপিউটার বিভাগ, ইনফরমেশন বিভাগ ও ইলেকট্রনিক্স বিভাগের ৬০ জন শিক্ষার্থী অংশ নেয়। কর্মশালা শেষে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের সনদ প্রদান করা হয়। ■

ঢাকা মাইক্রো সিস্টেমস'র সিসকো প্রিমিয়ার পার্টনারশীপ অর্জন

ঢাকা মাইক্রো সিস্টেমস লি: সম্প্রতি সিসকো সিস্টেমসের প্রিমিয়ার সার্টিফাইড পার্টনারশীপ অর্জন করেছে। বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠানটি এই প্রথম সার্টিফিকেট অর্জন করে। প্রতিষ্ঠানটি অনেক দিনযাবৎ নেটওয়ার্কিং সার্ভিস, এন্টারপ্রাইজ নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি সার্ভিস, টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তি, সফটওয়্যার, ওয়েব ডিজাইন, কমপিউটার সামগ্রী সরবরাহ ও পরামর্শকের সেবা দিচ্ছে।

এনসিসি'র ই-বিজনেস কোর্স বাংলাদেশে চালু

এনসিসি এডুকেশন (ইউকে) সম্প্রতি বাংলাদেশে ই-বিজনেস বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) কোর্স আনুষ্ঠানিক চালু করেছে। সম্প্রতি এই কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন এনসিসি'র কোয়ালিটি ও স্ট্যান্ডার্ড বিভাগের প্রধান মাইকেল হেইগ। এই অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বার অব কমার্সের পরিচালক মো: সবুর খান, বাংলাদেশে এনসিসি ফোরামের প্রেসিডেন্ট এস. কবীর আহমেদ ও ভুঁইয়া ইনস্টিটিউট অফ আইটির নির্বাহী পরিচালক তৌহিদ আই ভুঁইয়া প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

যুক্তরাজ্যের হাডার্সফিল্ড ও লন্ডন মেট্রোপলিটন বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত এই কোর্স সম্পন্ন করতে ৩ লাখ টাকা খরচ হবে। ■

এপসন C41SX প্রিন্টারের স্ক্যাচ-এন-উইন প্রতিযোগিতার পুরস্কার প্রদান

বাংলাদেশে এপসনের অথোরাইজড ডিস্ট্রিবিউটর ফ্লোরা লি: সম্প্রতি এপসন C41SX প্রিন্টারের স্ক্যাচ-এন-উইন প্রতিযোগিতার পুরস্কার প্রদান করেছে। সেপ্টেম্বর ২০০৩ থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সারা দেশে এ প্রতিযোগিতা চলে। প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের টেলিভিশন, ডিভিডি, মাইক্রোওয়েভ ওভেন এবং মোবাইল ফোন পুরস্কার দেয়া হয়।

অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ করছেন মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম

এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ফ্লোরা লি:-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম, পরিচালক মোস্তফা সামসুল ইসলাম, হোসেইন শহিদ ফিরোজ, উপদেষ্টা এম এ আজিম প্রমুখ। ■

আইবিসিএস প্রাইমেক্স জব ফেয়ার ২০০৪ অনুষ্ঠিত

কমপিউটার প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান আইবিসিএস প্রাইমেক্সের উদ্যোগে সম্প্রতি দু'দিনব্যাপী আইবিসিএস প্রাইমেক্স জব ফেয়ার ২০০৪ অনুষ্ঠিত হয়। বিজ্ঞান, তথ্য প্রযুক্তি এবং যোগাযোগমন্ত্রী ড. আবদুল মঈন খান এই কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্রিটিশ কাউন্সিলের শিক্ষা কেন্দ্রের ব্যবস্থাপক মার্ক বার্থোলোমিও, বেসিস-সভাপতি সারোয়ার আলম, আইবিসিএস প্রাইমেক্সের চেয়ারম্যান এ তৌহিদ প্রমুখ। মেলায় দ্য সিটি ব্যাংক, বিডিজবস ডট কম, আইবিসিএস-প্রাইমেক্স, বসুন্ধরা গ্রুপ ও ব্রিটিশ কাউন্সিলসহ ২০টি প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়।

জব ফেয়ারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে ড. আবদুল মঈন খান

এই চাকরি মেলায় তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষ স্নাতক ও বিভিন্ন কোর্সের শিক্ষার্থীদের জীবনবৃত্তান্ত এবং এক কপি পাসপোর্ট আকারের ছবিসহ অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে যোগাযোগের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে শূন্য পদের সংখ্যা, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি তথ্য সম্বলিত একটি তালিকা প্রদর্শন করা হয়। মেলা থেকে দক্ষ তথ্য প্রযুক্তিবিদদের নিয়োগের লক্ষ্যে তাৎক্ষণিক ইন্টারভিউ নেয়ার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। ■

গ্লোবাল ব্রান্ডের প্যানাসনিক ও ক্রিয়েটিভের ডিস্ট্রিবিউটরশীপ অর্জন

কমপিউটার সামগ্রী বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠান গ্লোবাল ব্রান্ড (প্রা:) লি: স্পিকার নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ক্রিয়েটিভ এবং ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী নির্মাতা প্রতিষ্ঠান প্যানাসনিক-এর বাংলাদেশে ডিস্ট্রিবিউটরশীপ অর্জন করেছে। এ লক্ষ্যে সম্পাদিত চুক্তির শর্তানুযায়ী কোম্পানি দুটির স্পিকার ও ফ্লপি ডিস্ক গ্লোবাল ব্রান্ড বাংলাদেশে বাজারজাত করবে। গ্লোবাল ব্রান্ডের শো-রুম এবং সব ডিলারদের কাছে এসব পণ্য এখন পাওয়া যাচ্ছে। ■

কুইক বুক সফটওয়্যার ইনস্টলসহ এইচপি সার্ভার বিক্রির উদ্যোগ

এইচপি সম্প্রতি সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা ইনটিউট ইঙ্কের একাউন্টিং সফটওয়্যার ইনস্টল সার্ভার বাজারজাত করবে। এইচপি সার্ভার বাজারে ছোট ও মাঝারি পর্যায়ের ক্রেতাদের আকর্ষণ বাড়ানোর জন্যে এই উদ্যোগ নিয়েছে। এই সফটওয়্যার এইচপি প্রোলিয়েন্ট সার্ভারে বেন্ডিং অবস্থায় থাকবে। ৩১ জানুয়ারি সমাপ্ত প্রান্তিকে এই সফটওয়্যার বিক্রি করে ইনটিউট ইঙ্ক ১১ কোটি ৩ লাখ ডলার আয় করে। ■

সিটিসেল মোবাইল ফোনে ওয়ানএক্স ও রিম সুবিধা যুক্ত হচ্ছে

দেশের প্রথম মোবাইল ফোন অপারেটর সিটিসেল সম্প্রতি ঘোষণা দিয়েছে গ্রাহকদের সুবিধার্থে তারা খুব শীঘ্রই মোবাইল ফোনে ওয়ানএক্স প্রাযুক্তিক সুবিধা যুক্ত করবে। এই সুবিধায় মাল্টিমিডিয়া ম্যাসেজিং সার্ভিস নেয়া যাবে। অর্থাৎ অডিও, টেক্সট, ছবি সমন্বিত শর্ট ম্যাসেজ লেনদেন করা যাবে। তাছাড়া সিটি সেলের রিমুভেবল ইউজার ইনফরমেশন মডিউল (RUIM-রিম) নির্ভর হ্যান্ডসেট খুব শিগগিরই বাজারে আসবে। এতে গ্রাহকরা যে কোন সময় পছন্দ অনুযায়ী মোবাইল ফোন সেট পরিবর্তন করে নিতে পারবে।

সম্প্রতি চট্টগ্রামে সিটিসেলের নতুন অফিস উদ্বোধনের সময় সিটিসেলের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এসব তথ্য প্রকাশ করেন। চট্টগ্রাম অফিসের কার্যক্রম আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিনিয়োগ বোর্ডের চেয়ারম্যান মাহমুদুর রহমান। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে সিটিসেলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফয়সাল মোরশেদ খান এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ক্রিস ম্যালোয়সহ অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। এই অফিস উদ্বোধনের আগে রুম মূল্যের একটি আকর্ষণীয় প্যাকেজ ছাড়া হয়। এতে প্রচুর সাড়া মিলে।

নতুন অফিস উদ্বোধনের আগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এ সময় প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জানিয়েছেন চলতি বছরের মধ্যে সিটিসেল চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি, বাঁশখালী, নাজিরহাট, চন্দনাইশ, রাঙ্গুনিয়া, লোহাগাড়া, বোয়ালখালী ও কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলায় সিটিসেলের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করা হবে। এতে এই এলাকার গ্রাহকরা সর্বনিম্ন রুলরেটে দেশে বিদেশে কথা বলতে পারবে। ■

সিমেন্সের পেনফোন উদ্ভাবন

সিমেন্স সম্প্রতি কলম আকৃতির একটি মোবাইল ফোন উদ্ভাবন করেছে। এই পেনফোন এর একটি প্রটোটাইপ সম্প্রতি জার্মানির হ্যানয়ে অনুষ্ঠিত সিবিট ২০০৪ মেলায় প্রদর্শন করা হয়। এটি হাতে লেখা যে কোন টেক্সট ম্যাসেজ পড়ে তা এসএমএস-এ রূপান্তর করতে পারবে। এই মোবাইল পেনফোন রিলিজের তারিখ এখনো নির্ধারণ করা হয়নি। ■

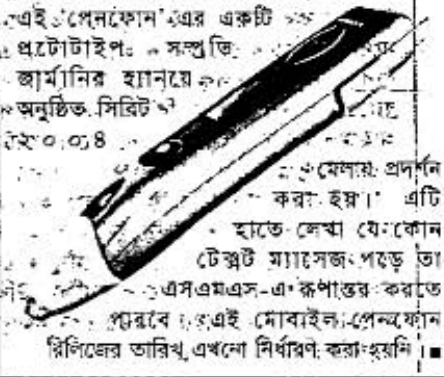

বগুড়ায় কমপিউটার সোর্স ও কমপিউটার বিক্রেতাদের সাথে মত বিনিময়

সম্প্রতি বগুড়ার কমপিউটার বিক্রেতাদের সাথে কমপিউটার সোর্স লি.-এর কর্মকর্তাদের একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কমপিউটার সোর্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ এইচ এম মাহফুজুল আরিফ, উপদেষ্টা মোস্তাফা জব্বার, নির্বাহী পরিচালক এ ইউ খান জুয়েল, মহাব্যবস্থাপক মুহিবুল হাসান, সহ ব্যবস্থাপক এ এম মনোয়ার সাগর এবং বিক্রয় কর্মকর্তা মেহেদী হাসান তানিম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

করতোয়া সম্মেলন কেন্দ্রে দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এই মত বিনিময় সভায় বগুড়ার কমপিউটার বিক্রেতাগণ এই অঞ্চলে কমপিউটারের বাজার সম্প্রসারণ এবং কমপিউটার ব্যবসায়ের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে খোলামেলা আলোচনা বিনিময় করেন।

সভায় এম এম ইন্টারন্যাশনালের এস এম মারুফ আনসারি, টোকেন রিং-এর মোঃ মাহমুদুর রহমান, এল ডোরাডো-এর ফিদা হাসান মোঃ রাফি, সিটি কমপিউটার-এর কামরুজ্জামান, সাইবার সিস্টেমস-এর মোঃ মশিউর রহমান জুয়েল, কমপিউটার ডিভাইস-এর আসাদুজ্জামান শফিক, পেন্টাকম-এর রেজাউল করিম, কোবাইট কমপিউটার-এর ইকবাল চৌধুরী, সিলিকন ভ্যালীর এইচ এম শাহেদ এবং ওয়েভটেক-এর মোঃ রুহুল আমিন বক্তব্য রাখেন। কুষ্টিয়ার কমপিউটার বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান ইউনিকম-এর মুন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

মোবাইল ডট কমের কার্যক্রম শুরু

মোবাইল ফোন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান মোবাইল ডট কম কোং লি:-এর কার্যক্রম সম্প্রতি আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিজ্ঞান তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রী ড. আব্দুল মঈন খান। প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান মো: আনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে জাতীয় প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শওকত মাহমুদ, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটের সাধারণ সম্পাদক সালেহ শিবলী, প্রতিষ্ঠানের পরিচালক মো: মোশারফ হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিষ্ঠানটি মোবাইল প্রশিক্ষণ ছাড়াও সার্ভিসিংয়ের কাজ করছে। প্রতিষ্ঠানটির সিলেট, বরিশাল ও নরসিংদীতে শাখা রয়েছে।

জ্ঞানকোষ প্রকাশনীর এডোবি ফটোশপ সিএস এন্ড ইমেজ রেডি ৮ ও ৭ প্রকাশ

কমপিউটার প্রকাশনী জ্ঞানকোষ সম্প্রতি প্রকাশ করেছে এডোবি ফটোশপ সিএস এন্ড ইমেজ রেডি ৮ ও ৭। বাপ্পি আশরাফ রচিত এই বইয়ে ১৪টি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে ২৪ ঘন্টায় ফটোশপ শেখার ২৩টি প্রজেক্ট সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। এছাড়া অন্যান্য অধ্যায়ে যথাক্রমে স্পেশাল ইফেক্ট তৈরি, বেসিক লেয়ার, পেন টুল ব্যবহার, ম্যাস্ক ও চ্যানেল, পেইন্টিং, ফিল্টার ব্যবহার, ফটো রিটাচিং, ভেক্টর শেপ ও ক্লিপিং পাথ, গো টু প্রেস, ইমেজ রেডি, এডভান্সড এনিমেশন, ওয়েব পেজে কাজ করা এবং এডভান্স ওয়েব পেজ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় লেখা প্রায় সাড়ে ৫শ' পৃষ্ঠার এই বই সিডি ছাড়া ২৫০ টাকা এবং সিডিসহ ৩০০ টাকায় বিক্রি করা হয়েছে। বইটি বাংলাদেশ ও কলকাতায় জ্ঞানকোষের পরিবেশকদের কাছে পাওয়া যাচ্ছে।

গ্লোবাল ব্রান্ডের প্লেক্সটর Px 708A ডিভিডি R/RW এবং সিডি R/RW বাজারজাত

বাংলাদেশে প্লেক্সটরের অথোরাইজড ডিস্ট্রিবিউটর গ্লোবাল ব্রান্ড (প্রা:) লি: প্লেক্সটর Px-708A মডেলের ডিভিডি R/RW এবং সিডি R/RW সম্প্রতি বাংলাদেশে বাজারজাত শুরু করেছে। ৮-ইন-ওয়ান এই কম্বো ড্রাইভ 8X DVD+R, 4X DVD-R, 4X DVD+RW, 2X DVD-RW, 12X DVD-ROM, 40X CD-R, 24X CD-RW এবং 40X CD-ROM; DVD+RW ব্যাকগ্রাউন্ড ফরম্যাট ও DVD+VR ফরম্যাট সাপোর্ট ফিচার সম্পন্ন। উইন্ডোজ ৯৮ এসই, মি., ২০০০ ও এক্সপি ওএস সাপোর্টকারী এই ডিভিডি রাইটার ১ বছরের পূর্ণ ওয়ারেন্টিতে বিক্রয় করা হচ্ছে।

প্লেক্সটর PX-708A ডিভিডি ড্রাইভ

এপলের সিঙ্গেল প্রসেসর এক্সসার্ভার G5 বাজারে

এপল কমপিউটার ইঙ্ক সম্প্রতি Xserver G5 বাজারজাত শুরু করেছে। গত ফেব্রুয়ারি এই সার্ভার বাজারজাতের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়া হলেও অনির্ধারিত কারণে মার্চের দ্বিতীয়ার্ধে এটি বাজারে ছাড়া হয়। এই রেকমাউন্টিং সার্ভার ডুয়েল ২ গি.হা. মডেলে বাজারে এসেছে। এতে ৮ গি.বা. পিসি ৩২০০ এরর কারেক্টিং কোড (ECC) মেমরি, সর্বোচ্চ ৭৫০ গি.বা. স্টোরেজ সুবিধা, ডুয়েল অনবোর্ড গিগাবিট ইথারনেট, অপশনাল ইন্টারনাল RAID, ডুয়েল পিসিআই-এক্স স্লট এবং ফায়ারওয়্যার ৮০০ ও ইউএসবি ২.০ পোর্ট সমন্বিত করা হয়েছে। এই সার্ভার ম্যাক ওএস এক্স সার্ভার v10.3 আনলিমিটেড ইউজার লাইসেন্স সুবিধায় ইনস্টল অবস্থায় বাজারে আসছে। সিঙ্গেল প্রসেসর সার্ভার ২,৯৯৯ ডলার এবং ডুয়েল প্রসেসর ৩,৯৯৯ ডলারে বাজারজাত করা হচ্ছে।

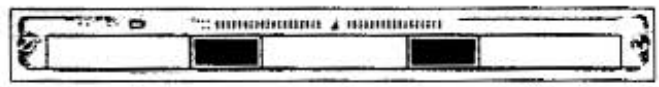

এক্সসার্ভার G5

এক্সেল টেকনোলজিস-এর অফিস স্থানান্তর

লাইটঅনের বাংলাদেশে সোল ডিস্ট্রিবিউটর এক্সেল টেকনোলজিস লি:-এর কর্পোরেট অফিস সম্প্রতি স্থানান্তর করা হয়েছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানের কর্পোরেট কার্যক্রম বাড়ি ৩২, সড়ক ৩, ধানমণ্ডি, ঢাকা-১২০৫ থেকে পরিচালনা করা হচ্ছে।

সম্প্রতি এই অফিসের কার্যক্রম আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান অলোক সাহা এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক গৌতম সাহা, গ্লোবাল ব্র্যান্ডের আব্দুল ফাত্তাহ, বিসিএস-এর সভাপতি আহমেদ হাসান, জে. এ. এন. এসোসিয়েটস-এর আব্দুল্লাহ এইচ. কাফী, এলগেরী কমপিউটারের ফারুক চৌধুরী, সেফ আইটি'র মো: আক্তারুজ্জামান, সিস ইন্টা.'র আক্তার হোসেন খান, স্বরনী লি:-এর মো: মারুফ আলম, রিশিত কমপিউটারের আজিম উদ্দিন আহমেদ, মাল্টিলিংকয়ের মতিউর রহমান বকুল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

দ্বিগুণ ক্যাপাসিটির সনির ডিভিডি বার্নার বাজারে আসছে

সনি ইলেকট্রনিক্স সম্প্রতি ঘোষণা দিয়েছে তারা খুব শিগগিরই গতানুগতিক ডিভিডিগুলোর চেয়ে দ্বিগুণ ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ডিভিডি বার্নার ড্রাইভ বাজারে ছাড়বে। এই ডিভিডি ডিস্কে ৮.৪ গি.বা. ডাটা রাইট করা যাবে। কিংবা ৪ ঘন্টার ডিভিডি কোয়ালিটির মুভি সংরক্ষণ করা যাবে। এই ডিভিডি'র প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর প্রথম লেয়ারকে ড্রাইভে রেখে প্লে করতে দেয়ার পর অন্য লেয়ার পাল্টিয়ে দিতে হয় না। নিজে থেকেই বিশেষ কৌশলে দ্বিতীয় লেয়ারটি রিড করতে পারে। সনি এই ডিভিডি ড্রাইভার ইন্টার্নাল ও এক্সটার্নাল উভয় ভার্সনে রিলিজ করবে। এগুলোর দাম হবে যথাক্রমে ২৩০ ও ৩৩০ ডলার। এক্সটার্নাল ড্রাইভারটি ম্যাক সাপোর্ট করবে।

সনির দ্বিগুণ ধারণ ক্ষমতার ডিভিডি

বিবিআইটিতে লিনআক্স প্রোগ্রামে প্রশিক্ষণ

লিনআক্স প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বিবিআইটিতে ঢাকার বাইরের এবং চাকরিজীবীদের প্রতি লক্ষ্য রেখে সম্প্রতি দু'টি বিশেষ কোর্সে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। শুক্রবারের বিশেষ কোর্সে লিনআক্স বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। এছাড়া ক্র্যাশ প্রোগ্রামে সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে ৫ দিনে শেষ করা হবে। যোগাযোগ: ৯৬৬২৯০১। ■

ডেফোডিল মাল্টিমিডিয়ার থ্রীডি এনিমেশন তৃতীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত

ডেফোডিল মাল্টিমিডিয়া লি: ও ডেফোডিল ইনস্টিটিউট অব আইটি-এর যৌথ উদ্যোগে তৃতীয়বারের মতো আয়োজিত দু'দিনব্যাপী থ্রীডি এনিমেশন ও বাংলাদেশে এর সম্ভাবনা শীর্ষক কর্মশালা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়। ডিআইআইটি'র ধানমন্ডি ক্যাম্পাসে আয়োজিত এ কর্মশালায় টেলিভিশনের বিজ্ঞাপন চিত্র, কার্টুন ছবি ও সিনেমার স্পেশাল ইফেক্টে থ্রীডি এনিমেশন প্রয়োগের বিভিন্ন কলাকৌশল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন ডেফোডিল ইন্টা. ইউনিভার্সিটির কমপিউটার বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান আজহার মান্নান। কর্মশালায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ডিআইআইটি'র একাডেমিক ডিরেক্টর মো: আনোয়ার হাবিব কাজল। ■

চট্টগ্রামে ক্যাননের ফ্রী সার্ভিসিং কর্মশালা

সার্ভিসিং কর্মশালায় জেএএন এসোসিয়েটস'র কর্মকর্তা, প্রশিক্ষণার্থী এবং ক্রেতাগণ

বাংলাদেশে ক্যাননের বিজনেস পার্টনার জে.এ.এন. এসোসিয়েটস-এর উদ্যোগে সম্প্রতি চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত মেলায় ২ দিনব্যাপী ক্যানন প্রিন্টারের ফ্রী সার্ভিসিং ও প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ক্রেতা সাধারণের সন্তুষ্টি বিধান ও সেবার মান সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে এ কর্মশালার আয়োজন। উল্লেখ্য জে.এন.এ এসোসিয়েটস ইতোপূর্বে চট্টগ্রামে আরেকবার এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। চট্টগ্রামে কমপিউটার ভিলেজে অনুষ্ঠিত এই কর্মশালা পরিচালনা করেন জে.এ.এন. এসোসিয়েটস-এর ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) কবির হোসেন, সোহরাব হোসেন এবং আনিসুর রহমান।

জে.এ.এন এসোসিয়েটস তাদের ক্রেতাদেরকে ফ্রী-সার্ভিস দেয়ার উদ্দেশ্যে মেলায় মাইকিং ও পত্রিকায় ঘোষণা দেয়ায় ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায়। চট্টগ্রামের এ সার্ভিসিং কর্মশালায় প্রায় ৩০০ ক্যানন সামগ্রী ক্রেতা তাদের পণ্যের ফ্রী-সার্ভিসিং করে নেন। ক্যানন তাদের এ ধরনের সেবামূলক কার্যক্রম আগামীতেও অব্যাহত রাখবে বলে জানিয়েছেন জে.এ.এন এসোসিয়েটস-এর ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) কবির হোসেন।

উক্ত কর্মশালায় ক্যানন সামগ্রী সার্ভিসিংয়ের একটি প্রশিক্ষণও অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রশিক্ষণ নেন কমপিউটার ভিলেজের চেয়ারম্যান জসিম উদ্দিন, পরিচালক রফিকুল ইসলাম এবং মো: ওবায়দাসহ আরো অনেকে। ■

Advanced Graphics Design
& Web Page Design
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
QuarkXPress
PageMaker
Only Friday Course is Also Available
Advanced BBIT Graphics
• Adobe Photoshop 5.5/ 6.0/ 7.0
• Adobe Illustrator 8.0/ 9.0/ 10.0
• QuarkXPress 4.1/ 5.0
• PageMaker 6.5
50 hours Course
Photoshop, Illustrator
Macromedia Flash, FrontPage
Gif Animator, ImageStyler, Html
30 Hours Course
BBIT
126, Elephant Road,(2nd Floor of XIAN Chinese Restaurant)
Near Bata Crossing, Dhaka. Phone : 9662901, 9669134
Mobile : 0171- 536568 E-mail: bbit@aitlbd.net

Networking with Windows 2000 Server
Special Offer
Proxy Server
Mail Server
• Installation of Windows 2000 Server
• Configuring Domain Controller
• Implementing Security Policy
• Configure DNS/DHCP/WINS
• And Other Features
100% MCP Course Related
Friday Course is also available
BBIT
126, Elephant Road,(2nd Floor of XIAN Chinese Restaurant)
Near Bata Crossing, Dhaka. Phone : 9662901, 9669134
Mobile : 0171- 536568 E-mail: bbit@aitlbd.net

ইপসনের Dreamio EMP-TW10 প্রজেক্টর রিলিজ

সিকো ইপসন কর্পো. Dreamio ইএমপি-টিডব্লিউ১০ নামক হোম প্রজেক্টর সম্প্রতি রিলিজ করেছে। নতুন ড্রীমো ১ সিরিজের এই প্রজেক্টর ব্যবহার করে বাসা-বাড়িতেই বড় স্ক্রীনে ভিডিও দেখা যাবে। আপাতত ইপসন এই প্রজেক্টরের EMP-TW100, EMP-TS10 ও EMP-TW100H মডেলের হোম থিয়েটার প্রজেক্টর এবং EMP-30 মাল্টিপারপাস এন্টারটেইনমেন্ট প্রজেক্টর ২ রিলিজ করেছে। এই প্রজেক্টরগুলোতে ১৬:৯ এসপেক্ট রেসিও লিকুইড ক্রিস্টাল প্যানেলস ও কালার রিয়েলিটি ফিচার যুক্ত করা হয়েছে। এই প্রজেক্টর দিয়ে ১শ' ইঞ্চি ওয়াইড স্ক্রীনে যেকোন কিছু প্রদর্শন করা যায়।■

জেট্রো আউটসোর্সিং ফেয়ার ফর আইটি জাপানে অনুষ্ঠিত

আকিজ কমপিউটারসহ বাংলাদেশী ৪টি কোম্পানির অংশগ্রহণ

জাপানে অনুষ্ঠিত অন্যতম সফটওয়্যার মেলা জেট্রো আউটসোর্সিং ফেয়ার ফর আইটি সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়। এ মেলায় বাংলাদেশ থেকে আকিজ কমপিউটার লি:, বিজেআইটি লি:, মিলেনিয়াম ইনফরমেশন সলিউশপ লি: এবং টেকনোহ্যাভেন লি: অংশ নেয়।

মেলায় একাধিক সভা-সেমিনার ও প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এসব অনুষ্ঠানে আকিজ কমপিউটার 'কর্মী' সফটওয়্যার' এবং একাধিক মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার প্রদর্শন করে। এই

মেলায় আকিজ কমপিউটারের স্টলে শেখ আমিন উদ্দিন, মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান এবং মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম

সফটওয়্যারের প্রতি জাপানী বিভিন্ন কোম্পানি বেশ আগ্রহ প্রকাশ করে। সফটওয়্যারটি প্রদর্শন করেন প্রতিষ্ঠানের সিটিও মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান এবং সিস্টেম এনালিস্ট মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম। এই প্রদর্শনীতে অন্যান্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ আমিন উদ্দিন উপস্থিত ছিলেন।

জাপানে এই মেলা অনুষ্ঠানের ব্যাপারে মতামত ব্যক্ত করে আমিন উদ্দিন বলেন, জাপানে আউটসোর্সিংয়ের কাজ পেতে হলে সেখানে বাংলাদেশের নিজস্ব অফিস স্থাপন আবশ্যক। জাপানে বাংলাদেশী কোম্পানিগুলোর প্রচুর বাজার রয়েছে। সেখানে মোবাইল গেমের খুব চাহিদা রয়েছে।, এই কাজ বাংলাদেশী কোম্পানিগুলো সংগ্রহ করতে পারে।■

কমপিউটার সোর্স-এর 'সেলস কনফারেন্স ২০০৪'

গত শুক্রবার ২ এপ্রিল কমপিউটার সোর্স লিমিটেডের প্রথম 'সেলস কনফারেন্স ২০০৪' গাজীপুরের রাজেন্দ্রপুরস্থ বিসিডিএম সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে দেশের প্রধান প্রধান কমপিউটার বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলোর বিক্রয় কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতির সভাপতি এস. এম. ইকবাল, মহাসচিব মো: আলী আশফাক, বিসিএস কমপিউটার সিটি কমিটির সভাপতি আজিমউদ্দিন, বিসিএস নির্বাহী পরিষদের সভাপতি আজিজ রহমান, প্রধান প্রধান কমপিউটার বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিকগণ এবং বিশিষ্ট আইসিটি সাংবাদিকবৃন্দ এ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

কমপিউটার সোর্স লিঃ-এর ধানমন্ডিস্থ কার্যালয় থেকে সকালে যাত্রা শুরু করে সকাল ১১টায় অনুষ্ঠানের বিসিডিএম সম্মেলন কেন্দ্রে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ. এইচ. এম. মাহফুজুল আরিফ।

দিনব্যাপী এ সম্মেলনে সকালের অধিবেশনে বিশ্বখ্যাত ফিলিপস এবং লেক্সমার্ক পণ্যগুলোর সাথে পরিচয় করিয়ে দেন প্রতিষ্ঠানের মহাব্যবস্থাপক জনাব মুহিবুল হাসান এবং সহ ব্যবস্থাপক জনাব মো: গোলাম রব্বানী। বিকেলের অধিবেশনে কমপিউটার সোর্স লিমিটেড-এর সব পণ্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন জনাব মাহফুজুল আরিফ।

ঐ অধিবেশনেই ২০০৩ সালে আইসিটি সাংবাদিকতায় অসামান্য অবদানের জন্য ৬ জন সাংবাদিককে নগদ ৫ হাজার টাকাসহ সম্মানিত করা হয়। সাংবাদিকগণ হলেন, দৈনিক প্রথম আলোর পল্লব মোহাইমান, দৈনিক

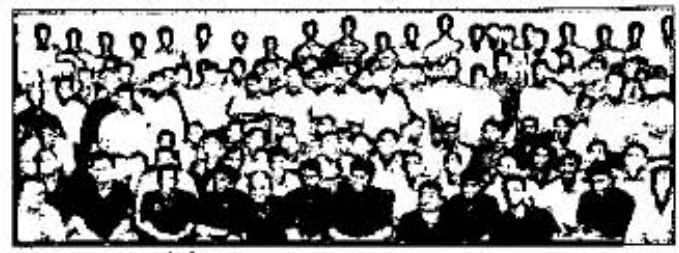

কমপিউটার সোর্স লি:-এর প্রথম সেলস কনফারেন্স ২০০৪ সম্মেলনে প্রধান বিক্রেতাপ্রতিষ্ঠানের মালিক ও বিশিষ্ট আইটি সাংবাদিকবৃন্দ

অবজার্ভার-এর আহমেদুল ইসলাম বাবু, দৈনিক ইত্তেফাকের জিসান রহমান, মাসিক কমপিউটার জগত-এর এম এ হক অনু, মাসিক কমপিউটার বিচিত্রার ভুইয়া ইনাম লেনিন এবং মাসিক পিসি ওয়ার্ল্ড-এর তারেকুল হাসান ভুইয়া শিপু। বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতি এবং বিসিএস কমপিউটার সিটির নেতৃবৃন্দ সাংবাদিকদের হাতে সম্মাননা তুলে দেন।

বিকেলের অধিবেশনে অনুষ্ঠিত মুক্ত আলোচনায় সিএসএল-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মাহফুজুল আরিফ অংশগ্রহণ করেন। তবে উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্নের জবাবে বিসিএস সভাপতি জনাব এস. এম. ইকবাল, মহাসচিব জনাব আলী আশফাক এবং বিসিএস কমপিউটার সিটি কমিটির সভাপতি জনাব আজিমউদ্দিনও বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী হাসনাত তাসনিম সঙ্গীতা।■

Cisco Systems
Empowering the Internet Generation

CISCO CCNA

Training & Certification

Are you new to networking or a networking professional looking to advance your career?
Then you have only one choice i.e. CCNA(Cisco Certified Network Associate.)

CCNA Cisco Certified Network Associate

Internet is powered by CISCO

- We are the pioneer in CCNA training in Bangladesh and also have unbelieveable SUCCESS with our students.
- Our facilities: Well Experienced Faculty. Latest syllabus from Cisco Press.
  Biggest Cisco lab with latest CISCO Routers, Catalyst Switch, Ethernet, IBM Token Ring Network. Unlimited lab practice.

SPECIAL DISCOUNT FOR STUDENTS

AIL ASIA INFOSYS LTD

82, Motijheel C/A, Dhaka-1000, Phone: 956-5876, Email: info@ailweb.com, URL: www.asiainfosys.com

এপসন রিসেলার কনফারেন্স ২০০৪ অনুষ্ঠিত

সম্প্রতি গাজীপুরে রাজেন্দ্রপুর ব্র্যাক সেন্টারে (BCD) অনুষ্ঠিত হয় 'এপসন রিসেলার কনফারেন্স ২০০৪'। কনফারেন্স অনায়োজনার কমপিউটারকে এবং এপসন টোটাল প্রোডাক্ট ক্যাটাগরির জন্যে ইয়ার ২০০৩ এওয়ার্ড দেয়া হয় টেকনিক কমপিউটারকে। ফ্লোরা লি:-এর

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে মোহাম্মদ নুরুল ইসলামসহ উপস্থিত উর্ধতন কর্মকর্তা, রিসেলার এবং মাস্টার রিসেলার প্রতিনিধিগণ

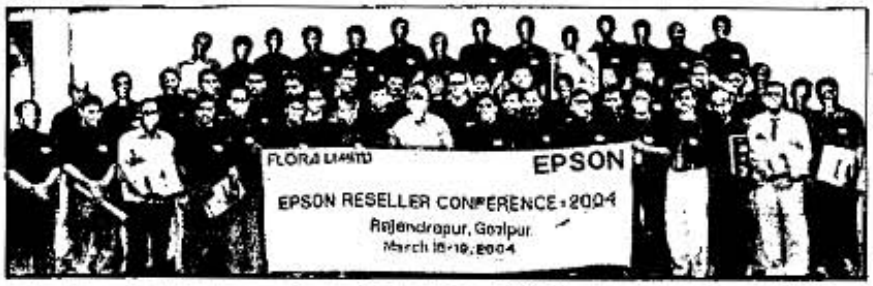

মধ্যে বাংলাদেশে এপসনের সোল ডিস্ট্রিবিউটর ফ্লোরা লি:-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চেয়ারম্যান মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম, পরিচালক হোসেন শহিদ ফিরোজ, ব্রাঞ্চ কন্ট্রোলার মনিরুজ্জামান, ম্যানেজার (ফাইন্যান্স) মনোরঞ্জন সরকার, এপসন প্রোডাক্ট ম্যানেজার এ এইচ এম মহসিনসহ কোম্পানির উর্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া বাংলাদেশে এপসন প্রোডাক্টের ১১ জন মাস্টার রিসেলার ও ৩১ জন রিসেলার কনফারেন্সে অংশ নেন।

দু'দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এই কনফারেন্সের শেষ পর্বে দু'টি এওয়ার্ড প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে এপসন ইঙ্কজেট ক্যাটাগরির জন্যে 'ইয়ার ২০০৩' এওয়ার্ড দেয়া হয় গ্রেটওয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চেয়ারম্যান মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম এই এওয়ার্ড প্রদান করেন।

সেমিনারে বক্তব্য দানকালে তিনি রিসেলারদের প্রতি লক্ষ করে বলেন, ফ্লোরা লি: ১৯৮৩ সাল থেকে বাংলাদেশে এপসন প্রোডাক্ট বাজারজাত করে আসছে। আশা করি, আপনাদের সহযোগিতা পেলে ফ্লোরা বাংলাদেশে এপসন প্রোডাক্ট বাজারজাতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে। এপসন ডিজিটাল স্টুডিও প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মাত্র ৫০-৬০ হাজার টাকায় একটি ফটো স্টুডিও চালু করে মাসে এক লক্ষাধিক টাকা আয় করা সম্ভব। শিক্ষিত বেকারদের জন্যে এটি অত্যাধুনিক একটি প্রযুক্তি যা বেকারত্ব ঘুচাতে অত্যন্ত সহায়ক।■

ক্রিয়েটিভ স্পিকার ও সাউন্ডকার্ড বাংলাদেশে গ্লোবাল ব্রান্ডের বাজারজাত

বাংলাদেশে ক্রিয়েটিভের স্পিকার ও সাউন্ডকার্ড বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠান গ্লোবাল ব্রান্ড (প্রা:) লি: সম্প্রতি ক্রিয়েটিভ ইন্সপায়ার ৪.১ ৪৪০০ ও ২.১ ২৫০০; ক্রিয়েটিভ SBS 230, ক্রিয়েটিভ পিসি ওয়ার্ক ২.১ স্পিকার এলএক্স-২২০; ৫.১ স্পিকার এলএফ ৫২০; সাউন্ড কার্ড ক্রিয়েটিভ ভ্যালু ৫.১; অডিজি ES 5.1, অডিজি ২ ZS, 2ZS প্লাটিনাম প্রো স্পিকার বাজারজাত শুরু করেছে। গ্লোবাল ব্রান্ডের শো রুম ও হেড অফিসে এসব স্পিকার পাওয়া যাচ্ছে। যোগাযোগ: ৮১২৩২৭৩-৪। ■

ক্রিয়েটিভ ইন্সপায়ার ৪:১ ৪৪০০ স্পিকার

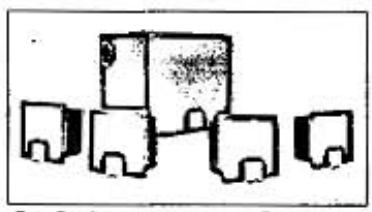

একস্যাস কমপিউটারস'র আইনীট ও ইনটারি ইউপিএস বাংলাদেশে বাজারজাত

বাংলাদেশে iNeat ইউপিএস-এর সোল ডিস্ট্রিবিউটর একস্যাস কমপিউটার এন্ড ইকুইপমেন্ট সম্প্রতি ৬০০ ভিএ ও ১২০০ ভিএ ব্যাকআপ টাইমের আইনীট ইউপিএস বাজারজাত শুরু করেছে। ৩ বছরের ইকুইপমেন্ট ও ১৮ মাসের ব্যাটারি ওয়ারেন্টিতে এই ইউপিএস বিক্রি করা হচ্ছে। ৬০০ ভিএ ইউপিএসটি ২০ মিনিট এবং ১২০০ ভিএ ইউপিএসটি ৩৫ মিনিট ব্যাকআপ টাইম সুবিধাসম্পন্ন।

আইনীট ইউপিএস

এই ইউপিএসগুলো ভোল্টেজ রেগুলেশন, পিক ভোল্টেজ অবজারভার, হাই ফ্রিকোয়েন্সি ফিল্টার, ইউনিভার্সেল কানেক্টিভিটি, ওভার চার্জ প্রটেকশন এবং ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার সুবিধাসম্পন্ন।

এছাড়া একস্যাস ইনটারি ইউপিএস সম্প্রতি বাংলাদেশে বাজারজাত শুরু করেছে। টু অনলাইন, লাইন ইন্টারেক্টিভ লাইন ওয়েভ এবং লাইন ইন্টারেক্টিভ এই ৩ ধরনের ইনটারি ইউপিএস যথাক্রমে ১ কেভিএ থেকে ৬৫০ কেভিএ এবং ৬০০ ভিএ থেকে ৩.২ কেভিএ সম্পন্ন। এই ইউপিএসগুলো ৪০ মাসের সার্কিট এবং ৬০ মাসের ব্যাটারি ওয়ারেন্টিতে বিক্রি করা হচ্ছে। যোগাযোগ : ৮১৫৬৮৫৭।■

বগুড়ার গ্রাহকদের জন্য লেক্সমার্ক প্রিন্টারের সাথে ফ্রী পলো শার্ট

কমপিউটার সোর্স লি: বগুড়া অঞ্চলের গ্রাহকদের জন্য ১ এপ্রিল থেকে প্রতিটি লেক্সমার্ক প্রিন্টারের সাথে একটি করে পলো শার্ট বিণামূল্যে প্রদান করার কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। ৩১মে পর্যন্ত লেক্সমার্ক-এর যেকোন ব্রান্ডের প্রিন্টার কিনলে এই সুবিধা দেয়া হবে।■

We provide
- Internet Solution (Broadband & Dialup)
- Computer Sales
- Computer Servicing
- Computer Maintenance
- Network Solution
- Web Solution

389/1, South Goran (1st Floor), Khilgaon, Dhaka
Contact : 7211732, 7215784, 7217617, Ext-216
Hand Phone : 018281632, 0171732151
aupu@siriusbb.com info@comsolbd.com
www.comsolbd.com, www.bd-host.com

Computer Solution
Dom@in Sales & Hosting With USA Unix Server
The Lowest rate in Bangladesh.

Only Domain 750.00 Tk. /year
10 MB Hosting + Domain = 1,200.00 Tk. /year
25 MB Hosting + Domain = 1,600.00 Tk. /year
and many more.
All packages contain 10 mail boxes.

সিবিট ২০০৪ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ থেকে ৯টি প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ

জার্মানির হ্যানোভারে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হলো সিবিট ২০০৪। রফতানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) এবং আইসিটি বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল (আইবিপিসি)-এর সহায়তায় এই মেলায় বাংলাদেশ থেকে ৯টি প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়। মেলায় বাংলাদেশের জন্যে আলাদা প্যাভেলিয়ন নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে অংশ নেয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে বিডিকম অনলাইন লি:, লিড সফট বাংলাদেশ লি:, অনুপম ইনফোটেক ও স্টাইটেল টেকনোলজিস লি: প্রদর্শক এবং ফরনিক্স সফট লি:, স্পেকট্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং কনসোর্টিয়াম লি:, বিডিজবস ডট কম, টেকনোভিস্তা লি: ও বিজনেস অটোমেশন লি: পরিদর্শক হিসেবে অংশ নেয়। সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠিত এই মেলায় বিশ্বের ৬৪টি দেশের ৬ হাজার ৪শ' প্রদর্শক অংশ নেন ।■

রেড হ্যাট লিনআক্সে প্রিন্টার কনফিগারেশন

(৬৫ পৃষ্ঠার পর)

lpq কমান্ড ব্যবহার করুন। এ কমান্ডের ফলাফল হিসেবে যা পাওয়া যাবে তার শেষ কয়েকটি লাইন হবে নিম্নরূপ:

প্রিন্ট ভেরিফিকেশন উইন্ডো

```
Rank Owner/ID          Class Job Files   Size Time
active user@localhost+902  A  902 sample.txt 2050 01:20:46
```

কোন প্রিন্ট জব বাতিল করতে চাইলে lpq কমান্ডের সাহায্যে প্রথমেই জব নম্বর জেনে নিন। এবার lprm job number কমান্ডের সাহায্যে ঐ প্রিন্ট অনুরোধটি বাতিল করুন। উদাহরণস্বরূপ lprm ৯০২ কমান্ড উপরের ছবিতে বর্ণিত প্রিন্ট জবটি বাতিল করবে। কোন প্রিন্ট জব বাতিল করার জন্যে সিস্টেমে আপনার যথাযথ অনুমোদন থাকতে হবে। যদি রুট ইউজার না হোন তাহলে অন্যান্য ইউজার থেকে আগত প্রিন্ট জব আপনি বাতিল করতে পারবেন না।

শেল প্রম্পট থেকেও সরাসরি ফাইল প্রিন্ট করতে পারবেন। উদাহরণস্বরূপ, lpr sample.txt কমান্ড টেক্সট ফাইল sample.txt প্রিন্ট করবে। প্রিন্ট ফিল্টার ফাইলের ধরন নির্ধারণ করবে এবং প্রিন্টারের বোধগম্য ফরম্যাটে সে এটি রূপান্তর করবে। কজ

কর্পোরেট ওয়ানে টিসিপি/আইপি

(৫৬ পৃষ্ঠার পর)

হচ্ছে-

গেটওয়ের দু'টির মধ্যে ইন্টারনেট গেটওয়েটি ডিফল্ট গেটওয়ে হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে এবং গেটওয়েটিকে এমনভাবে প্রোগ্রাম করুন যাতে এটি হেডকোয়ার্টারের জন্যে যে কোন নেটওয়ার্ক ট্রাফিক চলাচল করতে দেয়। তবে নেটওয়ার্ক এডমিনিস্ট্রেটর বা সাধারণ ইউজার হিসেবে রাউটারের অভ্যন্তরীণ টেবিলে আপনার এক্সেস খুব সীমিত।

গেটওয়েকে এমনভাবে কনফিগার করুন যাতে এটি বেশি সংখ্যক আইপি এড্রেস ব্যবহার করতে পারে এবং একে ডিফল্ট গেটওয়ে হিসেবে নির্দিষ্ট করুন। এবার আপনার নিজস্ব সিস্টেমকে এমনভাবে প্রোগ্রাম করে নিন যাতে সব নেটওয়ার্ক ট্রাফিক ওয়ান রাউটারে পাঠানো যায়। সিস্টেম কনফিগার বা প্রোগ্রাম করার জন্যে Route কমান্ড ব্যবহার করতে হবে।

সিস্টেম প্রোগ্রাম করার জন্যে আপনি ROUTE ADD কমান্ড ব্যবহার করতে পারেন। এর মাধ্যমে আপনি ১৯২.১৬৮.২.০ এড্রেস রেঞ্জের জন্যে সব নেটওয়ার্ক ট্রাফিক ১৯২.১৬৮.১.১ আইপি এড্রেসের রাউটার বা গেটওয়েতে পাঠাতে পারবেন। এখানে ব্যবহার করা 192.168.x.x রেঞ্জের সব আইপি এড্রেস হচ্ছে প্রাইভেট আইপি এড্রেস। আইপি এড্রেস বিশিষ্ট কোন রাউটারকে আপনি গেটওয়ে হিসেবেও চিহ্নিত করতে পারেন।

কর্পোরেট এনভায়রনমেন্টে দূরবর্তী লোকেশনের নেটওয়ার্কের মাঝে খুব অল্প সময়ে এবং সহজে যোগাযোগ রক্ষা করা যায় ওয়ান সিস্টেমের মাধ্যমে। এ ব্যবস্থায় কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো তার দূরবর্তী অবস্থানের শাখা অফিসের সাথে যেমন কম সময়ে এবং কম ব্যয়ে অত্যন্ত মূল্যবান রিসোর্সগুলো শেয়ার করতে পারে, তেমনি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করে উৎপাদনশীলতা অনেকগুণ বাড়াতে পারে। সুতরাং কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের জন্য টিসিপি/আইপি-ভিত্তিক ওয়ানের আপাতত: অন্য কোন সহজ বিকল্প নেই। কজ

চীনে অন-লাইন ব্যবসায়

(৪৩ পৃষ্ঠার পর)

ক্রেতাদেরকে আর প্রতিটি কারখানায় ধর্না দিতে হচ্ছে না এবং তুলনামূলকভাবে দাম কম পাচ্ছে। উপরোক্ত ক্রেতাদের কোন প্রতিনিধি চীনে নিয়োগ করতে প্রয়োজন হচ্ছে না। যার ফলে চীনের হাজার হাজার কারখানা প্রচুর কাজের অর্ডার পাচ্ছে। চীনে এখন সোনালী যুগ চলছে। আন্তর্জাতিক বাজারে চীনের সামগ্রী টেকসই এবং সস্তার কারণে উন্নয়নশীল দেশগুলো এখন হিমশিম খাচ্ছে।

ডট কম প্রতিষ্ঠানগুলোর ২০০৩ সালের ব্যবসা

সিনা ১১ মিলিয়ন ডলার, সোহু ৮০ মিলিয়ন ডলার, নেট ইজ ৬৫ মিলিয়ন ডলার, সান্যা ৯৭ মিলিয়ন ডলার, টম অন-লাইন ৭৭ মিলিয়ন ডলার, ডেংডং এবং আলিবাবার হিসাব জানা যায়নি।

শেষ কথা

চীন দেশের সরকারি নীতিনির্ধারণী অনুসরণ করে আমাদের দেশের আইসিটি খাতকে কী উন্নত করা যায় না। অবশ্যই যায়। তবে আমাদের দেশের সরকারের পক্ষ থেকে আসতে হবে আন্তরিক ও বাস্তবসম্মত আইসিটি নীতি। কজ

Job hunting made easy
with the World's most Powerful Certification programmes
Cisco CCNA/CCNP & Sun Solaris

CISCO SYSTEMS
EMPOWERING THE INTERNET GENERATION

We have
- Biggest CISCO State of the Art Lab with 4000 Moduler series router with Catalyst switch in Bangladesh
- Only Sun Solaris lab in Bangladesh
- Latest syllabus
- 100% passing rate

By
CISCOVALLEY
www.ciscovalley.com

Our Instructors
- US & Canada experienced
- Pioneer trainer in Bangladesh
- Give the guarantee for certification

House # 519/A 1st Floor , (East side of BEL TOWER)
Road # 1, Dhanmondi, Dhaka - 1205.

Call : 8629362, 019360757

বর্ষ সেরা দশ গেম

সিফাত শাহরিয়ার

গত বছরটি কেমন ছিল গেমের জন্যে, কোন্ গেমটি কেড়ে নিয়েছিল সবার মনযোগ, গেমাররা-ই বা কেমন ক্যাটালেন– তা জানার আগ্রহ নিশ্চয়ই অনেকের মধ্যে আছে। কোন্ গেমটি বাজার মাত করেও আপনার হাতে পড়েনি তা-ও জানা দরকার। এ কথা সত্যি যে, বেশ কিছু গেম নামের দিকে ভারী হলেও গেমারদের সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হয়নি (যেমন এন্টার দ্য ম্যাট্রিক্স, টার্মিনেটর থ্রী, হ্যারি পটার ইত্যাদি) তেমনই এর উল্টোটা ঘটেছে ম্যাক্স পেইন-২ এর মতো গেমের ক্ষেত্রে। তারপরও প্রত্যেকেই চান নিজের প্রিয় গেমটি থাকুক বর্ষ সেরা গেমের তালিকায়। যাই হোক ভালোমন্দ সবকিছু মিলিয়ে ইন্টারনেটে সারা বিশ্বের পিসি গেমারদের ভোটাভুটিতে ওয়েবসাইটের ভিত্তিতে গত বছরের সেরা দশটি পিসি গেমর বর্ণনা এখানে দেয়া হলো।

Call of Duty

আজকাল ফার্স্ট পার্সন গেমের ছড়াছড়ি দেখে এগুলো তৈরি করা খুব কঠিন বলে মনে হয় না। কিন্তু ব্যাপারটি অত সহজ নয়। গেমের পরিবেশ হবে মিশনের সাথে যথাসম্ভব সামঞ্জস্যপূর্ণ। খেলায় যুদ্ধের পরিবেশ এমনভাবে তৈরি করা উচিত যাতে গোলাগুলি করার সময় গেমারের মনে হয়– সে গেমের একটি অংশ ছাড়া আর কিছু নয়, সে পুরোপুরি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে লড়ে যাচ্ছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ওপর ভিত্তি করে এখন পর্যন্ত যত গেম তৈরি হয়েছে নিঃসন্দেহে Call of Duty গেমটি তাদের মাঝে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে। এ গেমে নিজের সহযোদ্ধাদের নিয়ে জার্মান সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়। যদিও আমেরিকা, বৃটেন, রাশিয়া এই তিন দেশের পক্ষ নিয়েই গেমারকে খেলতে হয়, তবে মূল টার্গেট একটাই, তা হলো বার্লিন। একের পর এক বৈচিত্র্যময় মিশনে গেমারকে নিজের সহযোদ্ধাদের নিয়ে মরণপণ যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়, কখনো শত্রুপক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের বিপর্যস্ত করতে বা কখনো কোনরকমে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে। এর কতগুলো মিশন বেশ ছোট হলেও তাতে রয়েছে টানটান উত্তেজনা যা সবাইকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখবে মিশনটি শেষ করার আগমুহূর্ত পর্যন্ত। গেমের গ্রাফিক্স খুব চমৎকার, তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো এর সাউন্ড কোয়ালিটি। গেম চলার সময় মেশিনগানের একটানা আওয়াজ, ট্যাংকের মুহুর্মুহু গোলা নিক্ষেপ এবং কান তালা লাগানো শব্দে গ্রেনেডের বিস্ফোরণের পুরোপুরি বাস্তব শব্দ তৈরি করা হয়েছে যা গেম না খেললে বোঝা যাবে না। সর্বাঙ্গসুন্দর এই গেমের Credit অংশটিও চমক লাগানোর মতো। আর সবকিছু বিবেচনা করেই তাই Call of Duty সব গেমারদের তালিকায় উঠে এসেছে এক নম্বরে।

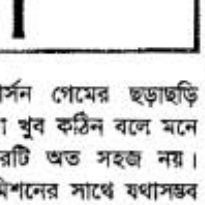

ডেভেলপার : Infinity Ward
পাবলিশার : Activision
অরিজিন : USA
প্রকাশিত : 29/10/2003
উপযোগিতা : Teen

Grand Theft Auto: Vice City

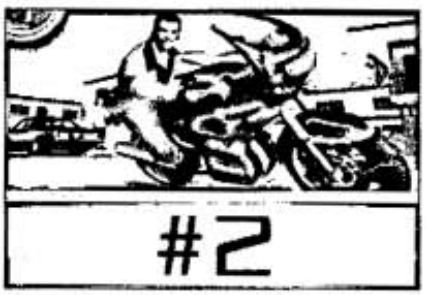

বিশাল এক শহরের মধ্যে সামান্য ভাড়াটে সন্ত্রাসী হিসেবে গেমারের যাত্রা শুরু হয়। কি নেই সেই শহরে, বিমানবন্দর, নৌবন্দর স্টেডিয়াম, মিউজিয়াম, বিশাল গলফ ক্লাব ইত্যাদি। এর-ই মাঝে নিজের জায়গা করে নিতে হয় যোগ্যতা দিয়ে। বিভিন্ন গ্যাং লিডারদের কাছ থেকে পাওয়া বৈচিত্র্যপূর্ণ এক একেকটি মিশন শেষ করে শহরে নিজের অবস্থান দৃঢ় করে নিতে হয়। রাস্তায় সামান্য এক দুর্ঘটনা বা নিরীহ পথচারীর মৃত্যু হলে পুলিশ সোজা নিয়ে যাবে জেলে, তারপর নিঃস্ব অবস্থায় আবার খেলা শুরু করতে হবে।

গেমের বেশ বড় একটি অংশ হলো গাড়ি চালানো। শুধু গাড়ি নয় মোটরবাইক, স্পীডবোট, প্লেন, হেলিকপ্টার, ওয়াটার প্লেন, বিশাল বিশাল বাস কোন কিছুরই অভাব নেই। আর গাড়ি, বাইক ইত্যাদি চালানোর সময় শোনা যাবে বিশ্বের সব বিখ্যাত গান যা গেমের নিজস্ব অডিও ফাইলেই আছে। এমনকি নিজের হার্ড ডিস্কের MP3 গানগুলো ইচ্ছেমতো শোনা যাবে যা সত্যিই এক রোমাঞ্চকর ব্যাপার। মিশনের স্পটগুলোতে যাবার জন্যে ইচ্ছেমত গাড়ি রেখে দেয়া যায় নিজের গ্যারেজে। এর প্রায় সবগুলো মিশন শেষ করার জন্যে কেবল গাড়ি চালানোতে নয় বরং একশনেও যথেষ্ট পারদর্শী হতে হবে। গেমের রেসিংয়ের অংশটি বিশেষ করে মোটর বাইক হ্যান্ডলিং এত নিখুঁত যে শুধু রেসিং গেম হিসেবেই এটি নিঃসন্দেহে খ্যাতি অর্জন করার পুরো যোগ্যতা রাখে। চমৎকার সাউন্ড এফেক্ট, অনন্যসাধারণ গ্রাফিক্স এবং অতুলনীয় গেমপ্লে একে নিয়ে এসেছে দ্বিতীয় অবস্থানে।

ডেভেলপার : Rockstar North
পাবলিশার : Rockstar Games
উৎস : USA
প্রকাশিত : 12/5/2003
উপযোগিতা : Mature

Star Wars : Knights of the Old Republic

গেমটি কোন সায়েন্স ফিকশন নয় বরং অনেকটা রূপকথার মতো। যদিও সেখানে যুদ্ধের উপকরণ হিসেবে স্থান করে নিয়েছে লেজার, স্পেসশীপ এবং অন্যান্য অত্যাধুনিক সব যন্ত্রপাতি। এর স্টোরিলাইন এবং ডায়লগ যথেষ্ট সমৃদ্ধ। গেমের প্রেক্ষাপট Star Wars মুভির প্রায় চার হাজার বছরের আগের সময়কার। এছাড়া এতে রয়েছে নানারকম তাক লাগানো অস্ত্রের সমাহারের কমব্যাট সিস্টেম যা যে কোন গেমারের কাছে দারুণ আকর্ষণীয়। গেমের লোকেশনগুলো খুব যত্ন নিয়ে তৈরি করা হয়েছে।

গেমের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো সাউন্ড ইফেক্ট যা

নিঃসন্দেহে চমৎকার। এর সাথে যুক্ত হয়েছে মিউজিক কোয়ালিটি এবং ভয়েস এক্টরদের অসাধারণ সমন্বয়। কিছু সমস্যা রয়েগেছে গেমের ক্যারেক্টারগুলোতে। সবার চেহারা প্রায় এক। তবে গুরুত্বপূর্ণ ক্যারেক্টারগুলোর চেহারা একটু আলাদা যা দেখেই বোঝা যায়। গেমের ডায়লগগুলোও বেশ উপভোগ্য। এর গ্রাফিক্সমান বেশ উন্নত। তবে ৮০০X৬০০-এর বেশি রেজ্যুলেশনে স্লো হয়ে যায়। যদি স্টার ওয়ারস গেমের কিছুটা ভক্তও হয়ে থাকেন, তবে অবশ্যই এ গেমটি আপনার পছন্দের শীর্ষ তালিকায় থাকবে।

ডেভেলপার : Bio Ware
পাবলিশার : Lucas Arts
উৎস : USA
প্রকাশিত : 18/11/2003
উপযোগিতা : Teen

Tiger Woods PGA Tour 2004

এটি প্রচলিত অনেক গেম থেকে বেশ কিছুটা ভিন্নধর্মী। স্পোর্টস গেমগুলোর মাঝে এ ধরনের গেম দুর্লভ। গলফের সর্বশেষ ভার্সনের এ গেমটিতে যথেষ্ট পরিবর্তন আনা হয়েছে। আগের সিরিজটি ২০০২ সালে পিসি স্পোর্টস গেম পুরস্কার জিতে নিয়েছিল। আগের চেয়ে অনেক বেশি ফিচার সমৃদ্ধ এ গেমটিতে নিজের ইচ্ছেমতো ভার্চুয়াল প্লেয়ার তৈরি করা যাবে। খেলা শুরু করার জন্যে পনের জন গলফার থেকে এক জন বাছাই করতে হবে যাকে ইচ্ছেমতো কাস্টমাইজ করা যায়। তারপর প্রায় উনিশটি ছোট বড় কোর্স করার মাধ্যমে তাকে তৈরি করতে হবে এমন এক প্লেয়ার হিসেবে যে বিশ্ব সেরা গলফার Tiger Woods-কে মোকাবেলা করতে পারবে।

ভাল গলফার তৈরির জন্যে শট সিলেকশন এবং সুইং করার দিকে খুব মনযোগ দেয়া জরুরী। কারণ সুইং কয়েকভাবে দেয়া সম্ভব, এজন্যে গেমে মাউসের ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গেমের গ্রাফিক্সমান আগের চেয়ে অনেক সুন্দর ও বাস্তবসম্মত। এছাড়া David Feherty এবং Gary McCord গেমে ধারাভাষ্যকার হিসেবে আছেন। গেমে অগ্রসর হবার সাথে সাথে Nike, Addidas ইত্যাদি কোম্পানির স্পন্সর পাওয়া যাবে, আর আয়ের টাকা দিয়ে উন্নত ইনস্ট্রুমেন্ট কেনা যাবে। মাল্টিপ্লেয়ার অপশন এবং অনলাইন সাপোর্টের মাধ্যমে গেমের পারফরমেন্স আরো দুর্দান্ত হয়েছে।

ডেভেলপার : Headgate Studios
পাবলিশার : EA
উৎস : USA
প্রকাশিত : 22/9/2003
উপযোগিতা : Everyone

DEUS EX : Invisible War

এটি আসলে DEUS EX গেমের একটি সিক্যুয়েল। DEUS EX-এর সময়কাল এর বিশ বছর পরের অর্থাৎ ২০৭২ সালের ঘটনা নিয়ে তৈরি করা হয়েছে এর প্রেক্ষাপট যখন পৃথিবীর অর্থনীতিতে এক বিশাল ধস নেমেছে। গেমারকে খেলতে হবে Alex হিসেবে যে কিছু সময় আগে শিকাগোতে একটি মারাত্মক দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে গেছে। সে ন্যানো টেকনোলজির একটি ওয়ার্কশপের এজেন্ট হিসেবে কাজ করে যাচ্ছিল। Alex এবং তার বন্ধুরা Tarsus academy-তে ট্রেনিং নেয়া অবস্থায় সেখানে একটি টেরোরিস্ট গ্রুপ খুব শক্তিশালী বোমা দিয়ে তা উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। সৌভাগ্যক্রমে তারা বেঁচে গেলেও যুদ্ধের পরবর্তী অবস্থার পরিস্থিতি নিয়ে একে অপরের সাথে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে আর নিজেদের ক্ষমতা ও আধিপত্য বিস্তারের যুদ্ধ শুরু করে যার নাম দেয়া হয়েছে Invisible War.

গেমের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো এখানে প্লেয়ারের স্বাধীনতা অনেক বেশি। ধরা যাক, শত্রুদের কোন বেস এ ঢুকতে হবে যার প্রবেশ পথে এলার্ম পাতা আছে। এজন্যে বেসের পাওয়ার সাপ্লাই কেটে দেয়া যেতে পারে বা কনকাশন গ্রেনেড দিয়ে সব উড়িয়ে দেয়া যায় বা ভেতরের সব ইলেক্ট্রনিক্স সার্কিট জ্যাম করা যায় বা Neural Interface biomod দিয়ে বেসের কমপিউটার হ্যাক করে সেটি বন্ধ করে দেয়া যায় বা অন্য কোন কৌশলও খাটানো যায়। গেমের গ্রাফিক্স বেশি ভালো বলে এটি খেলতে হাই কনফিগারেশনের পিসি দরকার। গেমে আলো ও ছায়ার খেলা খুব দারুণভাবে দেখানো হয়েছে, আর অত্যাধুনিক যন্ত্রের ব্যবহার তো আছেই। সব মিলিয়ে গেমটি আসলেই অসাধারণ।

ডেভেলপার : Ion Storm
পাবলিশার : Eidos
উৎস : USA
প্রকাশিত : 02/12/2003
উপযোগিতা : Mature

Halo : Combat Evolved

Halo গেমটি প্রথমে ডেভেলপ করা হয়েছিল এক্সবক্সের জন্যে। এর বিপুল জনপ্রিয়তার কারণে পরবর্তীতে Gearbox Software অর্থাৎ গেমের ডেভেলপার পিসির জন্যে গেমটিকে তৈরি করে। আর একটি জোর বিতর্ক রয়েছে যে, Halo গেমটি এ পর্যন্ত যত ফার্স্ট পার্সন শ্যুটার গেম বের হয়েছে তার মধ্যে সেরা কমব্যাট গেম। সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট কিছুটা হাই থাকা সত্ত্বেও গেমটি শীর্ষ স্থানগুলোর একটি দখল করে রাখতে পেরেছে আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্সের অসাধারণ প্রয়োগ এবং সহজ কন্ট্রোলের কারণে।

গেম সেভ করা যায় ইচ্ছেমতো। সুপরিয়র AI-এর কারণে এখানে শত্রুরা অনেক সতর্ক ও বুদ্ধিমান, ফলে তাদের কাবু করা খুব কঠিন। এখানে যে কোন দুটি অস্ত্র একসাথে বহন করা যায়। আর মেডিকিটের ব্যবস্থা প্রচলিত ধারা থেকে একটু অন্যরকম, একটি Special MJOLNIR armor থাকে যা যথেষ্ট সহনশীল এবং নির্ধারিত সময় পর এটি রিচার্জ করে নিতে হয়। গেমটি মাল্টিপ্লেয়ারেও খুব আকর্ষণীয়। এতে বিভিন্ন রকম বাহন ও যুদ্ধাস্ত্র যেমন ব্যবহার করে অন্যান্য fps গেম থেকে বেশ নতুনত্ব আনা হয়েছে, যেমন iconic Warthog, Scorpion tank, Covenant Ghost hovercraft, Banshee fighter ইত্যাদির ব্যবহার করে কমব্যাটে অংশ নেয়া সত্যিই বেশ রোমহর্ষক ব্যাপার। গেমের

এনভায়রনমেন্ট এককথায় তুলনাহীন। আর এসব চমৎকার সব এপ্লিকেশনের কারণে গেমটি এত জনপ্রিয় হয়েছে।

ডেভেলপার : Gearbox Software
পাবলিশার : Microsoft
উৎস : USA
প্রকাশিত : 30/9/2003
উপযোগিতা : Mature

Rise of Nations

রাইজ অব নেশনস গেমটি যে বিশ্বের সেরা স্ট্র্যাটেজি গেম এমন দাবী কেউ করবেনা, বরং দেখা যায় যে, এটি Age of Ampire টাইপের গেম, যা অনেকটা ঐতিহাসিক পটভূমিতে নির্মিত। এখানে প্লেয়ারকে আঠারোটি সভ্যতা থেকে যে কোন একটি সভ্যতা নিয়ে খেলা শুরু করতে হয়। যার প্রধান লক্ষ্য হলো পৃথিবীতে অন্যান্য সভ্যতার চেয়ে নিজের সভ্যতার প্রাধান্য বিস্তার সুনিশ্চিত করা। আর ঠিক এই স্টাইলের গেমে Rise of Nation গেমটি দারুণ এক বিপ্লব সৃষ্টি করেছে।

অন্যান্য গেম থেকে এই গেমে খেলার অনুভূতি একেবারে অন্যরকম– পুরোপুরি বাস্তব। সবগুলো আলাদা আলাদা জাতির রয়েছে নিজস্ব কিছু দক্ষতা ও বৈশিষ্ট্য– যেমন, ইনকা নামের জাতিটির রয়েছে প্রচুর স্বর্ণসম্পদ যা অন্য সব জাতির নেই। ফলে এদের জন্যে অর্থ সংক্রান্ত কোন সমস্যা নেই। তার মানে হলো, যে প্লেয়ার ইনকা জাতি নিয়ে খেলা শুরু করবে তার মূল স্ট্র্যাটেজি হবে নিজের কমার্শিয়াল এলাকা এবং খনি রক্ষা করা। অথচ অন্য কোন জাতির বেলায় এটি একেবারেই খাটবেনা। যেমন, রোমানদের ক্ষেত্রে, কেননা- এটি সামরিক শক্তিসমৃদ্ধ একটি জাতি।

গেমটি এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে, গেমার যতই এগিয়ে যাবেন, গেমটি তার কাছে ততোই ইন্টারেস্টিং মনে হবে। আর গেমটি আরো সমৃদ্ধ করে তোলা হয়েছে মাল্টিপ্লেয়ার অপশনের দিক থেকে। গেমটিকে এমনভাবে কাস্টমাইজ করা যায় যে, কোন স্ট্র্যাটেজি গেমারের পক্ষে এ গেমটি উপেক্ষা করা একেবারেই অসম্ভব। এসব বৈশিষ্ট্যের সাথে যুক্ত হয়েছে অসাধারণ গেমপ্লে এবং চমৎকার গ্রাফিক্স, যা সব গেম ডেভেলপারদের কাছে নিঃসন্দেহে এ বছর আদর্শ হয়ে থাকবে।

ডেভেলপার : Big Huge Games
পাবলিশার : Microsoft
উৎস : USA
প্রকাশিত : 20/5/2003
উপযোগিতা : Teen

MAX PAYNE–2 The Fall Of Max Payne

২০০৩ সালের অনেক গেমেই দেখা গেছে গেম চলাকালীন সময়ে গল্পের মাধ্যমে গেমারকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। আর ম্যাক্স পেইনে এই স্টাইলটি পুরোপুরি অনুসরণ করা হয়েছে। নিখুঁত একশন গেম। ম্যাক্স পেইন-১ সবার মাঝে দারুণ জনপ্রিয় হওয়ায় এর পরবর্তী সংস্করণের দিকে সবারই ছিল বিপুল আগ্রহ। আর ম্যাক্স পেইন-২ তাদের কাউকে হতাশ করেনি। আগের দুর্বলতাগুলো দূর করে এতে নতুন অনেক কিছুই যুক্ত করা হয়েছে যার একটি হলো দারুণ সব অস্ত্রের ব্যবহার।

এনভায়রনমেন্টে এসেছে বেশ কিছু চমকপ্রদ পরিবর্তন এবং সাউন্ড হয়েছে আরো বাস্তবসম্মত। আর স্লো মোশনের কিছু অসাধারণ দৃশ্য এতে যোগ করেছে নতুন মাত্রা।

তবে গেমটি সম্পূর্ণরূপে নায়ক নির্ভর। অন্যান্য গেমের মতো এখানে নায়ক শুধু শত্রুদের সাথে নয় বরং নিজের বিবেক ও ব্যক্তিগত অনুভূতির সাথেও প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত যা গেমের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র Mona-এর সাথে কথোপকথনে এবং নায়কের নিজস্ব উক্তিতে উপলব্ধি করা যায়। এ গেমে আছে দারুণ কিছু নাটকীয় মোড় যা প্লেয়ারকে বড় সমস্যায় ফেলে দিতে পারে। গেমের গ্রাফিক্স যথেষ্ট ভালো, আর গেম প্লে সত্যিই অতুলনীয়। আর সবকিছু মোটামুটিভাবে অগ্রাহ্য করে যদি নায়ককেই সম্পূর্ণ গেমের পুরোধা বিবেচনা করা হয়, তবে অবশ্যই এ গেমটি টপ টেন তালিকায় থাকার মতো।

ডেভেলপার : Remedy
পাবলিশার : Rockstar Games
উৎস : USA
প্রকাশিত : 15/10/2003
উপযোগিতা : Mature

TRON 2.0

প্রায় বিশ বছর আগে ডিজনী থেকে একটি মুভি রিলিজ হয়, যার প্রেক্ষাপট ছিল সুদূর ভবিষ্যৎ। এতে Kevin Flynn নামের এক হ্যাকারের গল্প বলা হয়েছে যে, তার কোম্পানির চালক মাস্টার কন্ট্রোল প্রোগ্রামের বিরুদ্ধে একটি কর্পোরাল মেইনফ্রেম কমপিউটারের মধ্যে প্রমাণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। পরবর্তীতে বেশ কিছু ঘটনার পর ফ্লিন, কমপিউটারের কিছু ইনস্ট্রুমেন্ট এবং ট্রন নামের একটি সিকিউরিটি প্রোগ্রাম সরিয়ে নিতে সক্ষম হয় যা তার বিরুদ্ধে কাজ করছিল।

এটা বিশ্বাস করা তখন কঠিন ছিল, কিন্তু আসলেই বিশ বছর পরে কমপিউটার টেকনোলজি এ ধরনের সফটওয়্যার তৈরি করেছে এবং এখন পিসি থেকে অন্য যে কোন পিসিতে নেটওয়ার্কিংয়ের মাধ্যমে সহজেই ঢোকা সম্ভব। TRON 2.0 গেমটিতে খেলতে হবে Jet Bradley (ট্রন প্রোগ্রামের আসল ডেভেলপারের নাম) হিসেবে অর্থাৎ ফ্লিনের ভূমিকায়, নিজের চিপ তার পূর্বপরিকল্পনাকে বাস্তবায়নের জন্যে।

TRON 2.0 হলো সেই মুভির মূল সারাংশের এক অসাধারণ সম্পাদনা। শুধু তাই নয় এ গেমে কাহিনীর পটভূমি আরো বাড়ানো হয়েছে গত বিশ বছরের এডভান্সড টেকনোলজির ভিত্তিতে। নামমাত্র ফার্স্ট পার্সন শুটিং এই গেমে শিহরণ জাগানো প্রতিটি লেভেলে যে জিনিসগুলো নিয়ে কাজ করতে হয় তার মধ্যে থাকবে PDA (Personal digital assistant) থেকে শুরু করে পিসি, বিগড়ে যাওয়া হার্ড ড্রাইভ এমনকি ইন্টারনেট সার্ভার পর্যন্ত। এর গেম প্লে খুবই চমৎকার। একশনের পাশাপাশি মজাদার সব ডায়লগ এবং দারুণ এক স্টোরিলাইনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হয়।

শুধু FPS গেমের যারা ন্যূনতম ভক্ত তাদের প্রত্যেকের কাছেই থাকা উচিত TRON 2.0।

ডেভেলপার : Monolith Productions
পাবলিশার : Disney Interactive
উৎস : USA
প্রকাশ : 23/08/03
উপযোগিতা : Teen

RAILROAD TYCOON

#10

এ স্ট্র্যাটেজি গেমের শুরুতে প্লেয়ারকে পরিমিত পরিমাণ ক্যাশ দেয়া হবে। এটি দিয়ে নিজের সাম্রাজ্য বিস্তারের কাজ শুরু করতে হবে। ছোট, বড় বিভিন্ন শহরের মধ্য দিয়ে নিজের রেল লাইন স্থাপন করে তা থেকে আয় করতে হবে। আর যেসব জায়গায় রেল লাইন স্থাপিত হয়নি সেখানে ছোট শহর তৈরি করে ইন্ডাস্ট্রি স্থাপন করা যাবে। এজন্য গেমে

অসংখ্য ইন্ডাস্ট্রি স্থাপনের অপশন আছে। একই সাথে প্রয়োজন মতো সর্বাধুনিক রেল ইঞ্জিন এবং যন্ত্রপাতি কিনে নেয়া যাবে। কিন্তু গেমের আসল কাজ হলো মাথা খাটিয়ে বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগের মাঝে অন্য সবাইকে টেক্কা দিয়ে নিজেই এ জগতের অধিপতি হয়ে ওঠা। ব্যবসার সুবিধের জন্যে এখানে একটি স্টক মার্কেট আছে যা অন্যান্য প্লেয়ারদের মাঝে ব্যবসায় বা কেনা বেচাতে হস্তক্ষেপ, নিজের সাম্রাজ্য বিস্তার করার জন্যে স্টক মার্কেট শোষণ করে নেয়া এমনকি অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্লেয়ারকে দেউলিয়া করে দেয়া সম্ভব। কারণ এর ব্যবস্থাপনা খুব দুর্বল। এখানে রয়েছে ৪৫টিরও বেশি রেল ইঞ্জিন, ৪১টি ভিন্ন ভিন্ন কার্গো, ১৫০টি বিল্ডিং ইত্যাদি অনেক কিছু। আর মাল্টিপ্লেয়ার অপশনে চ্যাট এবং অনলাইন ম্যাচ মেকিং করা যায়।

আগের সিরিজগুলোর সাথে এর বড় পার্থক্য হলো এর গ্রাফিক্স ত্রিমাত্রিক। গেমারের মনে হবে সে ত্রিমাত্রিক জগতে চলে এসেছে। দিন রাতের এমনকি আবহাওয়া পরিবর্তনের প্রভাব পর্যন্ত প্লেয়ার অনুভব করতে পারবে। এছাড়া অপশনেও অনেক পরিবর্তন এসেছে, যেমন প্রয়োজনীয় মেনু এবং ইন্টারফেস স্ক্রীন যা নিজের স্টক বা অন্যান্য তথ্যের জন্যে অপরিহার্য তা একটি ছোট স্ক্রীনে আনা হয়েছে। এর ফলে এটি খুব সহজেই ব্যবহার করা যায়। আর বিভিন্ন hotkey ব্যবহার আছে যা এক্সপার্ট মাল্টিপ্লেয়ারদের জন্যে খুব কাজে লাগবে। এতকিছুর পরও স্ট্র্যাটেজি গেমটির গেমপ্লে বেশ সহজ এবং এটি পেন্টিয়াম-থ্রী ৮০০ মে.হা. মেশিনেও চলে। সবকিছু মিলিয়ে এটি বছরের অন্যতম সেরা ও জনপ্রিয় গেম।

ডেভেলপার : PopTop Software
পাবলিশার : Gathering
উৎস : ইউএসএ
প্রকাশ : 21/10/03
উপযোগিতা : Teen

পিসি গেম চালানোর সম্ভাব্য সমস্যা ও সমাধান

পিসি গেমাররা বিশেষ করে যারা নতুন তারা গেম খেলতে গিয়ে প্রায়ই নানারকম সমস্যার মুখোমুখি হন। কোন গেম ইনস্টল করার সময় বা কোনটি ইনস্টল করার পরে বিভিন্ন রকম এরর দেখিয়ে খেলার মুড নষ্ট করে দেয়। তাই একেবারে বিরক্ত না হয়ে একটু চেষ্টা করে দেখুন আসলেই গেমটি খেলা যায় কি-না।

সিডি থেকে গেম ইনস্টলের সময় যদি কোন ফাইল মিসিং দেখায় বা অন্য কোনরকম এরর দেখায় তবে, মোটামুটি নিশ্চিত এটি সিডির সমস্যা। এক্ষেত্রে সিডি পরিবর্তন করা ছাড়া উপায় নেই। কোন কোন গেম ইনস্টল করার পর কমপিউটার রিস্টার্ট করতে হয়। এক্ষেত্রে যা হয় তা হলো সেই গেমের কিছু ফাইল উইন্ডোজের রেজিস্ট্রিতে চলে যায়। ফলে রিস্টার্ট করতে হয়। এছাড়া গেম চলতে চায়না।

কখনো দেখা যায় এক বা একাধিক সিডির কোন গেম পুরোপুরি ইনস্টল করার পরও .exe ফাইলটি ওপেন করতে গেলেই কোন এরর বা enter the correct cd-rom দেখিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে ইনস্টলার সিডি হতে ক্র্যাক ফোল্ডারের ভেতরের .exe ফাইলটি কপি করে মূল গেম ফোল্ডারের ভেতরে পেস্ট করতে হবে।

আবার দেখা যায় গেম পুরোপুরি ইনস্টল করার পর .exe ফাইলটি ওপেন করলেই মনিটর পুরোটা কালো হয়ে যাচ্ছে, আর কিছুতেই এগুচ্ছে না। এর একটি কারণ হতে পারে যদি AGP-এর মান গেমের ন্যূনতম চাহিদার সমান বা আরো কম হয়। যদি AGP-এর মান গেমের ন্যূনতম চাহিদা এর সমান বা সামান্য বেশি হয় সেক্ষেত্রে সম্ভাব্য একটি সমাধান হলো ডেস্কটপে রাইট ক্লিক করে Properties-এ যেতে হবে। তারপর Settings, সেখান থেকে performance-এ গিয়ে Graphics-এর Hardware excelaration কিছুটা কমিয়ে দিতে হবে। এখন আবার গেমটি চালানোর চেষ্টা করে দেখুন। যদি এবারও ব্যর্থ হন তবে, খুঁজে দেখুন মূল গেম ফোল্ডারে Setting Application.exe বা এরকম কোন ফাইল আছে কিনা যেটিতে গেম চালানোর আগেই গ্রাফিক্স অপশন সেটআপ করা যায়। যদি থাকে তবে সেটির গ্রাফিক্স অপশন সব ন্যূনতম করে দিন, যেটি দরকার নেই তার চেকবক্সের টিক উঠিয়ে দিন। তারপর আবার চেষ্টা করে দেখুন গেমটি খেলা যায় কিনা। যদি এই পদ্ধতিতে কাজ হয়, তবে মনে রাখবেন যতবার এই গেম খেলতে যাবেন ততবার এই একই কাজ বারবার করতে হতে পারে।

কোন কোন গেম গ্রাফিক্স কার্ডের চিপসেটের ওপর নির্ভর করে, যেমনটি হয়েছে Prince of Persia : The sands to time-এর ক্ষেত্রে। Geforce-mx চিপসেটের এজিপি কার্ডগুলো এ গেমটিকে সাপোর্ট করতে পারেনি। তবে fx বা Ti বা অন্য চিপসেটের এজিপিতে গেমটি চলেছে। কোন গেম যদি স্লো চলে তবে তার কারণ সবসময় এজিপি নাও হতে পারে। যেমন, ডেল্টা ফোর্স-৫ খেলতে গেলে উইন্ডোজ এক্সপি-এর ক্ষেত্রে ভালো মতো চলার জন্যে অবশ্যই ২৫৬ মেগাবাইট র‍্যাম লাগবে। র‍্যাম ১২৮ মেগাবাইট হলে গেম যে একেবারে চলবে না তা নয়, তবে যে কোন সময় হ্যাং করতে পারে। তাই র‍্যাম ন্যূনতম চাহিদা থেকে বেশি হলে গেম খুব ভাল চলে। আর ডাইরেক্ট এক্স-এর লেটেস্ট ভার্সন ইনস্টল করে রাখুন। এখন এটি অনেক গেম সিডিতে দেয়া থাকে। সেখান থেকেও ইনস্টল করা যেতে পারে।

যে কোন দোকান থেকে গেম কেনার সময় কয়েকটি ব্যাপারে লক্ষ্য রাখতে হবে। যেমন, গেমের ন্যূনতম চাহিদা আপনার কমপিউটার সাপোর্ট করবে কিনা। আজকাল কোন কোন গেমের ডেমো ভার্সনও দুই সিডিতে বের হয় (যেমন Doom3)। কাজেই একটু খেয়াল করে কিনতে হবে। সিডি বেশি পুরনো কিনা বা সিডিতে কোন ক্র্যাচ আছে কিনা তা অবশ্যই চেক করে নেয়া উচিত।